বঙ্গদেশের

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও আসামের চিফ কমিশনরের অধীনস্থ প্রদেশ-সমূহের বিবরণ।

শ্রীদীননাথ সেন কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

পঞ্চদশ সংস্করণ।

ঢাকা হইতে

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

CALCUTTA.

PRINTED BY B. L. CHAKRAVARTI,

8, Dixon's Lane, Calcutta.

The New School-Book Press.

1886.

তৃতীয় মানচিত্র জেলা নদী পর্ব্বত ও প্রধান নগর

শ্রীদীননাথ সেন কৃত বঙ্গদেশের বিবরণের জন্য

স্কেল প্রতি ইঞ্চে ৬৯ মাইল
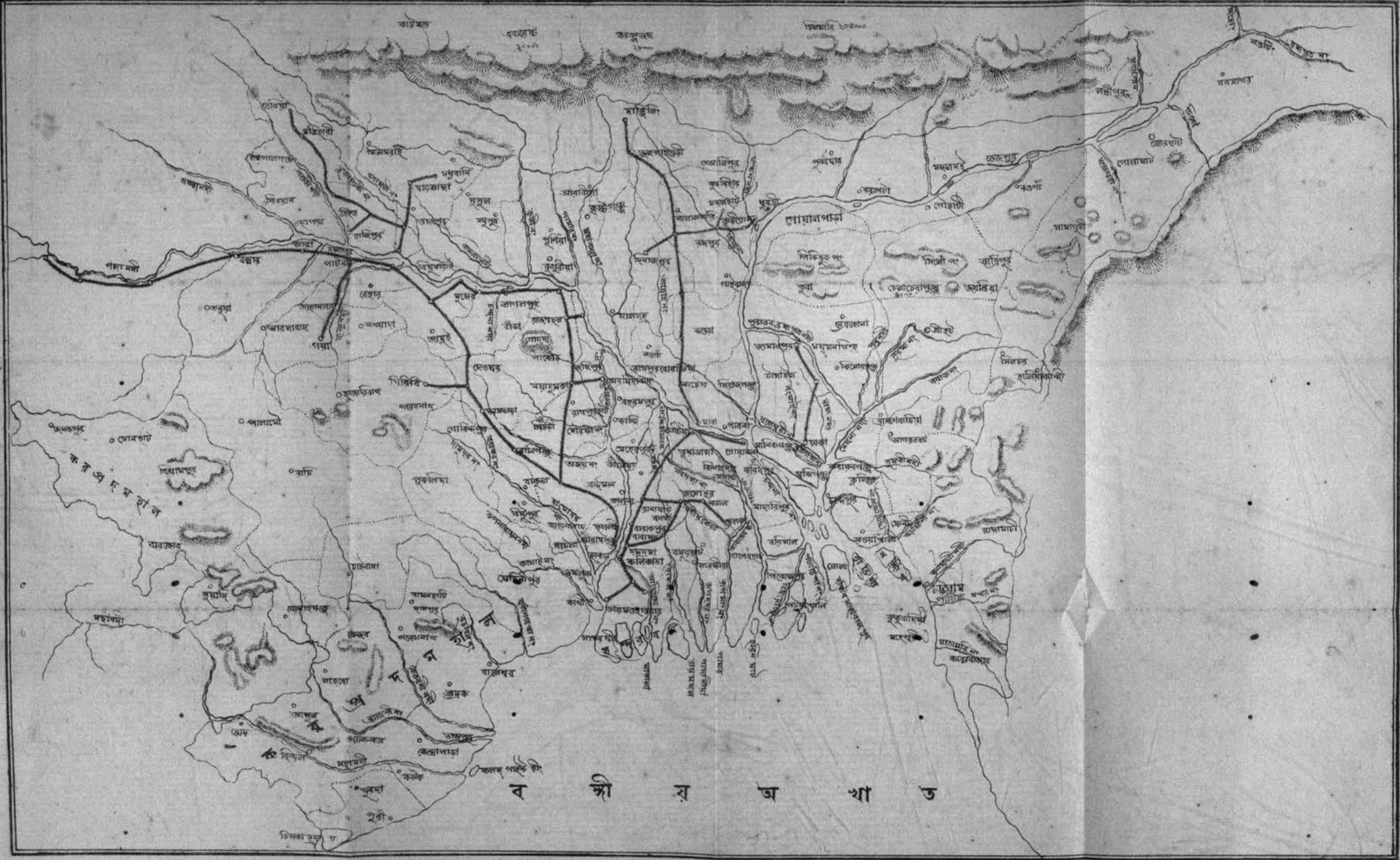
ব ঙ্গী য় অ খা ত

ত্রয়োদশবারের বিজ্ঞাপন।

ইংরেজি ১৮৭০ সনে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন বহুসংখ্যক গবর্ণমেণ্ট-প্রচারিত রিপোর্ট ও অন্যবিধ পুস্তক হইতে এই পুস্তকের লিখিত বিবরণগুলি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহার কয়েক বৎসর পর, শ্রীযুক্ত হণ্টরসাহেব-সংগৃহীত ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইলে, ১৮৮৩ সনে নবম সংস্করণের সময়, তাঁহার সেই পুস্তকের সহিত মিলাইয়া, এই পুস্তকের অন্তর্গত কোন কোন বিবরণ বিস্তৃত, এবং কোন কোন স্থল সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া লিখা হইয়াছিল।

যে সকল পুস্তক হইতে এই পুস্তকের লিখিত বিবরণগুলি সঙ্কলন করা হইয়াছে, সমুদয়ই ইংরেজিতে লিখিত। কোন বাঙ্গলা নাম লিখকের ভাল-রূপ জানা না থাকিলে, তাহা ইংরেজি হইতে বাঙ্গলায় শুদ্ধরূপে লিখা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। আর হণ্টরের পুস্তক অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া, তাহা হইতে প্রত্যেক বিভাগ বা জেলার অন্তর্গত প্রধান প্রধান নদী, নগর, ইত্যাদি নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সহজ নহে। বিশেষতঃ হণ্টরের পুস্তকেও অনেক স্থলে ভ্রম আছে। এই সকল কারণে কেবল ইংরেজি পুস্তক হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জেলা নিবাসী ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিবরণগুলি সংশোধন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। আর এই পুস্তক যাঁহাদিগের হস্তগত হয়, তাঁহারা কোন ভ্রম দেখিতে পাইলে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন, এই বলিয়া নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই প্রার্থনা অনুসারে অনেকেই আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন। নিম্নলিখিত মহাশয়গণ যে সমুদয় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এইবারে সংশোধন করা হইল। এই নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগের নিকট নিতান্তই কৃতজ্ঞ ও বাধ্য রহিলাম।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, মাগুরা, যশোহর।
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বরিশাল।
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দেব, বাগেরহাট, যশোহর।
শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, যশোহর।
শ্রীযুক্ত হরিমোহন সরকার, দরওয়ালী, কুচবিহার।

এইক্ষণেও অনেক জেলার বিবরণ সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রম থাকা সম্ভব। যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সমস্ত ভ্রম দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সংশো-ধনপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাঁহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও বাধ্যতা স্বীকার করিব।

এই পুস্তকের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলি কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, নবম সংস্করণ অবধি তদ্বিষয়ক উপদেশ পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত কর

হইয়াছে। এইবার সেই সমস্ত উপদেশ সংশোধন ও স্থানে স্থানে বিস্তার করিয়া লিখা হইল। বহুদিন শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকা নিবন্ধন যতই তদ্বিষয়ক বহুদর্শন বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই আমার মনে এইরূপ উপদেশের আবশ্যকতা অধিকতর পরিমাণে উপলব্ধ হইতেছে।

শিক্ষাদান সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইল তাহার কিছুই নূতন নহে। সদ্বিবেচক, বহুদর্শী ও পরিপক্ক শিক্ষকগণ যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন; তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি কোন শিক্ষক ইহার কোন প্রণালী দূষিত বিবেচনা করেন, অথবা কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন, এবং তদ্বিষয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানান, তবে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার সহিত সেই বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইব; এবং তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী যথার্থই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইলে, তাহা গ্রহণ করিব। আর পুস্তকে তাঁহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।

জেলা ও নদী প্রদর্শক মানচিত্র দুইটী, বালকগণের দেখিয়া নকল করিবার সুবিধার জন্য, এইবার কিঞ্চিৎ বৃহদায়তনে মুদ্রিত করা হইল।

ঢাকা ২০শে নবেম্বর
১৮৮৪ সন ইংরেজী। } শ্রীদীননাথ সেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষক মহাশয়দিগের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা ছাত্রদিগকে পড়াইতে হইবে না। ছাত্রগণের শিক্ষণীয় বিষয় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। শাখা নদী, প্রধান নগর প্রভৃতি বিষয়সম্বন্ধে স্থূল বিবরণ এক এক প্রকরণে, এবং বিস্তৃত বিবরণ তন্নিম্নে অন্যান্য প্রকরণে, লিখিত হইয়াছে। স্থূল স্থূল বিবরণগুলি সকল স্থানের ছাত্রগণকেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিভাগ বা জেলা সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ সেই বিভাগ বা জেলার ছাত্রগণের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

উপক্রমণিকা—অধ্যাপনার নিয়ম।

ভূগোলবিবরণ শিক্ষাসম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য।

১। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলি সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথমতঃ, যে সকল বিষয়ের শিক্ষাতে প্রধানতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তি প্রয়োগশক্তি কিম্বা কল্পনাশক্তি ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বিষয়ের শিক্ষা অনেক অংশে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে। গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত স্থল। ভূগোলবিবরণ, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

২। ভূগোলবিবরণ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, তদুল্লিখিত স্থানসমূহের বিবরণ স্মরণ রাখা। স্থানের নাম, বিস্তৃতি, অবস্থান ইত্যাদি বিষয় স্মরণ রাখা সম্বন্ধে দুই প্রকার স্মৃতির কার্য্য হইতে পারে; প্রথম, শব্দঘটিত স্মৃতি; দ্বিতীয়, প্রতিরূপগত স্মৃতি। বালকগণের বর্ণমালা অভ্যাস; এক অবধি শত পর্য্যন্ত গণনা, অথবা নামতা শিক্ষা; কিম্বা সংস্কৃত শ্লোক, বা অর্থবোধ জন্মিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলা কবিতা শিক্ষা, ইত্যাদি শাব্দিক স্মৃতির দৃষ্টান্তস্থল। এই সমুদয় বিষয়ের শিক্ষাতে বিবেচনাশক্তির বিশেষ কার্য্য হয় না। আবৃত্তি অর্থাৎ বারম্বার উচ্চারণ দ্বারা বাগ্‌যন্ত্রের এরূপ অভ্যাস হইয়া যায় যে, প্রথম শব্দটী উচ্চারিত হইলে অপরাপর শব্দগুলি, যথাক্রমে, কেবল বাগ্‌যন্ত্রের কার্য্যদ্বারাই, তাহার অনুসরণ করে। যাহা কিছু কণ্ঠস্থ করা যায়, তাহাই এইরূপে অভ্যস্ত হয়। কোন বিষয় মুখস্থ পড়িবার সময় কোন স্থলে ঠেকিলে, যদি তাহার পরবর্ত্তী শব্দ বা বর্ণটী স্মরণ হয়, তাহা হইলে সেই সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার পরবর্ত্তী সমুদয় শব্দ অনর্গল বলিতে পারা যায়। প্রস্ফুটিত বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, মনে মনে কোন কণ্ঠস্থ বিষয় পাঠ করিবার সময়ও এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

৩। এইরূপ স্মৃতি কেবল শব্দগত বলিয়া, এক ভাষাতে যে বিষয় কণ্ঠস্থ করা যায়, তাহা ভাষান্তরে অনর্গল বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় নামতা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন পূরণফল ইংরেজিতে বলিতে হইলে, প্রথমতঃ বাঙ্গলা আর্য্যা আবৃত্তি করিয়া ইংরেজিতে অনুবাদ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতে হয়।

৪। প্রতিরূপগত স্মৃতির কার্য্য অন্যরূপ। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার বাটীতে কতখানা ঘর; তাহা হইলে বৈঠক ঘর, রান্না ঘর, শয়ন ঘর, মণ্ডপ ঘর, প্রভৃতি শব্দগুলি পূর্ব্বে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখি নাই বলিয়া, কোন অভ্যস্ত কবিতা পাঠের ন্যায় অনর্গল ঐ সকল ঘরের নাম বলিতে সমর্থ হই না। কিন্তু প্রশ্ন মাত্রেই বাড়ীর প্রতিরূপ মনোমধ্যে উপনীত হয়। সেই প্রতিরূপ দর্শনে এক একটী করিয়া সমুদয় ঘরের নাম বলিতে পারি। কোন পরিচিত রাস্তার দুই ধারে কত খানা বাড়ী, কোন্ কোন্ ব্যক্তির বাড়ী, বা কোন্ কোন্ বৃক্ষ অবস্থিত আছে, ইত্যাদি বলিতে হইলে মনোমধ্যে সেই স্থানের প্রতিরূপ জাগরিত করিয়া লইতে হয়। তৎপর সেই প্রতিরূপ আলোচনা করিয়া তাহার অন্তর্গত সমুদয় বিষয় বলিতে পারা যায়। পুস্তক হইতে শিক্ষিত অনেক বিষয় সম্বন্ধেও এইরূপ

স্মৃতির কার্য্য হইয়া থাকে। কোন বিষয় পুস্তকের বা পৃষ্ঠার কোন্ স্থানে লিখিত আছে, তাহা স্মরণ হইলে, সেই স্থানের প্রতিরূপ মনোমধ্যে উদিত হয় এবং বিষয়টী বলিতে পারা যায়। এই জন্য যে যে বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতিশক্তির কার্য্য হয়, সেই সকল বিষয় অনেক স্থলে একই পুস্তক হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

৫। প্রতিরূপগত স্মৃতিতে শব্দের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, এবং বাগ্‌যন্ত্রের কার্য্যদ্বারা স্মৃতিশক্তির সাহায্য হয় না। মনোমধ্যে প্রত্যেক পরিচিত বিষয়ের যে প্রতিরূপ গঠিত হইয়া থাকে, এবং যাহা ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে উদ্দীপিত করিয়া লওয়া যায়, সেই মানসিক প্রতিরূপের উপরেই এই স্মৃতি সম্যকরূপে নির্ভর করে। সুতরাং কোন বিষয়ের প্রতিরূপ মনোমধ্যে উদ্ভাবন করিতে পারিলে যে কোন ভাষাতে সেই স্মৃতি বিষয়ের বিবরণ বলিতে পারা যায়।

৬। কোন বিষয়ের সহিত যত অধিক পরিমাণে পরিচয় জন্মে, ততই অধিকতর বিশদরূপে সেই বিষয়ের প্রতিমূর্ত্তি মনোমধ্যে জাগরিত হয়; এবং সেই পরিমাণে ঐ বিষয়ের স্মৃতি পরিস্ফুট থাকে। সর্ব্বদা আবৃত্তি না থাকিলে শব্দগত স্মৃতি অধিককাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু কোন বিষয়ের সহিত একবার ভালরূপ পরিচয় হইলে, মনোমধ্যে যদি তাহার উৎকৃষ্ট প্রতিরূপ অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে সময়ে সময়ে সেই প্রতিরূপ জাগরিত করিবার ক্ষমতা শীঘ্র দূর হয় না, এবং তাহার স্মৃতি অধিক কাল স্থায়ী হয়। বর্ণমালা, নামতা, সর্ব্বদা স্মর্তব্য কবিতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ভিন্ন মনুষ্যের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে শব্দগত স্মৃতির বিশেষ উপযোগিতা নাই। ভূগোলবিবরণ এবং অন্যান্য কতকগুলি শাস্ত্রের স্মর্তব্য বিষয় সম্বন্ধে কেবল প্রতিরূপগত স্মৃতিরই বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে।

৭। নিজ বাড়ী, নগর, বা অন্য যে স্থানে অধিক দিন বাস করা হইয়াছে, সেই সমুদয় স্থানের প্রতিরূপ আমাদিগের মনোমধ্যে গঠিত হইয়া রহিয়াছে। যখনই সেই সমুদয় স্থানের বিষয় স্মরণ করিতে ইচ্ছা করি, তখনই তাহার প্রতিরূপ মনোমধ্যে উপনীত বা জাগরিত হয়। এই সমুদয় স্থান সম্বন্ধে আমাদিগের যে প্রকার স্মৃতি বা জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাই ভূগোল শাস্ত্র জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল ও আদর্শস্বরূপ। ভূগোলশাস্ত্রজ্ঞান এইরূপই হওয়া আবশ্যক। শব্দগত স্মৃতির সাহায্যে কেবল কতকগুলি নাম মুখস্থ করিয়া রাখিলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না, এবং সেই স্মৃতি অধিককাল স্থায়ী হয় না।

৮। কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শনদ্বারা অতি অল্পমাত্র স্থানের জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়। অন্যান্য সমুদয় স্থান সম্বন্ধে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের উপায় নাই। সেই সমুদয় স্থানের জ্ঞানলাভ জন্য মানচিত্রের ব্যবহারই একমাত্র উপায়। মানচিত্র ঐ সমুদয় স্থানের আপেক্ষিক অবস্থানপরিদর্শক প্রতিরূপ। অর্থাৎ কোন্ স্থান কোথায় অবস্থিত, এক স্থান অন্য স্থানের কোন্ দিকে, এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ অপেক্ষা কত বড় ইত্যাদি বিষয় মানচিত্রে প্রদর্শিত হয়।

৯। মানচিত্র দেখিয়া কোন দেশের বিবরণ শিক্ষা করিলে, ঐ স্থানের সাক্ষাৎ প্রতিরূপ মনোমধ্যে গঠিত হয় না বটে; কিন্তু সেই স্থানের প্রতিরূপ যে মানচিত্র, সেই মানচিত্রের প্রতিরূপ মনে অঙ্কিত হয়। যখন আবশ্যক হয়, তখন সেই মানচিত্রের প্রতিরূপ মনোমধ্যে জাগরিত করিয়াই, ঐ মানচিত্রে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলি স্মরণ করিতে পারা যায়।

১০। অতএব মানচিত্র সহযোগে শিক্ষা দেওয়াই ভূগোলবিবরণ অধ্যাপনার প্রকৃত উপায়। কতকগুলি স্থানের নাম কণ্ঠস্থ করিলে, কোথায় কোন্ স্থান অবস্থিত, এক স্থান

হইতে অন্য স্থান কোন্ দিকে বা কতদূর, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ বৃহৎ কি ক্ষুদ্র, ইত্যাদি বিষয়ের কিছুই জ্ঞান জন্মে না। ঐ নামগুলির শব্দগত স্মৃতিও অধিককাল স্থায়ী হয় না।

১১। এই হেতু, শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে ভূগোলবিবরণ শিক্ষা দেওয়ার সময় যথোচিতরূপে মানচিত্র ব্যবহার করেন। ছাত্রগণ মানচিত্র দেখিয়া পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করিবে; এবং বারংবার প্রত্যেক দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিতে অভ্যাস করিবে; আর শিক্ষক বারংবার ছাত্রগণের অঙ্কিত মানচিত্র সংশোধন করিয়া দিবেন। মুদ্রিত মানচিত্র থাকিলে শিক্ষকের অনেক সাহায্য হয় বটে, কিন্তু তাহা না থাকিলে শিক্ষকের স্বয়ং মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

১২। ছাত্রগণকে অধিক পরিমাণে মানচিত্র অঙ্কনের অভ্যাস করাইলে কেবল যে ভূগোল বিবরণ শিক্ষা বিষয়ে উপকার হয় এমত নহে, অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাসম্বন্ধেও বিশেষ ফললাভ হয়। প্রথমতঃ, মানচিত্র অঙ্কন চিত্রবিদ্যার একটী বিশেষ অঙ্গ বলিয়া ঐ বিদ্যা অভ্যাস সম্বন্ধে ছাত্রগণ অনেকদূর অগ্রসর হয়। দ্বিতীয়তঃ, বারংবার পরিশুদ্ধ ও সুন্দররূপে মানচিত্র অঙ্কন অভ্যাস করিলে ছাত্রগণের মনে শৃঙ্খলা, পরিপাট্য ও পারিশুদ্ধ্যবিষয়ক অনুরাগ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। তৃতীয়তঃ, উন্নত শ্রেণীর বালকগণ স্কেল অনুসারে মানচিত্র অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিলে এবং বারংবার এক স্কেল ভাঙ্গিয়া অন্য স্কেলে মানচিত্র অঙ্কিত করিলে, পরিমিতিশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়।

১৩। মানচিত্র ব্যবহারের এবম্বিধ আবশ্যকতা ও এতগুলি উপকারের সম্ভাবনাসত্ত্বেও যে শিক্ষক ভূগোলবিবরণের পুস্তক ছাত্রগণের হাতে দিয়া তাহাদিগকে মুখস্থ করিতে আদেশ করেন, এবং নিজে পুস্তক ধরিয়া ছাত্রদিগকে মুখস্থ পাঠ করিতে বলেন, আর তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে মুখস্থ পাঠ করিতে পারিলেই মনে করেন, যে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদিত হইল, সেই শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রগণের উপকারের সম্ভাবনা অতি অল্প।

১৪। স্থানসমূহের নাম ও আপেক্ষিক অবস্থান ভিন্ন তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিবরণও ভূগোল শাস্ত্রের অন্তর্গত। ঐ সমস্ত বিবরণের সহিত মানচিত্রের সম্পর্ক নাই; এবং মানচিত্র সহযোগে তাহার শিক্ষা হয় না। তৎসমুদয় স্মরণ রাখা ভাবগত স্মৃতির কার্য্য। এই স্মৃতির কার্য্য শাব্দিক ও প্রতিরূপগত স্মৃতির কার্য্য হইতে ভিন্ন প্রকার। আমাদিগের মনের ধর্ম্ম এই যে কোন দুই বা ততোধিক বিষয় অনেকবার একযোগে চিন্তা করিলে, মনোমধ্যে ঐ সমুদয় বিষয়ের এরূপ একটী সম্বন্ধ জন্মে, যে কোন সময়ে তাহার একটী বিষয় স্মরণ হইলে,তৎসঙ্গেই তাহার সংসৃষ্ট বিষয়গুলি আপনা হইতে মনোমধ্যে উপনীত হয়। সংসৃষ্ট বিষয়গুলিকে যত অধিকবার একযোগে চিন্তা করা যায়, ততই তাহাদিগের এই সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়।

১৫। এই হেতু স্থানসমূহের নাম ও আপেক্ষিক অবস্থান ভিন্ন ভূগোলশাস্ত্রের অন্যান্য বিবরণ শিক্ষার প্রধান উপায়, বারংবার তৎসমুদায়ের আলোচনা ও তদ্বিষয়ক চিন্তা। প্রথম শিক্ষার সময় কোন বিবরণ বারংবার পাঠ করিতে করিতে তাহার ভাষা মুখস্থ হইয়া যায় বটে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত মনোমধ্যে বিষয়গুলির সুদৃঢ় সম্বন্ধ না জন্মে, অর্থাৎ তৎসমুদয় ভাবগত স্মৃতির বিষয়ীভূত না হয়, তাবৎ তৎসম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান জন্মে না; এবং সেই সমুদয় বিষয় অনেক দিন মনে থাকে না।

প্রথম সাধারণ নিয়ম।—মানচিত্র দেখাইয়া ভূগোলবিবরণ শিক্ষা দিবার প্রণালী।

১৬। প্রথমতঃ, পুস্তকের যে অংশ শিক্ষা দিতে হইবে, শিক্ষক শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রকে, সেই অংশের উল্লিখিত স্থানগুলি মানচিত্রে এক একটী করিয়া ক্রমান্বয়ে দেখাইবেন।

১৭। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ছাত্রকে মানচিত্রের নিকট আনিয়া, শিক্ষক ঐ স্থানগুলির নাম ক্রমান্বয়ে বলিবেন, ছাত্র এক একটী করিয়া তাহা মানচিত্রে দেখাইবে। ছাত্র কোন স্থান দেখাইতে না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন।

১৮। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক ছাত্র ক্রমে মানচিত্রের নিকট আসিয়া, মানচিত্র দেখিয়া স্বয়ং স্থানগুলির নাম বলিবে, এবং এক একটী করিয়া মানচিত্রে দেখাইবে।

১৯। চতুর্থতঃ, শ্রেণীর শিরোদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক এক একটী ছাত্রকে এক একটী স্থানের নাম বলিবেন, সেই ছাত্র মানচিত্রের নিকট আসিয়া তাহা প্রদর্শন করিবে। কোন ছাত্র না পারিলে, তাহার পরবর্ত্তী ছাত্রকে, অথবা ক্রমান্বয়ে শ্রেণীর অপরাপর ছাত্রকে, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। শেষোক্ত কোন ছাত্র দেখাইতে পারিলে সে প্রথমোক্ত ছাত্রের স্থান অধিকার করিবে। এইরূপে বারংবার শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রকে সমুদয় স্থান জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। শিক্ষক প্রথমে পুস্তকের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে স্থানের নামগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন, তৎপর পর্য্যায়ভঙ্গরূপে, অর্থাৎ একটী স্থানের পর দূরবর্ত্তী আর একটী স্থান, দেখাইতে বলিবেন।

২০। পঞ্চমতঃ, এইরূপ অনুশীলন দ্বারা মানচিত্রের সহিত ছাত্রগণের বিশেষরূপ পরিচয় হইলে, এবং তাহাদিগের মনোমধ্যে মানচিত্রের প্রতিরূপ সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে, শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে, মানচিত্র না দেখিয়া, স্থানগুলির নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করিতে বলিবেন; এবং কোন ছাত্র না পারিলে চতুর্থ নিয়মের লিখিত প্রণালী অনুসারে অন্যান্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন। সময়ে সময়ে এই নিয়মের অনুযায়ী প্রশ্নদ্বারা লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষক ছাত্রগণের লিখিত শ্লেট বা কাগজ সংশোধন করিয়া দিবেন, এবং ভুলগুলি তাহাদিকে বুঝাইয়া দিবেন।

২১। ষষ্ঠতঃ, পুনরালোচনার সময় অগ্রে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য, করিতে হইবে। তৎপর কেবল চতুর্থ ও পঞ্চম নিয়মানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

২২। মন্তব্য। পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে এক একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ, যথা দেশের এক এক দিকের সীমা, বিভাগগুলির নাম, ইত্যাদি এক একবারে লইয়া উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। একটী নির্দ্দিষ্ট অংশের শিক্ষা হইলে, তৎপরবর্ত্তী অংশ শিক্ষা দিতে হইবে। উপরিউক্ত প্রথম অবধি চতুর্থ নিয়ম অনুযায়ী অনুশীলন নিমিত্ত ছাত্রগণ বাড়ীতে বারংবার পুস্তক পাঠ করিয়া, তদুল্লিখিত নামগুলি মানচিত্র দেখিয়া অভ্যাস করিলে, এবং পঞ্চম নিয়ম অনুযায়ী অনুশীলন জন্য বারম্বার আবৃত্তি দ্বারা পুস্তকলিখিত নামগুলি অভ্যাস করিলে, শিক্ষার পক্ষে অনেক সুবিধা হয় বটে; কিন্তু ছাত্রগণ কেবল বাড়ীতেই শিক্ষা করিবে, এবং বিদ্যালয়ে মাত্র পরীক্ষা দিবে, এইরূপ নিয়ম অবলম্বন না করিয়া, শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে বিদ্যালয়েতেই বিশেষরূপ শিক্ষা দেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক যে শিক্ষা দেন তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। বাড়ীতে ছাত্রগণ যাহা কিছু অভ্যাস করিতে

পারে; তাহা সেই শিক্ষার অনুকূল মাত্র। স্থানের নাম উচ্চারণ বিষয়ে প্রথম হইতেই শিক্ষকের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, যেন ছাত্রগণ অশুদ্ধ উচ্চারণ বা অশুদ্ধরূপে অভিঘাত দেওয়া অভ্যাস না করে।

দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম।—মানচিত্র অঙ্কন শিক্ষা দিবার প্রণালী।

২৩। প্রথমতঃ, পুস্তকের অন্তর্গত কোন একটী বিষয় সম্যক্ অধীত হইলে, শিক্ষক কেবল সেই অংশের উপযুক্ত আয়তনের আদর্শ মানচিত্র বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া ছাত্রদিগকে দিয়া শ্লেটে তাহা নকল করাইবেন। উপযুক্ত আয়তনের মুদ্রিত মানচিত্র থাকিলে ছাত্রগণ তাহা দেখিয়া নকল করিতে পারে; কিন্তু মুদ্রিত মানচিত্র অতি বৃহদায়তন বা ক্ষুদ্রায়তন হইলে, শিক্ষক ছাত্রগণকে সেই মানচিত্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ করিয়া অঙ্কিত করিতে না বলিয়া, স্বয়ং সুবিধাজনক আয়তনের মানচিত্র বোর্ডে বা কাজে অঙ্কিত করিয়া দিবেন, যেন ছাত্রগণ তাহাই নকল করিতে পারে। এইরূপ মানচিত্রে সীমা, নদী বা পথজ্ঞাপক রেখাসমূহের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁকগুলি দিতে হইবে না। প্রথমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁকগুলি পরিত্যাগ করিয়া, যতদূর পারা যায়, সাধারণ আকৃতি ঠিক রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

২৪। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের অঙ্কিত মানচিত্র সংশোধন করিবেন; অর্থাৎ অশুদ্ধ স্থান স্বয়ং শুদ্ধরূপে অঙ্কিত করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ কতকদূর অগ্রসর হইলে এক ছাত্রের মানচিত্র অন্য ছাত্র দ্বারা সংশোধন করান যাইতে পারে। এরূপ স্থলে সংশোধিত অংশগুলি শিক্ষকের দেখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ তৎপর স্ব স্ব মানচিত্রের সংশোধিত অংশের প্রতি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পুনরায় আদর্শ মানচিত্র দেখিয়া নকল করিবে এবং শিক্ষক পুনরায় সংশোধন করিবেন। যে ছাত্র যতবার এইরূপে অভ্যাস করিয়া অবশেষে শুদ্ধরূপে মানচিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে দিয়া ততবার আদর্শ মানচিত্র নকল করান আবশ্যক। কতকবার শ্লেটে অভ্যাস করার পর ছাত্রগণ কাগজে অঙ্কিত করিবে।

২৫। তৃতীয়তঃ, আদর্শমানচিত্র না দেখিয়া ছাত্রগণ শ্লেটে বা কাগজে মানচিত্র অঙ্কিত করিবে। এই সমুদয় মানচিত্রও শিক্ষক পূর্ব্বের ন্যায় সংশোধন করিবেন, এবং ছাত্রগণ সংশোধিত অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বারংবার অঙ্কিত করিবে।

২৬। চতুর্থতঃ, পুনরালোচনার সময় কেবল তৃতীয় নিয়মের অনুযায়ী কার্য্যদ্বারা বারংবার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ দ্বারা বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কিত করাইয়া উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক প্রদেশের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পৃথকরূপে অঙ্কিত করিবার অভ্যাস হইলে পর, একই মানচিত্রে সমুদয় বিষয় সন্নিবেশিত করিবার অভ্যাস করান আবশ্যক।

২৭। মন্তব্য।—মানচিত্র অঙ্কন অভ্যাসের সময় প্রথমে কেবল এক একটী বিষয় লইয়া অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। যথা, দেশের চতুঃসীমা অধীত হইলে কেবল সীমারেখাটী অঙ্কিত করাইতে হইবে। বিভাগ গুলির বিষয় শিক্ষিত হইলে, কেবল দেশের সীমারেখা এবং বিভাগ গুলির সীমারেখা অঙ্কিত করাইতে হইবে। তৎপরে এক এক বিভাগের সীমা এবং অন্তর্গত জেলা গুলির সীমা মাত্র অঙ্কিত করাইতে হইবে। নদী সম্বন্ধে প্রথমে দেশের সীমারেখা এবং প্রধান নদী গুলি; তৎপর একটী বা দুইটী বিভাগের সীমা এবং তদন্তর্গত নদী; অবশেষে

বিভাগের সীমা এবং তদন্তর্গত নদী, ও জেলাসমূহের সীমা, একত্রে অঙ্কিত করাইতে হইবে। এইরূপে প্রধান নগর, পর্ব্বত ইত্যাদি অঙ্কিত করিবার সময় এক একবারে এক একটী জেলা বা বিভাগমাত্র লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ অভ্যাসের সময় একেবারে অনেকগুলি বিষয় লইলে ছাত্রগণের মনে বিরক্তি জন্মে, এবং তাহাদিগের অঙ্কিত মানচিত্রে অনেক গোলযোগ হয়; প্রথম অবধিই ছাত্রদিগকে দেশের সীমা, বিভাগের সীমা, জেলার সীমা, বড় নদী, ক্ষুদ্র নদী, পথ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নরূপে, অর্থাৎ স্থূল রেখা, বা সূক্ষ্ম রেখা ইত্যাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অঙ্কিত করিতে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত ও সুন্দররূপে মানচিত্র অঙ্কিত করা অভ্যাস করিতে পারে, প্রথম অবধিই শিক্ষকের তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন করা কর্ত্তব্য। একবার কুৎসিতরূপে মানচিত্র অঙ্কনের অভ্যাস জন্মিলে তাহা সংশোধন করা দুষ্কর।

তৃতীয় সাধারণ নিয়ম।—ভূগোল শাস্ত্রান্তর্গত অপরাপর বিষয় শিক্ষা দিবার প্রণালী।

২৮। প্রথমতঃ, শিক্ষক যে অংশ দৈনিক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা শ্রেণীর ছাত্রদিগকে দিয়া পড়াইবেন। প্রত্যেক ছাত্রকে দিয়া কতক অংশ পড়ান আবশ্যক। যে সকল শব্দের অর্থ ছাত্রগণ না জানে, অথবা যে বাক্যের ভাব বুঝিতে না পারে, তাহা বলিয়া দিয়া, প্রত্যেক ছাত্র যে অংশে পাঠ করে, তাহার মর্ম্ম তাহার দ্বারা ব্যাখ্যা করাইয়া লইবেন। শিক্ষক এইরূপ অনুশীলন দ্বারা সমুদয় ছাত্রকে পাঠের প্রত্যেক অংশ ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

২৯। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীর শিরোভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রকে পাঠের অন্তর্গত সমুদয় বিষয় আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিবেন। সে প্রথমে পুস্তক দেখিয়াই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর করিবে। কোন ছাত্র না পারিলে তাহার প্রশ্ন পরবর্ত্তী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন।

৩০। তৃতীয়তঃ, ছাত্রগণের পুস্তক বন্ধ করাইয়া এক একটী ছাত্রকে এক একটী করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। কোন ছাত্র উত্তর করিতে না পারিলে, পরবর্ত্তী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করাইবেন।

৩১। চতুর্থতঃ, পুনরালোচনার সময় অগ্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। তৎপরে কেবল তৃতীয় নিয়মানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ছাত্রগণ বাটীতে বারংবার পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়া আসিবে

৩২। মন্তব্য।—ছাত্রগণ পুস্তকের ভাষা মুখস্থ করিয়া উত্তর না করিতে পারে, এই নিমিত্ত তৃতীয় নিয়মানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়, প্রশ্নগুলিকে, যতদূর পারা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য; এবং পুস্তকের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে জিজ্ঞাসা না করিয়া পর্য্যায়ভঙ্গরূপে, অর্থাৎ দূরের দূরের বিষয়গুলি, একটীর পরে একটী, জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় শিক্ষক সোজাসুজি বলিয়া না দিয়া, তদ্বিষয় সম্পর্কে নিতান্ত আবশ্যক কথাগুলি মাত্র বলিয়া দিয়া, কৌশলক্রমে এরূপ ভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, যেন ছাত্রগণ নিজে নিজে চিন্তা করিয়াই বিষয়টী উত্তমরূপে বলিতে পারে।
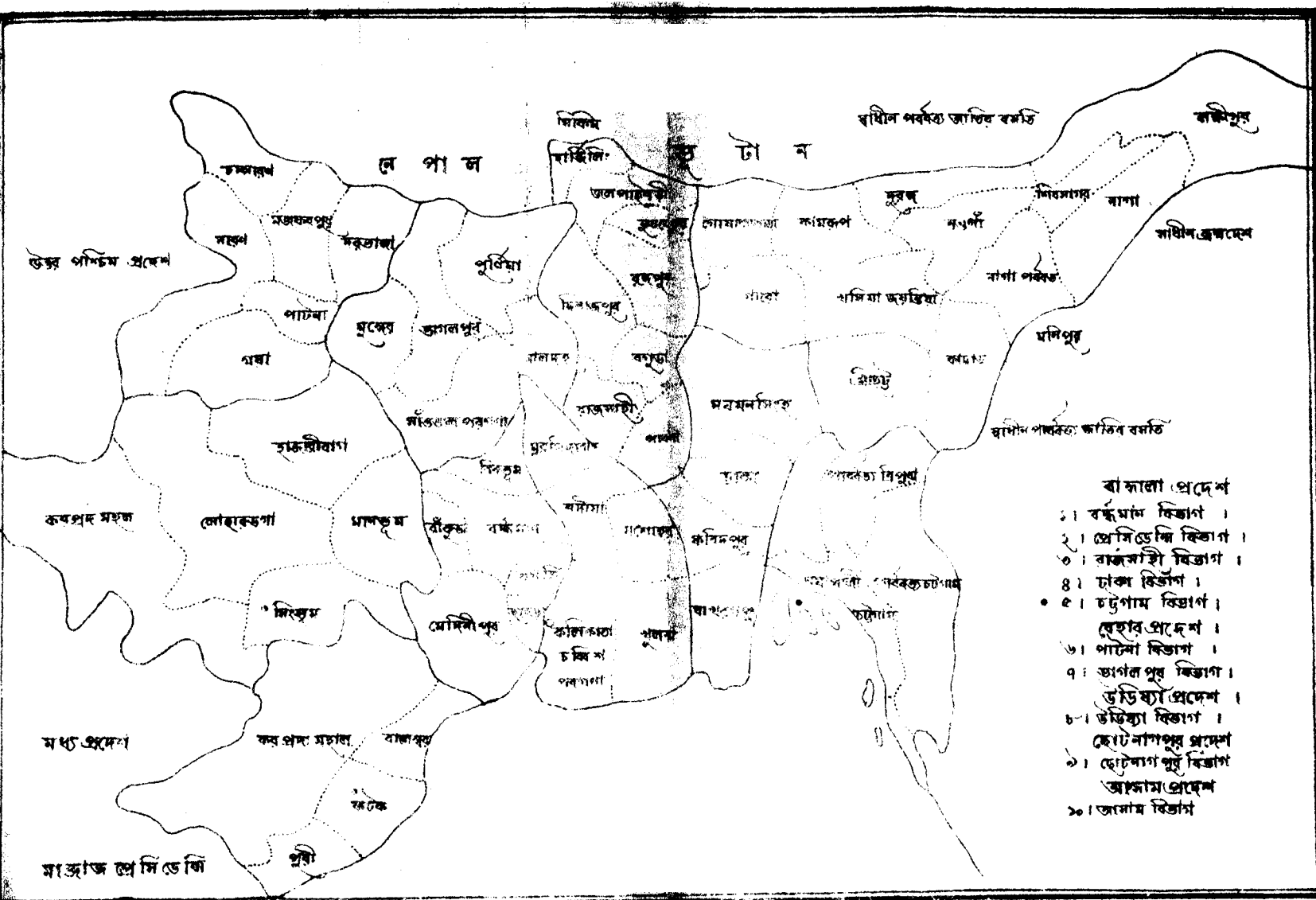
শ্রীজ্ঞানমার্গ সেন কৃত বঙ্গদেশের বিবরণ ॥

প্রথম অধ্যায়।—সীমা, বিভাগ ও জেলা।

১। সীমা ও বিভাগ।

৩৩। বাঙ্গলা ও আসামের উত্তর সীমা;—হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত নেপাল, সিকিম, তিব্বত ও ভূটান দেশ; ও আখা ডুফলা, মিসমি, মিরি প্রভৃতি পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির বসতিস্থান। পূর্ব্ব সীমা;—স্বাধীন ব্রহ্মদেশ, ও মণিপুর, নাগা, লুসাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বসতিস্থান; ও ইংরেজাধিকৃত ব্রহ্মদেশ। দক্ষিণ সীমা;—বঙ্গীয় অখাত। পশ্চিম সীমা;—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মধ্য ভারতবর্ষ, স্বাধীন রেওয়া প্রদেশ, এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত মিরজাপুর, গাজিপুর, ও গোরক্ষপুর জেলা।

৩৪। উপক্রমণিকার লিখিত প্রথম সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ মানচিত্র দেখাইয়া ভূগোল-বিবরণ শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী অনুসারে শিক্ষক এক এক দিকের সীমাস্থিত স্থানগুলি শিখাইবেন। এইরূপে চারিদিকের সীমা অভ্যস্ত হইলে, শিক্ষক কেবল বাহিরের সীমারেখাটী অঙ্কিত করিয়া, দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ মানচিত্র অঙ্কিত করণ শিক্ষা দিবার প্রণালী অনুসারে ছাত্রগণকে দিয়া ঐ সীমার মানচিত্র অঙ্কিত করাইবেন। এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রথম মানচিত্র হইতে এই বিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে।

৩৫। বাঙ্গলা ও আসামের দৈর্ঘ্য ছোটনাগপুরের পশ্চিম হইতে আসামের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; ন্যূনাধিক ১,০০০ মাইল। প্রাশস্ত্য হিমালয় পর্ব্বত হইতে উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত ৫০০ মাইল। বিস্তৃতি ২,৪০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৭,০০,০০,০০০।

৩৬। কোন্ কোন্ রেখাক্রমে দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রাশস্ত্য দেওয়া হইয়াছে, শিক্ষক তাহা মানচিত্রে দেখাইয়া দিয়া, দৈর্ঘ্য, প্রাশস্ত্য, বিস্তৃতি ও লোকসংখ্যার পরিমাণ, শ্রেণীতে ছাত্রদিগকে বারংবার বলিয়া দিয়া ও জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষা দিবেন।

৩৭। এই প্রদেশ ১০টী বিভাগে বিভক্ত। (১) প্রেসিডেন্সি বিভাগ। (২) বর্দ্ধমান বিভাগ। (৩) রাজসাহী বিভাগ। (৪) ঢাকা বিভাগ। (৫) চট্টগ্রাম বিভাগ। (৬) পাটনা বিভাগ। (৭) ভাগলপুর বিভাগ। (৮) ছোটনাগপুর বিভাগ। (৯) উড়িষ্যা বিভাগ। (১০) আসাম বিভাগ।

৩৮। প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই পাঁচটী বিভাগকে সমষ্টিতে বঙ্গদেশ বলা গিয়া থাকে। পাটনা ও ভাগলপুর এই দুই বিভাগ একত্রে বেহার।

৩৯। বিভাগগুলির সীমারেখা মানচিত্রে দেখাইয়া দিয়া, প্রথম সাধারণ নিয়ম অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাদিগকে, দিয়া

বিভাগগুলির সীমারেখাসম্বলিত মানচিত্র অঙ্কিত করাইতে হইবে। এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রথম মানচিত্রের স্থূল রেখাগুলি বিভাগের সীমা। বালকগণ বাহিরের সীমা ও স্থূল রেখাগুলি মাত্র অঙ্কিত করিবে। তৎপর, প্রত্যেক বিভাগের উত্তরে, পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে কোন্ কোন্ বিভাগ; প্রত্যেক বিভাগের চতুঃসীমা কি; প্রত্যেক বিভাগ হইতে উত্তর, পূর্ব্ব, ইত্যাদি দিকে সরল রেখা অঙ্কিত করিলে, কোন্ কোন্ বিভাগ কর্ত্তন করিতে হয়; ইত্যাদি প্রশ্ন শিক্ষক শ্রেণীতে বারংবার জিজ্ঞাসা করিবেন। ছাত্রেরা প্রথমতঃ মানচিত্র দেখিয়া, অবশেষে মানচিত্র না দেখিয়া, উত্তর করিবে। যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র মানচিত্র না দেখিয়া অনর্গল এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে না পারিবে, তাবৎ এই প্রণালীতে অনুশীলন করা আবশ্যক।

২। জেলা।

৪০। উপরি উক্ত ১০টী বিভাগ ৬২টী জেলাতে বিভক্ত। তন্মধ্যে বাঙ্গলার ৫ বিভাগে ২৯ জেলা। বেহারের দুই বিভাগে ১২ জেলা। ছোটনাগপুর বিভাগে ৫ জেলা। উড়িষ্যা বিভাগে ৪ জেলা। আসাম বিভাগে ১২ জেলা।

৪১। প্রেসিডেন্সি বিভাগ ৬টী জেলাতে বিভক্ত।—কলিকাতা নগরী, চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর, খুলনা।

৪২। বর্দ্ধমান বিভাগ ৬টী জেলাতে বিভক্ত।—হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, মেদনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া।

৪৩। রাজসাহী বিভাগ ৮টী জেলাতে বিভক্ত।—রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুচবেহার, জলপাইগুড়ী, দার্জ্জিলিং।

৪৪। ঢাকা বিভাগ ৪টী জেলাতে বিভক্ত।—ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

৪৫। চট্টগ্রাম বিভাগ ৫টী জেলাতে বিভক্ত।—চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, নওয়াখালী, ত্রিপুরা, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।

৪৬। পাটনা বিভাগ ৭টী জেলাতে বিভক্ত।—সাহাবাদ, গয়া, পাটনা, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা।

৪৭। ভাগলপুর বিভাগ ৫টী জেলাতে বিভক্ত।—সাঁওতালপরগণা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ।

৪৮। ছোটনাগপুর বিভাগ ৫টী জেলাতে বিভক্ত।—সিংহভূম, মানভূম, হাজারীবাগ, লোহারডগা, করদপ্রদ মহাল।

দ্বিতীয় মানচিত্র নদী
স্কেল প্রতি ইঞ্চে ৯৬ মাইল
বরাকর
দামোদর
অজয়
মহানদী
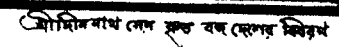
৪৯। উড়িষ্যা বিভাগ ৪টী জেলাতে বিভক্ত।—বালেশ্বর, কটক, পুরী, করপ্রদ মহাল।

৫০। আসাম বিভাগ ১২টী জেলাতে বিভক্ত।—শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া, গারো, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দুরঙ্গ, নওগাঁ, শিবসাগর, লক্ষ্মীপুর, নাগাপর্ব্বত জেলা, স্বাধীন নাগা।

৫১। প্রথম সাধারণ নিয়ম অনুসারে মানচিত্র দেখাইয়া এক এক বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলির নাম, সীমা ও আপেক্ষিক অবস্থানের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পর, শিক্ষক দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে সেই বিভাগের মানচিত্র অঙ্কিত করাইবেন। এই মানচিত্রে কেবল বিভাগের সীমা এবং তদন্তর্গত জেলাসমূহের সীমা থাকিবে। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলি শিক্ষা হইলে শিক্ষক ৩৯ প্রকরণের লিখিত নিয়ম অনুসারে সেইবিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।

৫২। এইরূপে একে একে সমুদয় বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলির শিক্ষা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলির আপেক্ষিক অবস্থান, সীমা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন, ৩৯ প্রকরণের লিখিত প্রণালী অনুসারে, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং সমুদয় বিভাগ ও জেলা দিয়া সমগ্র দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করাইতে হইবে। পুস্তকের অন্তর্গত প্রথম মানচিত্রে কেবল বিভাগ ও জেলার সীমা দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণকে দিয়া সেই মানচিত্রের অনুরূপ মানচিত্র অঙ্কিত করাইতে হইবে। ঐ মানচিত্রে যেমন স্থূল রেখাদ্বারা বিভাগের সীমা এবং বিন্দুমালা দ্বারা জেলার সীমা প্রদর্শিত হইয়াছে, ছাত্রগণেরও ঐরূপ অঙ্কিত করিবার অভ্যাস করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—নদী।

১। প্রধান নদী।

৫৩। এই প্রদেশের নদীসমূহ মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা প্রধান।

৫৪। গঙ্গা—গঙ্গা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমাংশে হিমালয়স্থিত গঙ্গোত্তরী হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে, ক্রমে হরিদ্বার, ফরেক্কাবাদ, কনোজ বা কাণ্যকুব্জ প্রভৃতি নগরের নিকট দিয়া আসিয়া, আলাহাবাদ বা প্রয়াগের সম্মুখে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া, ক্রমে মিরজাপুর, চুণার, বারাণসী ও গাজিপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া, বক্সারের পশ্চিমোত্তরে বেহার প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

৫৫। সেখান হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে আসিয়া; উত্তরে সারণ ও মজঃফরপুর জেলা এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরেব উত্তরার্দ্ধ, আর দক্ষিণে সাহাবাদ ও পাটনা জেলা এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের দক্ষিণার্দ্ধ এবং উত্তর

পারে সারণ নগর, ও দক্ষিণ পারে দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ ও ভাগলপুর নগর রাখিয়া, রাজমহলের উত্তরে, বাঙ্গলাতে প্রবেশ করিয়াছে।

৫৬। তৎপরে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া; মালদহ, রাজসাহী ও পাবনা জেলার পশ্চিমদক্ষিণ, এবং সাঁওতাল পরগণা, মুরষিদাবাদ, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বোত্তর দিয়া; পশ্চিম পারে রাজমহল ও দক্ষিণ পারে কুষ্টিয়া; এবং উত্তর পারে রামপুরবোয়ালিয়া ও পাবনা রাখিয়া; গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

৫৭। রামপুরের কিছু উজান, অর্থাৎ যেখানে ভাগীরথী নামক শাখা গঙ্গা হইতে দক্ষিণদিকে বহির্গত হইয়াছে, সেখান হইতে গঙ্গার নাম পদ্মা। পদ্মা গোয়ালন্দ হইতে পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ঢাকা ও ফরিদপুর এই দুই জেলার সাধারণ সীমা দিয়া রাজনগর নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম দক্ষিণ পারে রাখিয়া, ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাজবাড়ী থানার দক্ষিণে মেঘনার সহিত মিলিয়াছে।

৫৮। গঙ্গার দৈর্ঘ্য উৎপত্তিস্থান হইতে মোহানা পর্য্যন্ত ১৫ শত মাইল। তন্মধ্যে বেহার ও বাঙ্গলায় ৫ শত মাইল। ইহার অর্দ্ধেক বাঙ্গলায় ও অর্দ্ধেক বেহারে।

৫৯। উপক্রমণিকার লিখিত প্রথম সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষক উপরিউক্ত নদীর বিষয় শিক্ষা দিবেন। উক্ত নিয়মের অন্তর্গত প্রথম প্রক্রিয়ার সময় ছাত্রগণ দ্বারা পুস্তকের লিখিত বিবরণ কতক কতক করিয়া পড়াইবেন, এবং শিক্ষক স্বয়ং পুস্তকের অন্তর্গত তৃতীয় মানচিত্রে, অথবা অন্য মানচিত্রে, উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নদীর গতি, এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলা ও নগর সমুদয়, ক্রমে দেখাইবেন। এইরূপে বারংবার দেখাইবার পর উপরিউক্ত নিয়মের অন্তর্গত অন্যান্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে।

৬০। তৎপর, মানচিত্র অঙ্কন শিক্ষা দিবার, অর্থাৎ দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে ছাত্রদিগকে দিয়া তাহাদিগের পূর্ব্ব অঙ্কিত বিভাগ ও জেলার সীমাসম্বলিত মানচিত্রে, নদীর গতি অঙ্কিত করাইতে হইবে। প্রথমে পার্শ্বস্থ নগর না দিয়া কেবল নদীর অবয়ব প্রশুদ্ধরূপে অঙ্কিত করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নদীটী ভালরূপে আঁকিতে শিখিলে পর নগরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৬১। পুস্তকের অন্তর্গত দ্বিতীয় মানচিত্রে কেবল প্রদেশের সীমা ও নদীগুলি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে নদীগুলির অবয়ব স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। এই মানচিত্র দেখিয়া ছাত্রগণের নদী অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য।

৬২। উপরের লিখিত গঙ্গানদীসম্পর্কীয় যে যে বিষয়ের শিক্ষা মানচিত্র সহযোগে হইতে না পারে, তাহা ২৮ হইতে ৩২ প্রকরণের লিখিত তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে।

৬৩। ব্রহ্মপুত্র—ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে গঙ্গোত্তরীর উত্তরে উৎপন্ন হইয়া, সাম্পূ বা ইয়ারো নামে তিব্বতের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া, হিমালয়ের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তৎপরে হিমালয়ের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া আসামের উত্তর পূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়াছে।

৬৪। আসাম প্রদেশের উত্তরপূর্ব্বসীমা হইতে ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া; প্রথমতঃ লক্ষ্মীপুর জেলার মধ্য দিয়া, তৎপরে উত্তরে লক্ষ্মীপুর ও দুরঙ্গ জেলা, এবং দক্ষিণে শিবসাগর ও নওগাঁ জেলা রাখিয়া, গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই অংশে উত্তর পারে সদিয়া, বিশ্বনাথ ও দুরঙ্গ, এবং দক্ষিণ পারে ডিব্রুঘর নগর। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র, দুরঙ্গ, কামরূপ ও গোয়ালপাড়া নগর ও জেলার মধ্য দিয়া; দক্ষিণ পারে গৌহাটী ও গোয়ালপাড়া নগর রাখিয়া; কিছুদূর পশ্চিমে ধুবড়ী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে।

৬৫। তৎপরে দক্ষিণবাহী হইয়া; পশ্চিমে রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা, এবং পূর্ব্বে গোয়ালপাড়া ও ময়মনসিংহ জেলা রাখিয়া; গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অংশে পশ্চিম পারে ধুবড়ী, চিলমারী ও সিরাজগঞ্জ, এবং পূর্ব্ব পারে সিঙ্গমারী, দেওয়ানগঞ্জ ও জাফরগঞ্জ।

৬৬। দেওয়ানগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের নাম যমুনা বা জিনাই। গোয়ালন্দের কিছু উত্তর হইতে হুরাসাগর নামে এক শাখা যমুনার নিকট দিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই তিন নদীর সম্মিলনস্থানের নাম বাইশকোদালিয়ার মোহানা।

৬৭। আসাম প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব সীমা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য ৫৬০ মাইল। তন্মধ্যে পশ্চিমদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত অর্থাৎ আসামের মধ্যে ৪০০ মাইল, এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত অর্থাৎ বাঙ্গলায় ১৬০ মাইল।

৬৮। ৫৯ হইতে ৬২ প্রকরণে গঙ্গানদী সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার যে প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে ব্রহ্মপুত্রের বিষয়ও শিক্ষা দিতে এবং মানচিত্র অঙ্কিত করাইতে হইবে।

৬৯। মেঘনা—মণিপুর প্রদেশের উত্তরাংশস্থিত পর্ব্বতসমূহ হইতে বরাক নদী উৎপন্ন হইয়া, তাহার শাখা সুরমা সহ, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার

মধ্য দিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া; দক্ষিণ পারে কাছাড় ও হবিগঞ্জ নগর রাখিয়া; ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই তিন জেলার সন্ধিস্থলে ভৈরববাজার নগরের কিছু উত্তরে আসিয়াছে।

৭০। দেওয়ানগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, পশ্চিম পারে ময়মনসিংহ নগর রাখিয়া, ভৈরববাজারের উত্তরে উল্লিখিত বরাক বা সুরমা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

৭১। ভৈরববাজার হইতে এই নদী মেঘনা নামে, প্রথমতঃ ঢাকা ও ত্রিপুরা, তৎপর বাখরগঞ্জ ও নওয়াখালী জেলার সাধারণ সীমা দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গিয়া, সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। পশ্চিম পারে ঢাকা-জেলান্তর্গত বৈদ্যের বাজার, মুন্সীগঞ্জ এবং রাজবাড়ী; পূর্ব্ব পারে ত্রিপুরা-জেলান্তর্গত চাঁদপুর এবং নওয়াখালী-জেলান্তর্গত রায়পুর ও লক্ষ্মীপুর নগর অবস্থিত আছে।

৭২। লক্ষ্মীপুরের দক্ষিণে মেঘনা চারিটী প্রশস্ত মোহানায় বিভক্ত হইয়াছে। সর্ব্ব পশ্চিমের মোহানা হিলসা বা তেঁতুলিয়া, বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ সাবাজপুর দ্বীপের মধ্যস্থিত। দ্বিতীয় মোহানা সাবাজপুরের নদী, দক্ষিণ সাবাজপুর ও হাতীয়া দ্বীপের মধ্যস্থিত। তৃতীয় মোহানা হাতীয়ার নদী, হাতীয়া ও সন্দ্বীপের মধ্যস্থিত। চতুর্থ মোহানা জালছেঁড়া ও বামনী নদী নামে, নওয়াখালী জেলা ও হাতীয়া সন্দ্বীপের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে; তৎপর সন্দ্বীপ প্রণালী নামে, চট্টগ্রাম জেলা ও সন্দ্বীপের মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে, প্রবাহিত হইয়াছে।

৭৩। বরাক নদী উৎপত্তিস্থান হইতে ভৈরববাজার পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল দীর্ঘ। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দেওয়ানগঞ্জ হইতে ভৈরববাজার পর্য্যন্ত ১২০ মাইল। ভৈরববাজার হইতে মেঘনা তিন মোহানায় বিভক্ত হওয়ার স্থান পর্য্যন্ত ১০০ মাইল। সেথান হইতে সন্দ্বীপ প্রণালী দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত ৮০ মাইল।

৭৪। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রই পূর্ব্বে মূল ব্রহ্মপুত্র নদ ছিল। যমুনা একটী ক্ষুদ্র শাখা, এবং মেঘনা ব্রহ্মপুত্রেরই অন্ত্যভাগ মাত্র ছিল। কিন্তু যমুনা ক্রমে বৃহৎ হইয়াছে ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র চড়া পড়িয়া ভরিয়া গিয়াছে। বরাক নদী অতি প্রশস্ত নয়, কিন্তু গভীর।

৭৫। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ন্যায়, মেঘনানদী সম্পর্কীয় বিষয়গুলিও শিক্ষা দিতে হইবে।

৭৬। গঙ্গার যে অংশ বেহার ও বাঙ্গলা দিয়া আসিয়াছে, তাহা অতিশয় প্রশস্ত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও গঙ্গা প্রশস্ত। শীতের দিনেও গঙ্গা কোন কোন স্থানে এক মাইল, কোন কোন স্থানে দুই মাইল, প্রশস্ত থাকে। বর্ষার সময়ে সকল স্থানেরই প্রাশস্ত্য অধিক হয়। কোন কোন স্থলে গঙ্গা ছয় মাইল প্রশস্ত হয়। ব্রহ্মপুত্রের যে অংশ আসাম প্রদেশের বহির্দ্দেশস্থিত, তাহা অধিক প্রশস্ত নয়; কিন্তু আসাম ও বাঙ্গলার অন্তর্গত সমুদয় অংশেই ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার সমান প্রশস্ত। মেঘনা, ভৈরববাজার হইতে পদ্মার সহিত মিলিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত, গঙ্গার সমান প্রশস্ত। কিন্তু তাহার দক্ষিণে ক্রমেই প্রাশস্ত্য অধিক হইয়াছে। প্রথমতঃ পাঁচ ছয় মাইল, পরে তিন মোহানায় বিভক্ত হওয়ার স্থানে প্রায় ১০ মাইল প্রশস্ত। পরে সমুদয় মোহানা ও তন্নিম্নস্থিত দ্বীপগুলি লইয়া প্রায় ১০০ মাইল। গঙ্গা বা পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোত প্রবল। মেঘনার স্রোত তত প্রবল নহে।

৭৭। বেহার, বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের মাটী প্রায়শই বালুকাময় ও নরম। এই হেতু এই তিন বৃহৎ নদী স্থানে স্থানে পাড় ভাঙ্গিয়া বামে কি দক্ষিণে গতিপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এক দিকে পাড় ভাঙ্গিলে, হয়তো অপর পাড় সংলগ্ন হইয়া চর পড়ে, নতুবা নদীর মধ্যে চর পড়ে। বর্ষাকালে প্রায় সমুদয় চরই ডুবিয়া যায়। বর্ষাকালে ষ্টীমার, স্লুপ অথবা ঢাকাই পলহার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নৌকা অনায়াসে এই তিন নদী দিয়া চলাচল করিতে পারে। শীতের দিনে গভীর জলভাগ সঙ্কুচিত হয় বলিয়া ষ্টীমার প্রভৃতি স্থানে স্থানে পার্শ্বের চড়ায় ঠেকিয়া যায়।

৭৮। উপক্রমণিকার লিখিত তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে উপরের লিখিত বিবরণগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

২। গঙ্গা হইতে উৎপন্ন শাখানদী।

৭৯। যে সকল শাখানদী গঙ্গা বা পদ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, এবং ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর বঙ্গীয় অখাতে বা অন্য নদীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬টী নদী প্রধান।—ভাগীরথী, জলাঙ্গী (বা খড়িয়া), মাথাভাঙ্গা (বা চূর্ণী), গড়ই, চন্দনা ও আড়িয়লখাঁ।

৮০। সর্ব্ব পশ্চিমে ভাগীরথী, মালদহ ও মুরষিদাবাদ জেলার সন্ধিস্থলে স্থতী নামক স্থান হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। গঙ্গার যে অংশ হইতে ভাগীরথী বহির্গত হইয়াছে, তাহার নাম ছাপঘাটীর মোহানা। ভাগীরথী প্রথমতঃ মুরষিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া; পরে বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া ও মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমে; এবং নদিয়া, চব্বিশপরগণা জেলা পূর্ব্বে রাখিয়া; সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। নবদ্বীপ নগরের নিকট যে স্থানে ভাগীরথী জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থান হইতে ভাগীরথীর নাম হুগলী নদী।

৮১। এই নদীর পূর্ব্ব পারে মুরষিদাবাদ জেলায় বালুচর, মুরষিদাবাদ, এবং বহরমপুর নগর সংস্থিত আছে। পশ্চিম পারে জঙ্গিপুর ও আজিমগঞ্জ। তৎপর পশ্চিম পারে বর্দ্ধমান জেলায়, ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও কালনা; হুগলী ও হাবড়া জেলায় ত্রিবেণী, হুগলী, চুঁচড়া, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী শ্রীরামপুর, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, বালী, হাবড়া ও উলুবেড়িয়া, এবং মেদিনীপুর জেলায় খেজুরি নগর অবস্থিত আছে। পূর্ব্ব পারে, নদীয়া জেলায় শান্তিপুর, চাকদহ, সুখসাগর ও কাঁচড়াপাড়া; এবং চব্বিশপরগণা জেলায় হালীসহর, নৈহাটী, চানক, বরাহনগর, কলিকাতা, ডায়মণ্ডহারবার এবং কুল্পী নগর অবস্থিত আছে।

৮২। জলাঙ্গী নদী, মুরষিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সন্ধিস্থলে জলাঙ্গী নগরের নিকট দিয়া বহির্গত হইয়াছে। প্রথমতঃ মুরষিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সাধারণ সীমা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে; তৎপরে খড়িয়া নামে নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া, দক্ষিণ পারে নদীয়া নগর রাখিয়া, নবদ্বীপের অপর পারে ভাগীরথীর সহিত মিলিয়াছে।

৮৩। জলাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া চূর্ণী নামে চুয়াডাঙ্গা, রামনগর, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালী ও রাণাঘাট নগর পূর্ব্ব পারে রাখিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

৮৪। ইহার পূর্ব্বে গড়ই নদী, নদীয়া জেলাতে কুষ্টিয়ার সম্মুখে, ডাকদহের মোহানা হইতে বহির্গত হইয়া, দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে যশোহর জেলার পূর্ব্বসীমা এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের পশ্চিম সীমা দিয়া, মধুমতী, এলেন খালী, বলেশ্বর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে হরিণঘাটা নামক প্রশস্ত মোহানা

দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর পার্শ্বে কুমারখালী ও কালীগঞ্জ অবস্থিত আছে।

৮৫। চন্দনা নদী. ফরিদপুর জেলা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া গড়ইতে পতিত হইয়াছে। ফরিদপুরের পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে আড়িয়লখাঁ নামক এক বৃহৎ শাখা পদ্মা হইতে বাহির হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশ দিয়া তেঁতুলিয়ার মোহানাতে পতিত হইয়াছে।

৮৬। ইহার মধ্যে ভাগীরথী ও গড়ই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ভাগীরথী ২০০, এবং গড়ই ১৫০ মাইল। ভাগীরথীর উপরিভাগে চর পড়াতে অল্পজলের দিনে প্রায় শুকাইয়া যায়। গড়ই অত্যন্ত গভীর ও বেগবতী ছিল, এইক্ষণ ক্রমে চর পড়িতেছে।

৮৭। শাখা ও উপনদী সম্বন্ধীয় এই পরিচ্ছেদ এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য পরিচ্ছেদের বিবরণগুলির নিম্নলিখিত ৮৮ ও ৮৯ প্রকরণের বর্ণিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে বিভাগের অন্তর্গত নদী যে পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, তথাকার ছাত্রগণকে সেই পরিচ্ছেদের সমুদয় বিবরণই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য বিভাগের নদী সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদের কেবল প্রথম প্রকরণ মাত্র পড়াইয়া শাখানদীগুলির নাম ও অবস্থান সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেই হইতে পারে।

৮৮। উপক্রমণিকার লিখিত অধ্যাপনার প্রথম সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষক, প্রথমতঃ উপরিউক্ত ৬টী নদীর নাম, উৎপত্তি ও পতনস্থান, এবং গতির বিষয় শিক্ষা দিবেন। কিন্তু প্রথমে পার্শ্বস্থিত জেলা ও নগর দেখাইবেন না। তৎপর দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে নদীগুলির মানচিত্র অঙ্কন-শিক্ষা দিবেন। পুস্তকের অন্তর্গত দ্বিতীয় মানচিত্রে নদীগুলি যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রথমে কেবল ঐরূপ মানচিত্র অঙ্কন-শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৮৯। এইরূপ শিক্ষা হইলে পর তৃতীয় মানচিত্র বা অন্য বড় মানচিত্র দেখাইয়া, প্রত্যেক নদী সম্পর্কে, পার্শ্ববর্ত্তী জেলা ও নগরসমূহের বিবরণ শিক্ষা দিতে হইবে। এবং তৎসমুদয় প্রদর্শনপূর্ব্বক মানচিত্র অঙ্কন করাইতে হইবে। নদী সম্পর্কীয় যে যে বিষয়ের শিক্ষা মানচিত্র সহকারে না হয়, তাহা তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত অন্যান্য শাখাপ্রশাখা।

৯০। যে সকল নদী ভাগীরথী বা গঙ্গার অন্যান্য শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রেসিডেন্সি বিভাগ, এবং ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা দিয়া প্রবাহিত হইবার পর, বঙ্গীয় অখাতে বা অন্য নদীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ১১টী এই ;—আদিগঙ্গা (বিদ্যাধরী বা মাতলা), ইচ্ছামতী, কবদক (বা কপোতাক্ষী), ভৈরব, কুমার, নবগঙ্গা, দ্বিতীয়

ভৈরব (রূপসা), আঠারবঙ্ক, বিষখালী, নলছিটী (বা পিরোজপুরের নদী), ও বুড়ীশ্বর।

৯১। কলিকাতার দক্ষিণ হইতে আদিগঙ্গা, পূর্ব্বদিকে মাতলা নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আর কলিকাতার উত্তর হইতে বালিয়াঘাটা খাল. ও হাড়োয়ার দক্ষিণ হইতে বিদ্যাধরী নদী মাতলা নগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে আদিগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে এই নদী, মাতলা নদী নামে, সুন্দরবনের মধ্য দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

৯২। কৃষ্ণগঞ্জের নিকট চূর্ণী নদী হইতে ইচ্ছামতী দক্ষিণদিকে আসিয়াছে। নদীয়া জেলাতে এই নদীর পূর্ব্ব পারে লোণাগঞ্জ ও বনগাঁ অবস্থিত আছে। তৎপর ইচ্ছামতী চব্বিশপরগণা জেলাতে. বসুরহাট ও টাকীর উত্তর দিয়া, যমুনা নামে, রায়মঙ্গল নামক প্রশস্ত মোহনাতে সমুদ্রে পড়িয়াছে।

৯৩। কবদ্ধক বা কপোতাক্ষী রামনগরের নিকট চূর্ণী নদী হইতে নির্গত হইয়া সুন্দরবনে আসিয়াছে। পশ্চিমদিকে ভিনা সোণাবাড়ীয়া বা কল্লতোয়া নামক ইহার এক শাখা বাহির হইয়া পুনরায় কবদ্ধকের সহিত মিলিত হইয়াছে। অনন্তর পাঙ্গাসিয়া নামে, মালঞ্চী নামক মোহনাতে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর পারে, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর. চৌগাছা. ঝিঙ্গারগাছা, ও ত্রিমোহনী অবস্থিত আছে।

৯৪। জলাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আথেরীগঞ্জের নিকট হইতে ভৈরব নামে জলাঙ্গীর শাখা বহির্গত হইয়া, পূর্ব্ব পারে মেহেরপুর রাখিয়া, কাপাসডাঙ্গার নিকট মাথাভাঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছে।

৯৫। কুমার নদী, নদীয়া জেলাতে মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর নবগঙ্গাতে পতিত হইয়াছে।

৯৬। নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মহাটা. নলদী, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া প্রভৃতি স্থান পারে রাখিয়া মধুমতীতে অর্থাৎ গড়ইতে পতিত হইয়াছে।

৯৭। নদীয়া ও যশোহর জেলার সীমাস্থলে, কবদ্ধক হইতে দ্বিতীয় ভৈরব উৎপন্ন হইয়া যশোহর নগরের নিকট দিয়া খুলনার সম্মুখে আসিয়াছে। সেখানে দক্ষিণাভিমুখে রূপসা নামক শাখা বিস্তারপূর্ব্বক, দক্ষিণ-পূর্ব্বাভি-

মুখে, ফকীরহাট ও বাগেরহাটের নিকট দিয়া, কচুয়ার নিকট বালেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে। রূপসা পসর মোহানা দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে পূর্ব্বোল্লিখিত ভৈরব ও এই ভৈরব একই নদী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

৯৮। গড়ই হইতে আঠারবক্ক নামক শাখা পশ্চিমদিকে আসিয়া খুলনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভৈরবের সহিত মিলিত হইয়াছে।

৯৯। বাখরগঞ্জ জেলাতে, বরিশাল নগরের উত্তরে আড়িয়লখাঁ হইতে পশ্চিম-দক্ষিণদিকে এক নদী, প্রথমতঃ বরিশালের নদী, তৎপর বিষখালী নামে, বরিশাল নগর পশ্চিম পারে রাখিয়া, হরিণঘাটা মোহানাতে পড়িয়াছে।

১০০। বরিশাল নগরের কিছু দক্ষিণে বিষখালী হইতে একশাখা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া, নলছিটী, ঝালকাটী, ও পিরোজপুর নগরের নিকট দিয়া গড়ই বা হরিণঘাটা মোহানাতে পতিত হইয়াছে। ইহার নাম নলছিটী বা পিরোজপুরের নদী।

১০১। এই নদীর মোহানার কিছু দক্ষিণে বিষখালী হইতে আর এক শাখা দক্ষিণ দিকে বহির্গত হইয়া, বাখরগঞ্জ নগর ও পটুয়াখালীর নিকট দিয়া, অন্যান্য শাখা প্রশাখার সহিত মিলিত হইবার পর, বুড়ীশ্বর ও গলাচিপা নামে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

১০২। এই সমুদায় নদী ভিন্ন চব্বিশপরগণা, খুলনা, যশোহর, ও বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশে বহুসংখ্যক শাখা প্রশাখা চারিদিকে প্রসারিত হইয়া এই নদীগুলিকে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত করিয়াছে। এই সমুদয় শাখা অতি দীর্ঘ নহে; কিন্তু প্রশস্ত ও গভীর। আর এই সমুদয় শাখাপ্রশাখা এত অধিক সংখ্যক, এবং এক একটী এত ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যে সংক্ষেপে তৎসমুদয়ের বর্ণনা করা দুষ্কর। বাঙ্গলা নদীপ্রধান দেশ। ইহাতে এত অধিক সংখ্যক নদী ও খাল আছে যে, ইহার অন্তর্গত কোন স্থানই কোন না কোন নদী বা খাল হইতে ২০ মাইলের অধিক দূরে স্থিত নহে। অধিকাংশ খালই অল্প জলের দিনে শুকাইয়া যায়।

১০৩। ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ প্রকরণের লিখিত প্রণালী অনুসারে এই সমুদয় নদীর বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। আর নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে যে সমস্ত নদীর উল্লেখ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বিষয়ও ঐ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। পশ্চিম হইতে আগত ভাগীরথীর উপনদী।

১০৪। যে সমস্ত নদী পশ্চিম হইতে বর্দ্ধমান ও ছোটনাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতালপরগণা ও মুরষিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার পর, ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান ৭টী এই;—ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, বরাকর দামোদর রূপনারায়ণ ও কাঁসাই।

১০৫। সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত হইতে ব্রাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষী নদী বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া মুরষিদাবাদ জেলায় একত্রিত হইবার পর ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে।

১০৬। অজয় নদী ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রথমতঃ সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণদিকে, তৎপর বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

১০৭। দামোদর ও বরাকর নদী হাজারীবাগ জেলা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া মানভূম জেলার উত্তরাংশে বরাকর নগরের দক্ষিণে একত্রিত হইয়াছে। সেখান হইতে দামোদর নামে বীরভূম ও বাঁকুড়ার সাধারণ সীমা এবং বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া, পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পরে বর্দ্ধমান নগর উত্তর পারে রাখিয়া, হুগলী ও হাবড়া জেলার মধ্য দিয়া শেষোক্ত জেলার দক্ষিণ কোণে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

১০৮। রূপনারায়ণ নদী মানভূম জেলা হইতে বাঁকুড়া ও হাবড়া জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া তমোলুক নগরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। বাঁকুড়া ও তমোলুক নগর এই নদীর পারে।

১০৯। কাঁসাই বা কংসাবতী নদী মানভূম জেলায় উৎপন্ন হইয়া, মানভূম ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া, মেদিনীপুর নগর উত্তর পারে রাখিয়া, ভাগীরথীর মোহানাতে পতিত হইয়াছে।

১১০। এই সমুদয় নদীর মধ্যে অজয়, দামোদর ও কংসাবতী প্রধান, কিন্তু অধিক প্রশস্ত নহে। কিন্তু বর্ষার সময়ে পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বতসমূহের উপর অধিক বৃষ্টি হইলে অত্যন্ত বেগবতী ও প্রশস্ত হয়। রূপনারায়ণের স্রোতও ঐ সময়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। এই সমুদয় নদীর অধিকাংশই

পার্ব্বত্য নদীর ধর্ম্মবিশিষ্ট। ময়ূরাক্ষী নদী ১০০ মাইলের কিছু অধিক, অজয় প্রায় ১৩০ মাইল, দামোদর প্রায় ২৬০ মাইল, এবং কংসাবতী ১৭০ মাইল।

৫। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব হইতে আগত মেঘনার উপনদী।

১১১। যে সমস্ত নদী পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদিক হইতে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার পর, মেঘনাতে বা উহার কোন উপনদীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ১০টী এই;—ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, বংশাই, লক্ষা, ধনু, বরাক, সুরমা, ঘুমতী, ধনাগোদা ও ডাকাতীয়া।

১১২। গোয়ালন্দের কতকদূর উত্তরে যমুনার পশ্চিম পারস্থিত সিলিমাপুরের নিকট ধলেশ্বরী নামক শাখা যমুনা হইতে বহির্গত হইয়া, পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ পারে মাণিকগঞ্জ ও বাম পারে সভার ও ফুলবাড়িয়া রাখিয়া, মুন্সীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

১১৩। ফুলবাড়িয়ার দক্ষিণ হইতে বুড়িগঙ্গা নদী, ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ঢাকা নগরের দক্ষিণ দিয়া নারায়ণগঞ্জের পশ্চিমে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

১১৪। ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশস্থিত মধুপুরের গড় হইতে বংশাই নদী উৎপন্ন হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রথমতঃ ময়মনসিংহ তৎপর ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া ধামরাই গ্রাম পশ্চিম পারে রাখিয়া সাভারের সম্মুখে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

১১৫। বংশাই নদীর পূর্ব্বে বাণার বা লক্ষা নদী দক্ষিণদিকে আসিয়া, নারায়ণগঞ্জ পশ্চিম পারে রাখিয়া, মুন্সীগঞ্জের উত্তরে, ধলেশ্বরীতে মিলিত হইয়াছে।

১১৬। ধনুনদী খাসিয়া পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব দিয়া, মেঘনার শিরে মিলিত হইয়াছে।

১১৭। বরাক নদীর গতি মেঘনার বর্ণনা উপলক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে। কাছাড় নগরের কিছু পশ্চিম হইতে সুরমা নামক শাখা বরাক হইতে উত্তর দিকে বহির্গত হইয়াছে। ইহা উত্তর ও পশ্চিমে ঘুরিয়া, শ্রীহট্ট জেলার মধ্য দিয়া পুনরায় বরাক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে; সুরমার উত্তর পারে শ্রীহট্ট নগর ও দক্ষিণ পারে ছাতক ও সোণামগঞ্জ নগর অবস্থিত আছে।

১১৮। ঘুমতী নদী পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মধ্যভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া, ত্রিপুরা জেলার মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে আসিয়া, দাউদকান্দী নগরের সম্মুখে মেঘনায় পতিত হইয়াছে। ইহার পারে কুমিল্লা, মুরাদনগর ও গৌরীপুর।

১১৯। ধনাগোদা নদী দাউদকান্দীর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ দিকে, চাঁদপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে, মেঘনাতে পতিত হইয়াছে।

১২০। ত্রিপুরা জেলার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ হইতে ডাকাতীয়া নদী ঐ জেলার দক্ষিণাংশ দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইবার পর, রায়পুরের নিকট মেঘনাতে পতিত হইয়াছে। ইহার এক শাখা চাঁদপুরের নিকট মেঘনাতে পড়িয়াছে।

১২১। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বরাক ও সুরমা ভিন্ন এই সমুদয় নদীই অনতিদীর্ঘ। বর্ষাকালে সমুদয় পার্ব্বত্য নদীর, বিশেষতঃ ঘুমতীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয়, কিন্তু শীতের দিনে প্রায় শুকাইয়া যায়। লক্ষার জল অত্যন্ত পরিষ্কার ও শীতল বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইজন্য ইহাকে শীতললক্ষা বলা গিয়া থাকে। ধলেশ্বরী নদী বর্ষাকালে প্রশস্ত ও বেগবতী হয়। ঘুমতী ও ডাকাতীয়া পার্ব্বত্য নদী বলিয়া তাহাদিগের গতি অতি বক্র, এবং পাহাড়ে অধিক বৃষ্টি হইলে ইহাদের জলের পরিমাণ ও বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

৬। পূর্ব্বদিক হইতে যে সমস্ত নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে।

১২২। যে সমস্ত নদী, পার্ব্বত্যত্রিপুরা ও পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, উত্তর ও পূর্ব্ব হইতে আসিয়া, নওয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা দিয়া সন্দ্বীপ প্রণালী ও সমুদ্রে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টী এই ;—বড়ফেনী, ছোটফেনী, কর্ণফুলী, সংখ্য ও মাতামুড়ী।

১২৩। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ হইতে বড়ফেনী নদী নওয়াখালী ও চট্টগ্রামের সাধারণ সীমা দিয়া এবং ছোটফেনী নদী, নওয়াখালী জেলার পূর্ব্বাংশ দিয়া আসিয়া, একত্র হইবার পর সন্দ্বীপ প্রণালী বা বামনী নদীর মোহানাতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর মুখ অতি প্রশস্ত।

১২৪। কর্ণফুলী নদী পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আগত অন্যান্য পার্ব্বত্য নদীর সহিত মিলিত হইবার পর, পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম জেলাতে রাঙ্গামাটী নগর, ও চট্টগ্রাম

জেলাতে চট্টগ্রাম নগর, উত্তর পারে রাখিয়া, বঙ্গীয় অখাতে পতিত হইয়াছে।

১২৫। ইহার দক্ষিণে সংখ্য ও মাতামুড়ী নদী, পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া, চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশ দিয়া, বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে।

১২৬। ইহার মধ্যে কর্ণফুলী নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ মাইল। এই সমুদয় নদীই পার্ব্বত্য; অর্থাৎ পর্ব্বতোপরি অধিক বৃষ্টি হইলে নদীর জল ও স্রোত অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; অন্য সময়ে অধিক জল থাকে না; গতি বক্র, এবং পাড় উচ্চ বলিয়া অধিক ভাঙ্গে না। মোহানার নিকট ভিন্ন প্রাশস্ত্য অধিক নহে, আর চড়াও অধিক নাই।

৭। পশ্চিম দিক হইতে যে সমস্ত নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে।

১২৭। যে সমস্ত নদী, উড়িষ্যার উত্তর ও পশ্চিমস্থিত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যা বিভাগের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইবার পর, সমুদ্রে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টী এই;—সুবর্ণরেখা, বুড়াবলং, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী ও মহানদী।

১২৮। সুবর্ণরেখা নদী, ছোটনাগপুর জেলায় উৎপন্ন হইয়া, ক্রমে মানভূম, সিংহভূম ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া, জলেশ্বর নগর পারে রাখিয়া, বালেশ্বর জেলার উত্তরপূর্ব্ব কোণে বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে।

১২৯। বুড়াবলং নদী করপ্রদমহাল ময়ুরভঞ্জ হইতে বালেশ্বর জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া বালেশ্বর নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে।

১৩০। কোয়েল নদী, ছোটনাগপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া, সিংহভূম জেলা দিয়া করপ্রদমহাল কেঁজুরে প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে ঐ নদী বৈতরণী নামে কেঁজুরের মধ্য দিয়া, পরে কটক ও বালেশ্বর জেলার সাধারণ সীমা দিয়া, যাজপুর নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া, বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে।

১৩১। ব্রাহ্মণী নদী লোহারডগা জে। হইতে ছোগনাগপুর ও উড়িষ্যার অন্তর্গত করপ্রদমহাল এবং কটক জেলার মধ্য দিয়া বৈতরণীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে।

১৩২। মহানদী মধ্য ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া, কিছু উত্তর দিয়া

সুরিয়া, খোরদপুর, বাঁধ ও কটক নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া, ক্রমে ফকরপ্রদ-জহাল বাঁধ ও কটক জেলার মধ্য দিয়া, ফল্‌সপইন্ট অন্তরীপের নিকট বঙ্গীয় অখাতে পতিত হইয়াছে।

১৩৩। এই সমুদয় নদীর মধ্যে মহানদী অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত। মোহানা হইতে প্রায় তিন শত মাইল পর্য্যন্ত বড় নৌকাদি গমনাগমন করিতে পারে। সুবর্ণরেখা ১৫০ মাইল দীর্ঘ। কোয়েল ও বৈতরণী একত্রে ২৫০ মাইল, ও ব্রাহ্মণী ২০০ মাইল দীর্ঘ। মহানদী সমুদয়ে প্রায় ৫০০ মাইল; উড়িষ্যার মধ্যে ২০০ মাইল। ইহার অধিকাংশ নদীই পার্ব্বত্য নদীর ধর্ম্মাবশিষ্ট।

৮। উত্তর হইতে আগত গঙ্গার উপনদী।

১৩৪। যে সমস্ত নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বেহারের উত্তরাংশ ও রাজসাহী বিভাগ দিয়া, দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর, গঙ্গাতে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৯টী এই;—ঘর্ঘরা, গণ্ডকী, বুড়ী গণ্ডকী, বাগমতী, কমলা, কুশী, পাম্বার, মহানন্দা, আত্রাই।

১৩৫। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার মধ্য দিয়া কতকগুলি নদী আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্ব পূর্ব্বদিকে ঘর্ঘরা, অযোধ্যা প্রদেশের মধ্য দিয়া আসিয়া সারণ জেলার দক্ষিণ সীমা দিয়া, সারণ নগরের পশ্চিমে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

১৩৬। নেপাল হইতে শালীগ্রাম, ত্রিশূলীগঙ্গা ও রাপ্তী নামক তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়া চম্পারণ জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলিয়া, গণ্ডকী নদী হইয়াছে। সেখান হইতে গণ্ডকী পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ পারে, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত গোরক্ষপুর ও বেহারান্তর্গত সারণ জেলা, এবং বাম পারে চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলা রাখিয়া, পাটনা নগরের অপর পারে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

১৩৭। বুড়ী গণ্ডকী চম্পারণ জেলার উত্তর-পশ্চিম হইতে ক্রমে মজঃ-ফরপুর ও মুঙ্গের জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া এবং চম্পারণ ও মজঃফরপুর নগর দক্ষিণ পারে রাখিয়া, মুঙ্গেরের অপর পারে গঙ্গায় পড়িয়াছে।

১৩৮। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডপ নগরের নিকট হইতে বাগমতী

নদী উৎপন্ন হইয়া মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলার মধ্য দিয়া, মুঙ্গের জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমায়, বুড়ী গণ্ডকীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

১৩৯। কমলা নদী নেপালের দক্ষিণাংশ হইতে দ্বারভাঙ্গা ও মুঙ্গের জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া, ভাগলপুর জেলায় ঘাঘরী নামে পশ্চাল্লিখিত কুশী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

১৪০। সনকুশী, দুধকুশী, তাম্রকুশী ও তাম্রবর নামক চারিটী দীর্ঘ নদী নেপালের উত্তরাংশে উৎপন্ন হইয়া, নেপালস্থিত মূলঘাট নগরের নিকট মিলিত হইয়াছে। সেথান হইতে কুশীনামে পূর্ণিয়ার অন্তর্গত নাথপুর নগরের নিকট বেহারে প্রবেশ করিবার পর, পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া, ভাগলপুর নগরের উত্তর-পূর্ব্বে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

১৪১ পামার নদী নেপাল হইতে, পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে আসিয়া, রাজমহলের উত্তরে গঙ্গায় পড়িয়াছে।

১৪২। দার্জিলিঙ্গের উত্তর হইতে মহানন্দা নদী উৎপন্ন হইয়া, পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ ও মলদহ জেলার মধ্য দিয়া, মালদহ ও পুরাতন গৌড় নগরের নিকট দিয়া, রামপুর বোয়ালিয়ার কিছুদুর পশ্চিমে, গঙ্গায় পড়িয়াছে।

১৪৩। আত্রাই নদী কুচবেহার হইতে উৎপন্ন হইয়া দিনাজপুর ও বোয়ালিয়া জেলা দিয়া চলন বিলে পড়িয়াছে। পাবনার বিল সমূহ হইতে হুরাসাগর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সন্ধিস্থলে পড়িয়াছে। আত্রাই প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হুরাসাগর আত্রাইয়ের অন্ত্যভাগ।

১৪৪। এই সমুদয় নদীর মধ্যে ঘর্ঘরা, গণ্ডকী ও কুশী পর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও বেগবতী। গণ্ডকী প্রায় ১৫০ মাইল। বুড়ী গণ্ডকী, বাগমতী ও কমলা প্রায় তদ্রূপই দীর্ঘ। সনকুশী ও কুশী একত্রে প্রায় ২৩০ মাইল। পামার প্রায় ১৩০ মাইল। মহানন্দা প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ।

৯। দক্ষিণ হইতে আগত গঙ্গার উপনদী।

১৪৫। যে সকল নদী বেহারের দক্ষিণস্থিত পর্ব্বতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া, বেহারের দক্ষিণাংশ দিয়া, উত্তরদিকে প্রবাহিত হইবার পর, গঙ্গাতে পড়িতেছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টী এই ;—কর্ম্মনাশা, শোণ, পুনঃপুনা, ফল্গু ও চন্দনা।

১৪৬। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কতকগুলি নদী দক্ষিণ হইতে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। তৎপর কর্ম্মনাশা, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশান্তর্গত চুনার-জেলাস্থিত পর্ব্বতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া, সাহাবাদ জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া, উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইবার পর, বক্সার নগরের পশ্চিমে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

১৪৭। শোণ নদী স্বাধীন রেওয়া প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া, পশ্চিমে সাহাবাদ এবং পূর্ব্বে গয়া ও পাটনা জেলা রাখিয়া, দানাপুর নগরের পশ্চিমে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

১৪৮। পুনঃপুনা নদী লোহারডগা জেলা হইতে আসিয়া, প্রথমতঃ গয়া তৎপর পাটনা জেলার মধ্য দিয়া, পাটনা নগরের পূর্ব্বে পড়িয়াছে।

১৪৯। ফল্গু নদী হাজারিবাগ জেলায় উৎপন্ন হইয়া, উত্তর-পূর্ব্বদিকে গয়া ও পাটনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, পাটনা ও মুঙ্গের জেলার মধ্যস্থলে পড়িয়াছে। গয়া নগর এই নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত।

১৫০। চন্দনা নদী সাঁওতালপরগণা হইতে উত্তরদিকে আসিয়া, ভাগলপুর জেলার মধ্য দিয়া, ভাগলপুর নগরের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে।

১৫১। এই সমুদয় নদীর মধ্যে শোণই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রায় ১৫০ মাইল দীর্ঘ। পুনঃপুনা ও ফল্গু ১০০ মাইলের কিছু অধিক।

১০। উত্তর হইতে আগত ব্রহ্মপুত্রের উপনদী।

১৫২। যে সমস্ত নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, আসামের উত্তরাংশ দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর, ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৬টী এই;—দিহাং, সুবর্ণেশ্বরী, ভড়, মানস, সঙ্কোশ ও ত্রিস্রোতা।

১৫৩। লক্ষীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব অংশে দিহাং হিমালয়ের পূর্ব্ব-দক্ষিণদিক হইতে উৎপন্ন হইয়া, সদিয়া নগরের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

১৫৪। হিমালয় হইতে সুবর্ণেশ্বরী দক্ষিণাভিমুখে লক্ষীপুর নগরের দক্ষিণে পড়িয়াছে।

১৫৫। স্থরঙ্গ ও কামরূপ জেলার সাধারণ সীমা দিয়া, ভড় নদী, হিমালয়ের দক্ষিণাংশ হইতে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

১৫৬। মানস নদী ভূটানের অন্তর্গত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, গোয়ালপাড়া নগরের অপর পারে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

১৫৭। ভূটানস্থ পুনাখা নগরের নিকট হইতে সঙ্কোশ নদী জলপাইগুড়ী ও কুচবেহার এবং গোয়ালপাড়া জেলার সাধারণ সীমা দিয়া ধুবড়ীর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

১৫৮। কাঞ্চানজঙ্ঘা শৃঙ্গের কতকদূর উত্তরে, সিকিমের উত্তর সীমা হইতে উৎপন্ন হইয়া, লাচী নদী সিকিমের মধ্য দিয়া আসিয়া, দার্জিলিঙ্গের পূর্ব্বে কুচবেহারে প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে সেই নদী ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নামে দার্জিলিঙ্গ, কুচবেহার ও রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া চিলমারীর নিকট ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

১৫৯। এই সমুদয় শাখানদীর মধ্যে দিহাং প্রশস্ত। তিস্তা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, গভীর, দীর্ঘ ও বেগবতী। তিস্তা ২০০ মাইল দীর্ঘ। অন্যান্য নদী ১০০ মাইলের ন্যূন।

১১। দক্ষিণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্রের উপনদী।

১৬০। যে সমস্ত নদী আসামের পূর্ব্ব-দক্ষিণস্থিত পর্ব্বতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া, আসামের দক্ষিণাংশ দিয়া, উত্তরদিকে প্রবাহিত হইবার পর, ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৭টী এই;—নওডিহিং, ডিব্রু, ডিহিং, ডিকো, ধনেশ্বরী, কপিলী, কলঙ্গ।

১৬১। লক্ষ্মীপুর জেলাতে নওডিহিং নদী, আসামের পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, সদিয়া নগরের কিঞ্চিৎ উপরে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। ডিব্রু নদী বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া ডিব্রুঘর নগরের নিকট ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। ডিহিং নদী নাগা পর্ব্বত হইতে আগত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

১৬২। শিবসাগর জেলাতে ডিকো নদী, শিবসাগর নগরের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

১৬৩। ধনেশ্বরী নদী নাগা-পর্ব্বত জেলাতে উৎপন্ন হইয়া, শিবসাগর ও নওগাঁ জেলার সাধারণ সীমাতে ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

১৬৪। কপিলী নদী, প্রথমতঃ কাছাড় ও খাসিয়া-জয়ন্তীয়া জেলার সাধারণ সীমা দিয়া, তৎপর নওগাঁ জেলার মধ্য দিয়া, খাসিয়া-জয়ন্তীয়া জেলার উত্তরপূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

১৬৫। কলঙ্গ নদী, খাসিয়া-জয়ন্তীয়া জেলা হইতে আসিয়া কপিলীর সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের শাখা নওগাঁ নগরের নিকট দিয়া ঐ জেলার পূর্ব্ব-সীমার নিকট পড়িয়াছে। পশ্চিমদিকের শাখা নওগাঁ ও কামরূপ জেলার সাধারণ সীমাতে পড়িয়াছে।

১৬৬। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণদিকস্থ এই সমুদয় শাখানদীর মধ্যে ডিহিং ভিন্ন কোনটীই বিশেষ প্রশস্ত নহে। ধনেশ্বরী সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় ১২০ মাইল।

১৬৭। উপরের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের অন্তর্গত নদীসমুদয়ের বিবরণ ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ প্রকরণের বর্ণিত প্রণালীমতে অধীত হইলে, শিক্ষক সমগ্র প্রদেশের নদীসমুদয়ের সাধারণ জ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে ছাত্রগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ছাত্রগণ প্রথমতঃ মানচিত্র দেখিয়া, তৎপর মানচিত্র না দেখিয়া, উত্তর করিবে। উত্তর দিক হইতে আগত যে সমস্ত নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে, পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তৎসমুদয়ের নাম উল্লেখ কর। পূর্ব্ব দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত, ঐ সমস্ত নদীর নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ কর। দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে আসিয়া যে সমস্ত নদী, গঙ্গা, ভাগীরথী ও সমুদ্রে পড়িয়াছে তৎসমুদয়ের নাম ঐরূপে উল্লেখ কর। এইরূপে, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে আসিয়া যে সমস্ত নদী, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও সমুদ্রে পড়িয়াছে, তাহাদিগের নাম উল্লেখ কর। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যগত শাখা প্রশাখা গুলির নাম; অথবা পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা, এবং পূর্ব্বে মেঘনা, ইহার মধ্যগত শাখা প্রশাখা গুলির নাম; এক দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অপর দিক পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে উল্লেখ কর। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা বা সমুদ্রের পার দিয়া যে সকল জেলা অবস্থিত আছে, ক্রমে তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া, প্রত্যেক জেলাতে যে যে নদীর মোহানা বা পতনস্থান, তৎসমুদয়ের নাম উল্লেখ কর। ইত্যাদি।

১৬৮। এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা প্রদেশস্থ সমুদয় নদীর সাধারণ জ্ঞান জন্মিলে, ছাত্রগণকে দিয়া দ্বিতীয় মানচিত্রের অনুরূপ মানচিত্র অঙ্কিত করান কর্ত্তব্য। ছাত্রেরা প্রথমতঃ জেলার সীমা না দিয়া, তৎপর নদী ও জেলার সীমা উভয়ই প্রদর্শনপূর্ব্বক, মানচিত্র অঙ্কিত করিবে।

১৬৯। মন্তব্য।—কোন কোন শিক্ষক এরূপ আপত্তি করিয়াছেন যে, এই পুস্তকে নদীর বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকগণের পক্ষে মানচিত্র দেখাইয়া নদীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া সহজ করিবার জন্যই প্রত্যেক নদীর গতি বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাত্রগণকে দিয়া মুখস্থ করাইতে হইবে না। মানচিত্র সহযোগে ইতিহাসের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি এই সমস্ত বিবরণ ছাত্রগণকে দিয়া মুখস্থ করাইতে চেষ্টা না করিয়া, শিক্ষকগণ মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া বিবরণগুলি ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেন, এবং তাহা

দিগকে ঐ সমস্ত নদী মানচিত্রে দেখাইতে, ও তৎসমুদয়ের গতি বর্ণনা করিতে বলেন, তাহা হইলে নদীগুলির বিবরণ শিক্ষা দিতে অধিক সময় লাগিবে না; এবং সহজেই ছাত্রগণ উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইবে।

১৭০। যদি কোন শিক্ষক নিতান্তই মুখস্থ না করাইয়া শিক্ষা দিতে অক্ষম হন, তবে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণে নদীগুলির নামমাত্র যে উল্লেখ করা হইয়াছে, কেবল তাহাই মুখস্থ করাইতে পারেন। যে সমস্ত প্রকরণে নদীসমুদয়ের গতি পৃথকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মুখস্থ করাইতে চেষ্টা করিবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়।—পর্ব্বত, সমভূমি, উপকূল ও বিল।

১। হিমালয় পর্ব্বত।

১৭১। এই প্রদেশের উত্তর দিয়া হিমালয় পর্ব্বত, বেহার প্রদেশের পশ্চিম সীমা হইতে আসাম প্রদেশের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত অবস্থিত আছে। হিমালয়ের এই অংশ প্রায় ৮০০ মাইল দীর্ঘ, এবং ১০০ মাইল প্রশস্ত। ইহাতে নেপাল, সিকিম, তিব্বত ও ভূটান দেশ, এবং নানা অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির বসতিস্থান।

১৭২। বেহারান্তর্গত চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার উত্তরে, হিমালয়-পর্ব্বতান্তর্গত নেপাল দেশ। তৎপর বাঙ্গলার অন্তর্গত দার্জ্জিলিঙ্গ জেলা উপরি উক্ত জেলাসমূহের সীমার রেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরে কতকদূর পর্য্যন্ত হিমালয়ের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার উত্তরে হিমালায়ন্তর্গত সিকিম দেশ। তাহার পূর্ব্বে জলপাইগুড়ী জেলার উত্তরে তিব্বত দেশ। তৎপর আসামান্তর্গত গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার উত্তরে হিমালয়ান্তর্গত ভূটান দেশ। তাহার পূর্ব্বে দুরঙ্গ ও লক্ষ্মীপুর জেলার উত্তর দিয়া হিমালয়ের যে অংশ পড়িয়াছে. তাহা আখা, দুফ্‌লা, আবর, মিরি, মিস্মি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বসতিস্থান।

১৭৩। প্রথমতঃ শিক্ষক তৃতীয় মানচিত্রে হিমালয় পর্ব্বত এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ গুলি দেখাইয়া দিবেন। তৎপর তিনি পুস্তক পাঠ করিলে, ছাত্রগণ ঐ সমস্ত অংশ এবং তৎসমুদয় কোন্ কোন্ জেলাসংলগ্ন তাহা, মানচিত্রে দেখাইবে। অবশেষে শিক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ছাত্রগণ প্রথমতঃ মানচিত্রে দেখিয়া, তৎপর না দেখিয়া উত্তর করিবে।

১৭৪। এই পর্ব্বতশ্রেণী পৃথিবীর অন্যান্য পর্ব্বতশ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ। হিমালয়ের এই অংশে কতকগুলি অতি উচ্চ শৃঙ্গ আছে; তন্মধ্যে এবারেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও চিমালরী, এই তিনটী প্রধান ও প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ, এবারেষ্ট

শিখর, ২৯ হাজার ফুট উচ্চ। এবারেষ্ট সাহেব প্রথমতঃ এই শৃঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার উচ্চতা নিরূপণ করেন বলিয়া তাঁহার নামেই ইহা অভিহিত হয়। ইহা মুঙ্গের নগরের উত্তরদিকে এবং ভাগলপুর জেলার উত্তর সীমা হইতে একশত মাইল দূরে, নেপাল-অধিকারে অবস্থিত। এই শৃঙ্গ পৃথিবীর অন্য সমুদয় পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে উচ্চ। দ্বিতীয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ২৮ হাজার ফুট উচ্চ। ইহা এবারেষ্ট হইতে আশী মাইল পূর্ব্বে ও দার্জ্জিলিঙ্গের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে, সিকিম দেশের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। তৃতীয়, চিমালরী ২৩ হাজার ফুট উচ্চ। ইহা কুচবেহার নগর হইতে একশত মাইল উত্তরে ও কাঞ্চনজঙ্ঘার একশত মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

১৭৫। উপরিস্থিত ১৭৩ প্রকরণের নিয়ম অনুসারেই, শৃঙ্গগুলির বিষয়ও শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপে পরিচ্ছেদের লিখিত হিমালয় পর্ব্বত সম্পর্কীয় সমুদয় বিবরণ শিক্ষা হইলে; প্রথম সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রক্রিয়া অনুসারে পুনরালোচনা করিতে হইবে। পর্ব্বত কি, শৃঙ্গ কি, অসভ্য জাতীয় লোক কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষক উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন। সীমা ও শৃঙ্গ ইত্যাদির নাম ভিন্ন অন্যান্য বিবরণ, ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায়, অধ্যাপনার তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। আসামের দক্ষিণস্থিত পর্ব্বত।

১৭৬। আসাম প্রদেশের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া, হিমালয় পর্ব্বতের এক শাখা-পর্ব্বতশ্রেণী আসামের দক্ষিণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। সেই পর্ব্বতশ্রেণী আসাম প্রদেশের দক্ষিণাংশ দিয়া, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমদিকে, ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মীপুর, শিবসাগর, নওগাঁ, নাগাপর্ব্বত জেলা ও খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পর্ব্বত জেলা, এবং গারোপর্ব্বত জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে।

১৭৭। এই পর্ব্বতশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। পূর্ব্বাংশ প্রায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ এবং ৫০ মাইল প্রশস্ত। ইহা উত্তরপূর্ব্ব ও পশ্চিমদক্ষিণ দিকে দীর্ঘাকারে, মণিপুর ও স্বাধীন ব্রহ্মদেশের উত্তরে, আসামের দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত।

১৭৮। পশ্চিমাংশ প্রায় ২৫০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ মাইল প্রশস্ত। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে আসামের দক্ষিণে কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে রঙ্গপুর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। সর্ব্ব পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারোপর্ব্বত।

তাহার পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলার উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত। তাহার পূর্ব্বে কাছাড় জেলার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে নাগাপর্ব্বত। এই সমুদয় পর্ব্বত স্ব স্ব নামধেয় জেলায় অবস্থিত।

১৭৯। এই পর্ব্বতশ্রেণীতে ৫টী উচ্চ ও প্রসিদ্ধ শৃঙ্গ আছে। টাকবাই চেরাপুঞ্জি, মানপর্ব্বত, শিলোং ও পিকিহুক। এই সমস্ত শৃঙ্গ হিমালয়ের শৃঙ্গ অপেক্ষা অনেক কম উচ্চ।

১৮০। কাছাড়ের উত্তরে টাকবাই টিলা ৩ হাজার ফুট উচ্চ। শ্রীহট্ট জেলার উত্তরে খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পর্ব্বত জেলায় চেরাপুঞ্জি ৪ হাজার ফুট উচ্চ। তাহার উত্তরে মান পর্ব্বত এবং তদুত্তরে শিলোং। এই দুই শৃঙ্গ ৬৪০০ ফুট উচ্চ। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পর্ব্বত জেলায় পিকিহুক টিলা। শিলোং শৃঙ্গের উত্তরে শিলোং নগর অবস্থিত আছে। ইহা আসাম গবর্ণ-মেণ্টের রাজধানী। চেরাপুঞ্জিতেও ইংরেজদিগের বসতি আছে।

১৮১। ১৭৩ ও ১৭৫ প্রকরণের লিখিত নিয়ম অনুসারে উপরিউক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। আর নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে যে সমুদয় পর্ব্বত, সমভূমি ইত্যাদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদও ঐ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বত।

১৮২। নাগাপর্ব্বত জেলা হইতে উপরিউক্ত পর্ব্বতশ্রেণীর এক শাখা দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া কাছাড়, পার্ব্বত্যত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে।

১৮৩। বাঙ্গলার পূর্ব্বাংশস্থিত এই পর্ব্বতশ্রেণীতে নিম্নলিখিত উচ্চ টিলা আছে। ছত্রচূড়া; ভাঙ্গামুড়া; চন্দ্রনাথ; সীতাপাহাড়; কাংসাটাঙ্গ; পিরা-মিড পর্ব্বত।

১৮৪। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার উত্তরপূর্ব্ব সীমায় কাছাড় জেলার পশ্চিম-দক্ষিণাংশে ছত্রচূড়া ৪ হাজার ফুট উচ্চ। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উত্তরাংশে ভাঙ্গামুড়া ১৩ শত ফুট উচ্চ। চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে সমুদ্রের অনতিদূরে সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথ ১১ শত ফুট উচ্চ। এই টিলার নিকট বাড়ব-কুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সীতাকুণ্ডের পূর্ব্বদক্ষিণে চট্টগ্রাম নগরের পূর্ব্বে সীতাপাহাড় নামক টিলা, সীতাকুণ্ডের সমান উচ্চ। তাহার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্বসীমায় কাংসাটাঙ্গ বা নীল

পর্ব্বত প্রায় ৫ হাজার ফুট উচ্চ। সীতাপাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে তিন হাজার ফুট উচ্চ একটী টিলা আছে। ইংরেজেরা তাহার নাম পিরামিড পর্ব্বত রাখিয়াছেন।

৪। পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বত।

১৮৫। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশসমূহের পশ্চিমাংশে, সাঁওতাল পরগণা জেলার উত্তরপূর্ব্ব কোণস্থিত রাজমহল নগর হইতে পশ্চিমে গয়া নগর পর্য্যন্ত বেহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ হইতে, এক প্রশস্ত পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, বেহারান্তর্গত সমুদয় সাঁওতালপরগণা এবং ভাগলপুর, মুঙ্গের ও গয়া জেলার দক্ষিণার্দ্ধ ও সমুদয় ছোটনাগপুর প্রদেশ, এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত সমুদয় করপ্রদ মহাল, ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

১৮৬। এই পর্ব্বতশ্রেণী যে ভূমির উপরে সংস্থিত. তাহা বেহার ও বাঙ্গলার সমভূমি হইতে সমধিক উচ্চ। এই উচ্চ ভূমির উপর হইতে পাহাড় বা টিলা সমুদয় উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত সমুদয় টিলাই ক্ষুদ্র। ভূমি হইতে এক হাজার ফুট উচ্চ টিলা অল্পই আছে। রাজমহল নগরের পশ্চিমে তিন পাহাড়, এবং মানভূম ও হাজারিবাগ জেলার সাধারণ সীমাতে পরেশনাথ পর্ব্বত অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন মুঙ্গেরের দক্ষিণস্থিত কড়কপুর পাহাড়, এবং কটকের পশ্চিমস্থিত পর্ব্বতগুলিও প্রসিদ্ধ।

১৮৭। আসাম, পূর্ব্ববাঙ্গলা, বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার অন্তর্গত বর্ণিত তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী অতি অল্প উচ্চ। এমন কি তৎসমুদয় পর্ব্বতনামের উপযুক্ত নহে। কেবল কতকগুলি টিলার সমষ্টি মাত্র। এই সমুদয় টিলার অধিকাংশই দুই তিন শত ফুট মাত্র উচ্চ। ইহার মধ্যে খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পর্ব্বত জেলার মধ্যস্থিত শিলোং পর্ব্বত, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ; চট্টগ্রাম-জেলাস্থিত টিলাগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর। প্রত্যেক টিলারই ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় নাম আছে। সমুদয়ের অথবা কোন অংশের বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ সাধারণ নাম নাই।

১৮৮। এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা কোন কোন স্থানে শ্রেণীবদ্ধরূপে, কোন কোন স্থানে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থিত আছে। টিলাসমুদয়ের মধ্যস্থিত

ভূমি কোন কোন স্থানে গুহা ও কোন কোন স্থানে উপত্যকা আকারে অব-স্থিত আছে। টিলা সমুদয়ের অবস্থিতিহেতু, ঐ সমুদয় স্থানের ভূমি তরঙ্গের ন্যায় উচ্চ নীচ প্রতীয়মান হয়। টিলাগুলি এবং তন্মধ্যস্থিত ভূমি প্রায়ই জঙ্গলে আবৃত; স্থানে স্থানে এমনও অনেক টিলা আছে, যে তাহা জঙ্গলে আবৃত নহে।

১৮৯। ১৭৩ ও ১৭৫ প্রকরণের লিখিত প্রণালী অনুসারে সমুদয় পর্ব্বতের ও তদন্তর্গত শৃঙ্গগুলির নাম ও অবস্থানের বিষয় শিক্ষা হইলে, এবং অন্যান্য বিবরণ ঐতিহাসিক বিব-রণের ন্যায় তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা হইলে; শিক্ষক ছাত্রগণদ্বারা তাহাদিগের পূর্ব্ব-অঙ্কিত সমগ্র প্রদেশের মানচিত্র, পর্ব্বত সমুদয়ের চিহ্ন, এবং চূড়াগুলি, অধ্যাপনার দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে অঙ্কিত করাইবেন।

৫। সমভূমি।

১৯০। উল্লিখিত তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী, এবং হিমালয় পর্ব্বত, বাঙ্গলা, বেহার, আসাম এবং উড়িষ্যার চারিটী সমভূমি ক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া রহি-য়াছে। কাছাড় ও চট্টগ্রাম জেলা ভিন্ন সমুদয় বাঙ্গলা দেশই সেই বিস্তীর্ণ সমভূমি। এই সমভূমিতে মৃত্তিকার অধিক উচ্চতা বা নীচতা নাই। ইহা গড়ে ছয় শত মাইল দীর্ঘ ও চারি শত মাইল প্রশস্ত। সমুদ্র হইতে গড়ে ৬০।৭০ ফুট উচ্চ। মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর হইতে এই ভূমিখণ্ড ক্রমে ঈষৎ নিম্ন হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের অভিমুখে আসিয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অন্ত্যভাগ ও মেঘনা নদী, শাখা প্রশাখা সহ, এই সমভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

১৯১। এই সমভূমির উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে, অর্থাৎ রঙ্গপুর, কুচবেহার ও জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব্বসীমা হইতে, একটী শাখাসমভূমিক্ষেত্র পূর্ব্বো-ত্তরদিকে, গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও দুরঙ্গ জেলা, এবং নওগাঁ শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলার উত্তরাংশ ব্যাপিয়া, ব্রহ্মপুত্রের দুই পার্শ্ব দিয়া বিস্তৃত হই-য়াছে। ইহার নাম আসামগুহা। ইহার উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে আসামের দক্ষিণাংশস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল এবং প্রাশস্ত্য গড়ে ৭০ মাইল। ব্রহ্মপুত্রের উপরিভাগ, শাখা প্রশাখা সহ, এই সমভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

১৯২। বাঙ্গলার সমভূমির উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে, অর্থাৎ মাল

দিনাজপুর ও দার্জিলিঙ্গ জেলার পূর্ব্বসীমা হইতে, দ্বিতীয় একটী শাখা-সমভূমি-ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে, পূর্ণিয়া জেলা, ভাগলপুর এবং মুঙ্গেরের উত্তরার্দ্ধ, মজঃফরপুর ও পাটনা জেলা, গয়ার উত্তরার্দ্ধ, চম্পারণ ও সারণ জেলা, এবং সাহাবাদের উত্তরার্দ্ধ ব্যাপিয়া, গঙ্গার দুই পার্শ্ব দিয়া বিস্তৃত আছে। ইহাকে বেহারের সমভূমিক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, ও দক্ষিণে বেহারের দক্ষিণাংশস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী। এই সমভূমির দৈর্ঘ্য প্রায় তিন শত মাইল ও প্রাশস্ত্য প্রায় এক শত মাইল। গঙ্গার মধ্যভাগ, শাখা প্রশাখা সহ, এই সমভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

১৯৩। বাঙ্গলার সমভূমির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে বালেশ্বর নগরের নিকট, পশ্চিমদিকের পর্ব্বতশ্রেণী আসিয়া, সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে; কিন্তু তাহার পশ্চিম-দক্ষিণে বালেশ্বর, কটক ও পুরী জেলা প্রায় পর্ব্বতশূন্য সমভূমি। এই সমভূমি পশ্চিমে করপ্রদ-মহালস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পূর্ব্বদিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহার প্রাশস্ত্য গড়ে ৬০ মাইল, দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল।

১৯৪। বাঙ্গলার সমভূমির উত্তরপূর্ব্বাংশ অর্থাৎ ঢাকা জেলার উত্তর ও ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশ জঙ্গলে আবৃত। ঢাকার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গল এবং ময়মনসিংহের পশ্চিমে মধুপুরের বা আটীয়ার গড়। এই জঙ্গলাবৃত ভূমি প্রায়ই অসমান। পশ্চিমাংশের ভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা আছে। এই জঙ্গলময় প্রদেশ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রায় ৫০ মাইল প্রশস্ত।

১৯৫। বাঙ্গলার দক্ষিণ সীমায় সমুদ্রের তটে সুন্দরবন নামক আর একটী অতি প্রশস্ত জঙ্গল আছে। ইহা চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত আছে। ইহার সমুদয়ই সমান চড়াভূমি, কিন্তু গভীর অরণ্যে আবৃত। ইহার উত্তরাংশ এইক্ষণ আবাদ হইতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ১২০ মাইল, এবং প্রাশস্ত্য উত্তরদক্ষিণে গড়ে পঞ্চাশ মাইল

১৯৬। এতদ্ভিন্ন আসামান্তর্গত শাখা-সমভূমি-ক্ষেত্রের অধিকাংশই জঙ্গলে আবৃত। বেহারের সমভূমির উত্তরাংশও জঙ্গলময়।

১৯৭। উল্লিখিত চারিটী সমভূমি, ভাওয়ালের বা মধুপুরের গড়, এবং সুন্দরবন, এই কয়েকটী স্থানের অবস্থান, মানচিত্রে দেখাইয়া শিক্ষা দিবার পর, অপরাপর বিবরণ, ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায়, তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে।

৬। উপকূল।

১৯৮। বাঙ্গলার দক্ষিণ সীমা, বঙ্গীয় অখাতের উত্তর দিক ঘেরিয়া রহিয়াছে। বঙ্গীয় অখাতের পশ্চিমোত্তর কোণে ক্রমান্বয়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী, কটক ও বালেশ্বর জেলা, এবং বাঙ্গলার অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলা। উত্তর দিকে বাঙ্গলার অন্তর্গত চব্বিশপরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নওয়াখালী জেলা। উত্তরপূর্ব্ব কোণে চট্টগ্রাম জেলা।

১৯৯। বাঙ্গলা অধিকারের অন্তর্গত এই বক্র উপকূল বা সমুদ্রতট সমুদয়ে প্রায় ৭০০ মাইল দীর্ঘ। ইহার উত্তর-পূর্ব্বাংশে প্রায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মোহানাস্থিত উপদ্বীপ সমুদয় বিস্তৃত রহিয়াছে। মেদিনীপুরের পূর্ব্ব এবং চব্বিশ পরগণা জেলার পশ্চিম দিয়া, হুগলী বা ভাগীরথীর মোহানা। এই মোহানা হইতে উপরিউক্ত মোহানা পর্য্যন্ত সুন্দরবনের মধ্যে বহুসংখ্যক বড় বড় মোহানা আছে। সমুদয় সুন্দরবন চারিদিকে কেবল খাল ও বড় বড় মোহানায় পরিপূর্ণ। এই স্থানটী বহুসংখ্যক নিম্ন অথচ জঙ্গলপূর্ণ জনশূন্য চড়ার সমষ্টি মাত্র।

২০০। এই উপকূলের সম্মুখে যে সমস্ত উপদ্বীপ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৬টী প্রসিদ্ধ ও প্রধান। ফল্‌সপয়েণ্ট, সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ সাবাজপুর, হাতীয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদীয়া ও মহেশখালী।

২০১। কটক জেলার পূর্ব্বাংশে মহানদীর মোহানাতে ফল্‌সপয়েণ্ট নামক একটী ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে। সুন্দরবনের পশ্চিমদক্ষিণ কোণে ভাগীরথী বা হুগলীর মোহানায় সাগরদ্বীপ। এই স্থানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম তীর্থ। তাহার পূর্ব্ব দিয়া সুন্দরবনের দক্ষিণস্থ চরসমুদয়। তৎপর মেঘনার মোহানায় কয়েকটী বৃহৎ এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সর্ব্বপ্রধান দক্ষিণ সাবাজপুর, প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ ও ১৬ মাইল প্রশস্ত। দক্ষিণ সাবাজপুরের দক্ষিণপূর্ব্বে হাতীয়া ও নলচিড়া। তাহার পূর্ব্বে সিদ্ধির চর ও সন্দ্বীপ। এই সমুদায় বড় বড় দ্বীপের নিকট দিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর আছে। চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিমে কুতুবদীয়া চর। কুতুবদীয়ার দক্ষিণে মহেশখালী।

থানা লইয়া এক এক মহকুমা। মহকুমার প্রধান নগরগুলিকেও মহকুমা বলা গিয়া থাকে। জেলার সদর ষ্টেশন যে মহকুমার প্রধান স্থান তাহাকে সদর মহকুমা বলা যায়।

২১৩। অধ্যাপনার তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে উপরের লিখিত সংজ্ঞাগুলি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

২১৪। নিম্নে প্রধান নগর সম্বন্ধে যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক জেলার বিবরণ উপলক্ষে নিতান্ত আবশ্যক নগরগুলি প্রথম প্রকরণে এবং অন্যান্য নগর দ্বিতীয় প্রকরণে, লিখিত হইল। প্রথমতঃ, প্রথম প্রকরণের লিখিত নগর গুলির বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষক উল্লিখিত নগরগুলি, অগ্রে মানচিত্রে দেখাইয়া দিয়া, অধ্যাপনার প্রথম সাধারণ নিয়ম অনুসারে, শিক্ষা দিবেন। তৎপর অপরাপর বিবরণ তৃতীয়নিয়মানুসারে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অবশেষে শিক্ষক ছাত্রদিগকে দিয়া দ্বিতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে, তাহাদিগের পূর্ব্ব-অঙ্কিত মানচিত্রে নগরগুলি অঙ্কিত করাইবেন। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবরণ মধ্যে প্রথম প্রকরণের লিখিত নগরগুলির বিষয় শিক্ষা হইলে পর, প্রত্যেক জেলাস্থিত বিদ্যালয়ে সেই জেলার অন্যান্য নগর ও তৎসম্পর্কীয় বিবরণ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। প্রেসিডেন্সি বিভাগ।

২১৫। কলিকাতা নগরী—ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী। এই স্থানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের বাসস্থান ও শাসনসম্পর্কীয় প্রধান প্রধান আপিস অবস্থিত আছে। আর এই স্থান ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর ভাগের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলীয়। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলাতে, ভাগীরথী বা হুগলী নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। নগরটী নদীর তীর দিয়া প্রায় ৭।৮ মাইল দীর্ঘ; এবং নদী হইতে নগরের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩ মাইল।

২১৬। কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ। ইহার মধ্যে হিন্দু তিন লক্ষ, এবং মুসলমান ও অন্যান্য জাতি দেড় লক্ষ; তন্মধ্যে খ্রীষ্টান ২০ হাজার, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ২ হাজার। কলিকাতার চতুপার্শ্বস্থ সহরতলী অর্থাৎ সংলগ্নস্থান, যথা বরাহনগর, শিয়ালদহ, আলিপুর, ভবানীপুর, হাবড়া, ইদ্যাদি লইয়া কলিকাতার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ।

২১৭। কলিকাতা প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া এই স্থানে বহুসংখ্যক বিদেশীয় জাহাজ আসিয়া থাকে, এবং বহুবিধ কারবারস্থান ও কারখানা আছে। পশ্চিম দিক হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, পূর্ব্ব দিক হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে, এবং দক্ষিণ দিক হইতে মাতলা রেলওয়ে, কলিকাতায়

আসিয়াছে। একটী প্রকাণ্ড লৌহ-নির্ম্মিত ভাসমান সেতুদ্বারা কলিকাতা হুগলী নদীর পশ্চিম পারস্থিত হাবড়া প্রভৃতি নগরের সহিত সংযুক্ত আছে। কলিকাতার লোকের ব্যবহার জন্য, কিঞ্চিৎ উত্তরস্থিত পলতা নামক স্থানে, কলদ্বারা গঙ্গা হইতে জল উঠান হয়। সেই জল পরিষ্কৃত হইবার পর, মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া লৌহনির্ম্মিত প্রণালী বা চুঙ্গিদ্বারা, কলিকাতায় আনীত হয়; এবং ঐরূপ ক্ষুদ্রায়তন চুঙ্গিদ্বারা রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে বিতরিত হয়। এইরূপ আর এক শ্রেণীর চুঙ্গি সহকারে জ্বালাইবার বাষ্প রাস্তার বাতিতে ও লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে বিতরিত হয়। নগরের সকল স্থান হইতে ময়লা ও উদ্বৃত্ত জল যাইবার জন্য মৃত্তিকার নীচে তৃতীয় এক শ্রেণীর প্রণালী নির্ম্মিত আছে। সেই প্রণালী যোগে ময়লা ইত্যাদি নগরের পূর্ব্বদিকস্থিত লোণা জলের বিলে নিক্ষিপ্ত হয়। নগরের প্রধান প্রধান সমুদয় পথেই গাড়ী ও লোক চলিবার পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রধান প্রধান গাড়ীর রাস্তায় লোহার রেল স্থাপন করা হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া ট্রেমগাড়ী চলে। ট্রেমগাড়ী, রেলগাড়ীর ন্যায় কলেও চলে আর ঘোড়ায়ও টানে। অনেক রাস্তার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধরূপে বৃক্ষ লাগান আছে। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নামক ইংরেজদিগের প্রধান দুর্গ নির্ম্মিত আছে। সেই দুর্গের পার্শ্বে গড়ের মাঠ।

২১৮। কলিকাতা নগরীর শাসন ও রাস্তাঘাট ইত্যাদিসম্পর্কীয় কার্য্যসম্বন্ধে চব্বিশ পরগণা জেলার সহিত কোন সংস্রব নাই। নগরবাসী লোকদিগের মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা নগরসম্পর্কীয় অনেক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

২১৯। চব্বিশ পরগণা।—সদর ষ্টেশন আলিপুর, কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে জেলার কার্য্যকারকগণ, বাঙ্গলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর বাস করেন। এই জেলা ৬টী মহকুমাতে বিভক্ত। সদর ষ্টেশন ভিন্ন অন্যান্য মহকুমা, দমদমা, বারাসত, বারাকপুর, ডায়মণ্ডহারবার, ও বসুরহাট।

২২০। অন্যান্য নগর।—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কালীঘাটে প্রসিদ্ধ কালীর মন্দির, খিদিরপুর ও বালিগঞ্জ অনেক ইংরেজের বসতি ও কারবার স্থান। শিয়ালদহ পূর্ব্ব-বাঙ্গলা রেলওয়ের প্রান্তস্থিত ষ্টেশন। তথায় অনেক

পাটের কারখানা আছে। বালিয়াঘাটা বালায় চাউলের প্রধান আমদানী-স্থান। বরাহনগরে চটের কল ও গবর্ণমেণ্টের কামানের কারখানা আছে। দমদমা ও ইছাপুরে গবর্ণমেণ্টের বারুদ ইত্যাদির কারখানা এবং গৌরীভা ও কামারহাটী গ্রামে চটের ও সূতার কল আছে।—মাতলা নদীর উপর পোর্ট ক্যানিং বা মাতলা। এই স্থানে চাউলের কারখানা আছে এবং জাহাজ আসিয়া থাকে। সাগরদ্বীপ তীর্থস্থান, তথায় বৎসর বৎসর মেলা হয়। কাজিপাড়া, কাঁঠালপাড়া, ভাঙ্গারহাট, খাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক মেলা হয়। গোবরডাঙ্গাতে চিনির কারখানা আছে। জগদ্দলে অনেক নৌকার আমদানী হইয়া থাকে। দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটী, সুখচর, নওয়াব-গঞ্জ, হাসিমহর প্রভৃতি স্থানে প্রধান বাজার আছে। চাপাহাটী, টালীগঞ্জ, গড়িয়া, জয়নগর, সূর্য্যপুর, মালঞ্চ, বাসড়া, প্রতাপনগর, রাজারহাট, চেঙ্গলা প্রভৃতি স্থানে চাউলের ও সুন্দরী কাঠের বিকি কিনি ও অনেক নৌকার আমদানী হয়। দেবহাটীতে অনেক ঝিনুকের চুন প্রস্তুত হয়। অন্যান্য নগর—বাঘজালা, কলারোয়া, বাড়িহাটী, টাকী, রাজপুর, আলিপুর, মায়াপুর, রায়পুর, হোসেনাবাদ, ফলতা, আড়িয়াদহ, আগরপাড়া, খড়দহ, কুলপী, কলিঙ্গা, গোবিন্দপুর, কদমগাছি, নৈহাটী, শ্যামনগর ইত্যাদি। বাঙ্গলাতে কলিকাতা, বারাকপুর ও দমদমা এই তিন স্থানে সৈন্য থাকে।

২২১। নদীয়া।—সদর ষ্টেশন কৃষ্ণনগর। এই জেলা ৫টী মহকুমাতে বিভক্ত। সদর ষ্টেশন ভিন্ন অন্যান্য মহকুমা মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ও রাণাঘাট। কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ রাজার বাটী। এখানে দোলের সময় মেলা হয়। উৎকৃষ্ট পুতুল ও মাটীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করা বিষয়ে কৃষ্ণনগর প্রসিদ্ধ।

২২২। অন্যান্য নগর।—শান্তিপুর, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুন্দরপুর, ঘোষ-পাড়া, কুলীয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান। ইহার অনেক স্থানে বাৎসরিক মেলা ও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যাত্রীর সমাগম হয়। নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনাবিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ স্থান। প্রধান বাণিজ্যস্থান, চাপড়া, স্বরূপগঞ্জ, কাসিমপুর, চাকদহ, কালীগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালী, আলমডাঙ্গা ইত্যাদি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান, উলা বা বীরনগর, কুমারখালী, গোঁসাইদুর্গাপুর, কাঁচরাপাড়া, জাগুলী, কুলিয়াগাছি, মুড়াগাছা, দেবগ্রাম, পলাসী ইত্যাদি।

২২৩। হিন্দু রাজাদিগের সময় নদীয়াতে রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানগুলি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও স্বাস্থ্যজনক ছিল। এইক্ষণ অনেক স্থান অস্বাস্থ্যকর।

২২৪। **মুরশিদাবাদ**।—সদর ষ্টেসন বহরমপুর। অন্যান্য মহকুমা, লালবাগ বা মুরশিদাবাদ, কান্দি ও জঙ্গিপুর। মুরশিদাবাদ বাঙ্গলার মুসলমান নবাবদিগের রাজধানী ছিল। জঙ্গিপুর বাণিজ্যস্থান।

২২৫। অন্যান্য প্রধান নগর। বেলডাঙ্গা, মরগ্রাম, সূতী, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, মুররই, বালুচর, ছাপঘাটী ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। দৌলতাবাদ, ভগবানগোলা, কাশিমবাজার প্রভৃতি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কারবারস্থান ছিল। এই সকল স্থানে অনেক রেশমের কারবার ছিল। এইক্ষণও এই জেলার কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ মৃজাপুরে, রেশমের কারবার আছে। খাগড়াতে উৎকৃষ্ট কাঁসা ও পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়। বেলিয়ানারায়ণপুরে পূর্ব্বে লোহা প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল। ধুলিয়ানে ও রঘুনাথগঞ্জে বাৎসরিক মেলা হয়।

২২৬। **যশোহর**।—সদর ষ্টেসন যশোহর। অন্যান্য মহকুমা; ঝিনাইদহ, বনগাঁ, মাগুরা ও নড়াল। ঝিনাইদহ ও মাগুরাতে চিনির কারবার আছে।

২২৭। অন্যান্য প্রধান বাণিজ্যস্থান। কলকিরহাট, আলাইপুর কেশবপুর চৌগাছা, খাজুরা বসুন্দিয়া, কোটচাঁদপুর, নলদী কালীগঞ্জ, রাজাহাট, নারিকেলবাড়ীয়া, লক্ষ্মীপাশা, নলডাঙ্গা ইত্যাদি। এই সমুদয় স্থানে অনেক গুড় ও চিনির কারখানা আছে। বিনোদপুর, জয়দীয়া, জয়পুর, কাশিমপুর, আঠারখাদা, কালীয়া, নলডাঙ্গা, বনগ্রাম, মহেশপুর ইত্যাদি অনেক ভদ্রলোকের বসতিস্থান।

২২৮। **খুলনা**।—ইহা অল্পদিন হইল পৃথক্ জেলারূপে পরিণত হইয়াছে। সদর ষ্টেসন খুলনা। অন্যান্য মহকুমা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট; পূর্ব্বে চব্বিশ পরগণা ও যশোহরের মহকুমা ছিল।

২২৯। অন্যান্য প্রধান নগর। সেনেরবাজার, আলাইপুর, ফকীরহাট, বাগেরহাট, ফুলতলা, তালা প্রভৃতি বাণিজ্যস্থান। মোরেলগঞ্জ চাঁদখালী, মসজিদকুড় প্রভৃতি সুন্দরবনের নূতন আবাদ মধ্যে স্থাপিত বাণিজ্যস্থান।

সেনহাটী বৈদ্যের প্রধান কুলীনদিগের বাসস্থান। কপিলমুনি পুরাতন স্থান; এখানে চৈত্র মাসে মেলা হয়।

৩। বর্দ্ধমান বিভাগ।

২৩০। **হুগলী ও হাবড়া**।—সদর ষ্টেসন হুগলী ও হাবড়া। অন্যান্য মহকুমা; শ্রীরামপুর, উলুবেড়ীয়া ও জাহানাবাদ। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর বর্দ্ধমানে বাস করেন। মুসলমান রাজত্বসময়ে হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয়দিগের কারবারের কুঠী ছিল। চন্দননগর এইক্ষণও ফরাসীদিগের অধিকৃত।

২৩১। অন্যান্য নগর। বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর উলুবেড়ীয়া, বলাগড়, মগরা ইত্যাদি প্রধান বাণিজ্যস্থান। হাবড়া, সালিখা, ঘুসড়ী প্রভৃতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিস্তর কারখানা আছে। বালীতে প্রসিদ্ধ কাগজের কল আছে। বৈদ্যবাটী, বাঁশবাড়িয়া, কোৎরঙ্গ, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। সাতগাঁ ও ত্রিবেণী, অতি প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। মাহেশ, তারকেশ্বর, বন্দেল, পেঁড়ো, বৈঁচি, ডুমুরদহ, মহেশরেখা, হরিপাল, আমতা প্রভৃতি। মাহেশে জগন্নাথের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

২৩২। **বর্দ্ধমান**।—সদর ষ্টেসন বর্দ্ধমান; এইখানে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা; কাল্না, কাটোয়া ও রাণীগঞ্জ। বর্দ্ধমানের রাজার বাড়ী বিখ্যাত স্থান। কাল্না ও কাটোয়া প্রধান বাণিজ্যস্থান। কাটোয়ার তসর বিখ্যাত। রাণীগঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে অনেক কয়লার খনি আছে।

২৩৩। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। শ্যামবাজার, বালী, দাঁইহাট, খণ্ডঘোষ, ঘুসকারা, শক্তিগড়, কান্থ, ইন্দাস, সাহেবগঞ্জ, বুদ্‌বুদ ও সোণামুখী। কস্‌বা, মানকর প্রভৃতি বাণিজ্যস্থান। রাধাকান্তপুর ও মেমারীতে কাপড় প্রস্তুত হয়। শিয়ারশোল, ইগেরা, হরিশপুর, চৌকিডাঙ্গা, বাঁশড়া, মঙ্গলপুর ইত্যাদিতে কয়লার খনি, সীতারামপুরে লোহার ও বেলগনিয়াতে প্রস্তরের খনি আছে। দেওয়ানগঞ্জ ও দিগ্‌নগরে পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়।

২৩৪। **মেদিনীপুর**।—সদর ষ্টেসন মেদিনীপুর। অন্যান্য মহকুমা; তমোলুক, ঘাটাল ও কাঁথী। তমোলুক হিন্দু রাজাদিগের সময় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

২৩৫। অন্যান্য নগর। চন্দ্রকোণা, নাড়াজোল, কয়াপাট প্রভৃতি স্থানে কাপড় প্রস্তুত হয়। দাসপুর, কাসিয়াড়ি ও আনন্দপুরে রেশমের কারখানা ও নওয়াদাতে চিনির কারখানা আছে। রঘুনাথপুর ও কাশীজোড়াতে শপ প্রস্তুত হয়। ঘাটাল, দাঁতন ও গড়বেতা বাণিজ্যস্থান। বীরকুল ও চাঁদপুর সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যজনক স্থান।

২৩৬। **বাঁকুড়া**।—সদর ষ্টেসন বাঁকুড়া। দ্বিতীয় মহকুমা বিষ্ণুপুর, পূর্ব্বে জেলার প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি।

২৩৭। অন্যান্য নগর। বাণিজ্যস্থান, বারজোড়া ও রাজগ্রাম। অন্যান্য প্রধান স্থান, ওল্‌তা, চাট্‌না, গঙ্গাজলহাটী, খাটরা, কোতলপুর ইত্যাদি।

২৩৮। **বীরভূম**।—সদর ষ্টেসন শিউড়ী, টিলার উপরে স্থিত ও ইহার নিকটে অনেক পাথর পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহকুমা, রামপুরহাট।

২৩৯। অন্যান্য নগর। ইলামবাজারে লাক্ষার কারবার; এবং গন্টীয়া সুরুল, ও ময়ূরেশ্বরে রেশমের কারবার হয়। দুবরাজপুর বাণিজ্যস্থান। তাঁতিপাড়াতে কাপড় প্রস্তুত হয়; ইহার নিকটে ভুমবকেশ্বর নামক উষ্ণ-প্রস্রবণ। কেন্দুলী জয়দেবের জন্মস্থান, এই স্থানে বৃহৎ মেলা হয়। অন্য প্রসিদ্ধস্থান; নাগর ও বোলপুর, নলহাটী।

২৪০। **মেদিনীপুর,** বাঁকুড়া ও বীরভূম এই তিন জেলায় লোকবসতি অল্প। এখানে বহুসংখ্যক ধাঙ্গড়, সাঁওতাল, কোল্‌, ভিল্‌ প্রভৃতি পার্ব্বত্য লোক বাস করে।

৪। রাজসাহী বিভাগ।

২৪১। **রাজসাহী**।—সদর ষ্টেসন রামপুরবোয়ালিয়া। ইহা প্রধান বাণিজ্যস্থান, পূর্ব্বে এখানে অনেক রেশমের কারবার হইত। এইস্থানে রাজসাহী বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা, নাটোর ও নওগাঁ।

২৪২। অন্যান্য বাণিজ্যস্থান, গোদাগাড়ী, ভবানীগঞ্জ, কলাম ও লালপুর। শেষোক্ত দুই স্থানে অনেক তামা পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়। নওগাঁতে ভারতবর্ষের ব্যবহৃত সমস্ত গাঁজা জন্মে। নাটোর, পুঁটীয়া ও দিঘা-পাতীয়া, রাজা উপাধিবিশিষ্ট প্রধান জমিদারদিগের বাসস্থান। সরদহ

রেশমের কারবারস্থান। মন্দা ও খেতুরে বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য প্রধান স্থান; বাঘা, তানোর, চারঘাট ইত্যাদি।

২৪৩। **পাবনা**।—সদর ষ্টেসন পাবনা। অন্য মহকুমা সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ অতি প্রধান বাণিজ্যস্থান। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা প্রভৃতি নদী দিয়া এই স্থানে অনেক বাণিজ্যসামগ্রীর আমদানী হয়। এখানে চটের ও পাটের কারখানা আছে।

২৪৪। অন্যান্য বাণিজ্যস্থান ; সাহাজাদপুর, রায়গঞ্জ ইত্যাদি। অন্যান্য প্রধান স্থান; বেলকুচী, উলাপাড়া, মথুরা, চাটমহর, তাঁতিবন্দ, স্থলবসন্তপুর ও দোগাছী।

২৪৫। **বগুড়া**।—সদর ষ্টেসন বগুড়া। প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান সেরপুর।

২৪৬। অন্যান্য নগর। বাণিজ্যস্থান, শিবগঞ্জ। মহাস্থানগড়, বাদলগাছী প্রভৃতি প্রাচীন স্থান। মহাস্থানগড়ে করতোয়া-স্নান উপলক্ষে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। অন্যান্য নগর ; চান্দনীয়া, বেলমালা, দম্‌দমা, জামালপুর, নওয়াবগঞ্জ ইত্যাদি।

২৪৭। **রঙ্গপুর**।—সদর ষ্টেসন রঙ্গপুর ; এখানে উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়, আর বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য মহকুমা ; কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী।

২৪৮। অন্যান্য বাণিজ্যস্থান। মাহিগঞ্জ, নিসবতগঞ্জ, চিলমারী, কাকিনিয়া, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, বেতগাড়ী, সুন্দরগঞ্জ, বুড়ীরহাট, বদরগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, তারাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ইত্যাদি। বড়বাড়ীতে হাতীর দাঁত ও মহিষের শিঙ্গের জিনিস প্রস্তুত হয়। দরওয়ানীতে বাৎসরিক মেলা হয়। ভাগলী, পাণিয়ালাঘাট, দুর্গাপুর ইত্যাদি স্থানে কাগজ প্রস্তুত হয়। তাহেরপুরে রেশমের কারবার হয়। অন্যান্য প্রধানস্থান। তুষভাণ্ডার, জলঢাকা, ডিম্‌লা, ফুরণবাড়ী, নাগেশ্বরী, উলিপুর, পীরগঞ্জ, সাদুল্লাপুর, সালমারী, ঘোড়ামারী, গজঘণ্টা, কুলাঘাট, পাটগ্রাম, বাগ্‌ডোগ্‌রা, পাঁচগাছী, যাত্রাপুর ইত্যাদি।

২৪৯। **দিনাজপুর**।—সদর ষ্টেসন দিনাজপুর। প্রধান বাণিজ্যস্থান; কালীগঞ্জ, বীরগঞ্জ, ভবানীপুর ইত্যাদি। ভবানীপুরে প্রসিদ্ধ নেকমর্দ্দানের মেলা হয়।

২৫০। অন্যান্য বাণিজ্যস্থান। পাটীরাম, পাটনীতলা, হবরা, নওয়াবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট. চুড়ামন, আটওয়ারী, রাইগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, কন্ধনগর, নওয়াবাজার, কাঁটানগর, জয়পুর, গঙ্গারামপুর, মহাদেবপুর, রাণীগঞ্জ, ঢাকাইল ইত্যাদি। অন্যান্য নগর ; রাজারামপুর, হেম্‌তাবাদ, চিন্তামন। কান্ত নগরে কান্তজির প্রসিদ্ধ মন্দির, এবং হুম্‌হুমার নিকট বাণরাজার বাড়ী ও গড় আছে। এই জেলাতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ দীঘি আছে।

২৫১। **কোচবিহার।**—এই জেলা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে। কোচবিহারের রাজা ইহার অধিকারী। সদর ষ্টেসন ও রাজধানী কোচবিহার।

২৫২। অন্যান্য প্রধান নগর। তারাগঞ্জ, ধবলকুড়ী, কড়ইবাড়ী, দিনহাটা ইত্যাদি।

২৫৩। **জলপাইগুড়ী।** সদর ষ্টেসন জলপাইগুড়ী। অন্য মহকুমা আলিপুর।

২৫৪। অন্যান্য প্রধান নগর। ময়নাগুড়ী, হল্‌দীবাড়ী, বক্‌সাদুয়ার, তেঁতুলীয়া, তিতুগড়, ফালাকোটা ইত্যাদি।

২৫৫। **দার্জিলিং।**—সদর ষ্টেসন দার্জিলিং। সমুদ্র হইতে ৬ হাজার ফুট উচ্চ, হিমালয়ের উপত্যকার উপর এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। উচ্চতা হেতু এই স্থান শীতপ্রধান। ইংরেজদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনেক ইংরেজ এখানে আসিয়া থাকেন। এই নগর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস।

২৫৬। অন্যান্য প্রধান নগর। শিলিগুড়ী, করসিয়ঙ্গ, ফাঁসিদেওয়া, পাঙ্খাবাড়ী, ডার্লিংফোর্ট ও ঠাকুরগঞ্জ।

৫। ঢাকা বিভাগ।

২৫৭। **ঢাকা।**—সদর ষ্টেসন ঢাকা। ইহা ঢাকা বিভাগের কমিশনরের বাসস্থান। অতি প্রাচীন সময়াবধি এই স্থান মুসলমান নবাবদিগের রাজধানী ছিল। নবাবদিগের অনেক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে। কাপড় ও সোণা রূপার কার্য্যের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। অন্যান্য মহকুমা ; নারায়ণগঞ্জ, মুনসিগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ অতি প্রধান

বাণিজ্যস্থান। ইহা পূর্ব্ববাঙ্গলার অধিকাংশ কারবারের কেন্দ্রস্থান। মুন্সীগঞ্জের নিকট প্রসিদ্ধ কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২৫৮। অন্যান্য বাণিজ্যস্থান। সিদ্ধিগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মিরকাদিম, সাভার, ঘিওর, জাফরগঞ্জ ইত্যাদি। সোণার গাঁ, অতি প্রাচীন স্থান; রোমানদিগের সময়ে উৎকৃষ্ট কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জয়দেবপুর ও তেঁওতা, রাজা উপাধিবিশিষ্ট প্রধান জমিদারদিগের বাসস্থান। ষোলঘর, হাসারা, নারিসা, সোণারঙ্গ, বহর, শ্রীনগর, মালখানগর, মুড়াপাড়া, ধামরাই, মত্ত, বায়রা প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। কালীগঞ্জ, কাপাসীয়া, রাজাবাড়ী, গোবিন্দপুর, নয়াবাড়ী, ফিরিঙ্গীবাজার, রায়পুর, রূপগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ইত্যাদি।

২৫৯। **ফরিদপুর**।—সদর ষ্টেসন ফরিদপুর। এখানে বাৎসরিক কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। অন্যান্য মহকুমা, গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর। গোয়ালন্দ পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রান্ত বলিয়া এখানে অনেক ষ্টীমার, নৌকা, বাণিজ্যসামগ্রী ও লোকের সমাগম হয়। মাদারীপুর, পাট, তামাক, তৈল ইত্যাদির বাণিজ্যস্থান।

২৬০। অন্যান্য বাণিজ্যস্থান। সইদপুর, ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বোয়ালমারী, মধুখালী, কামারখালী, জামালপুর, কাঁনাইপুর, বেতাঙ্গা ইত্যাদি। রাজনগরে রাজা রাজবল্লভের বাড়ী ও বহুতর কীর্ত্তি ছিল। তৎসমুদয় এই ক্ষণ পদ্মায় ভাঙ্গিয়াছে। এই নদীতে অনেক কীর্ত্তি ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া ইহার অন্য নাম কীর্ত্তিনাশা। কোটালীপাড়াতে অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বসতি। সাতোর উৎকৃষ্ট শীতলপাটীর জন্য বিখ্যাত। মুকসুদপুরের নিকট বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য নগর; গৌড়নদী, মুলফতগঞ্জ, পাঁচচর ইত্যাদি।

২৬১। **বাখরগঞ্জ**।—সদর ষ্টেসন বরিশাল। অন্যান্য মহকুমা; পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও ভোলা।

২৬২। নলছিটী, ঝালকাটী, সাহেবগঞ্জ, কালীগঞ্জ, সুবিদখালী, বাউফল, দৌলতখাঁ ইত্যাদি বাণিজ্যের স্থান। পিরোজপুর, ঝালকাটী, কাসকাটী, লাকুটীয়া, ভাণ্ডারিয়া, কালীসুরি, বানরীপাড়া, নলচিরা ইত্যাদি স্থানে

বাৎসরিক মেলা হয়। ইহার অনেক স্থানে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বসতি। অন্যান্য নগর। নয়ামাটি, কাউখালী, কাঁচাবালীয়া, মেন্দিগঞ্জ, মুজাগঞ্জ, ধনিয়া, মনিয়া, ইত্যাদি।

২৬৩। **ময়মনসিংহ।**—সদর ষ্টেসন ময়মনসিংহ বা নসিরাবাদ। অন্যান্য মহকুমা; জামালপুর,নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ। জামালপুর বাণিজ্য-স্থান; কিশোরগঞ্জে মেলা হয়, এবং পূর্ব্বে অধিক কাপড়ের কারবার ছিল।

২৬৪। সেরপুর উন্নতস্থান; স্থানীয় সুশিক্ষিত জমিদার বাবুদের সাহায্যে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সুসঙ্গ দুর্গাপুর, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর রাজা উপাধিধারী বিখ্যাত জমিদারদিগের বাসস্থান। প্রধান বাণিজ্যস্থান। ভৈরববাজার, কঠিয়াদী, শম্ভুগঞ্জ, করিমগঞ্জ, ধাপুনীয়া, গোবিন্দগঞ্জ, সুবল-খালী, দত্তের বাজার, কালীয়া, চাপড়া, ললিতবাড়ী ইত্যাদি। যশুনবাড়ীতে ব্রহ্মপুত্র-স্নান উপলক্ষে যাত্রীর সমাগম হয়। আটিয়া প্রাচীন মুসলমান জমিদারদিগের বসতিস্থান। কাগমারী অনেক ভদ্রলোকের বসতিস্থান ও তামা পিতলের জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ। বাজিদপুরে পূর্ব্বে অনেক কাপড়ের কারবার হইত। বরসীকুড়াতে বিস্তর পনির প্রস্তুত হয়। ভাবখালী নীলের কারবারস্থান। বরসীতে অনেক কাঠের কয়লা প্রস্তুত হয়। অন্যান্য নগর। আমতলা. হামজানী, দেওয়ানগঞ্জ, নাগরপুর, মধুপুর, পিঙ্গনা, ঘোষগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, হোসেনপুর ইত্যাদি।

৬। চট্টগ্রাম বিভাগ।

২৬৫। **চট্টগ্রাম।**—সদর ষ্টেসন চট্টগ্রাম। এই স্থানে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনর বাস করেন। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার উপরে অবস্থিত বলিয়া এই স্থান অত্যন্ত মনোরম। ইহা বঙ্গদেশের মধ্যে বিদেশীয় বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান। অনেক বিদেশীয় জাহাজ এইস্থানে আসিয়া থাকে; এবং স্থানীয় লোকের নির্ম্মিত অনেক জাহাজ এখান হইতে ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ ও ভারতসাগরস্থিত দ্বীপসমূহে যাতায়াত করে। এখানকার অনেক দেশীয় সমুদ্রগামী নৌকা আকিয়াব. রাঙ্গুন, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করে। অন্য মহকুমা কাক্সবাজার; এই স্থানে অনেক মঘের বসতি।

২৬৬। অন্যান্য প্রধান নগর। পটীয়া, ভূর্ষী, ধলঘাট, সেওড়াতলী, পড়ইকোড়া, আনওয়ারা, নয়াপাড়া, কুইপাড়া, ফতেয়াবাদ প্রভৃতি ভদ্র-লোকের বাসস্থান। মহাজনের হাট, সীতাকুণ্ড, কুমিরা, নাজিরের হাট, নয়াপাড়া, লেম্বুরহাট প্রভৃতি স্থানের হাটে অনেক বিকি কিনি হয়। চন্দ্রনাথ ও তন্নিকটবর্ত্তী বাড়বকুণ্ড ও নবলক্ষ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মহেশখালী দ্বীপে আদিনাথের মন্দির ও তীর্থস্থান। পাহাড়তলীতে মহামুনি নামক বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান। কেছুয়া, চাঁদপুর, ওয়াগা প্রভৃতি অনেক স্থানে চা-বাগিচা আছে। কাক্সবাজার, রামু, হাড়ভাঙ্গ, মহেশখালী প্রভৃতি স্থানে অনেক মঘের বসতি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান, জোরোয়ারগঞ্জ, মীরেশ্বরী, হাটহাজারী, ফটিকছড়ী, রাউজান, সাতকানীয়া প্রভৃতি।

২৬৭। **পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম।**—সদর ষ্টেসন রাঙ্গামাটী। দ্বিতীয় মহকুমা, রুমা।

২৬৮। অন্যান্য প্রধান নগর। কাচালঙ্গ, মহাপ্রং, বরাদম, মাণিকছড়ী, বান্দরবন, গর্জ্জনীয়া, ত্রিপুরাবাজার দেমাগিরি, বরকল, চন্দ্রঘোণা ইত্যাদি। মাণিকছড়ীতে মানরাজার ও বান্দরবনে বোমাং রাজার বাড়ী। দেমাগিরি সৈন্য থাকিবার স্থান। বরকলে কর্ণফুলী নদীতে একটী জলপ্রপাত আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে পর্ব্বতময় ও চাকমা, মঘ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পার্ব্বত্য লোকের বসতিস্থান।

২৬৯। **নওয়াখালী।**—সদর ষ্টেসন নওয়াখালী বা সুধারাম। দ্বিতীয় মহকুমা ফেনী।

২৭০। অন্যান্য নগর। রায়পুরা, লক্ষ্মীপুরা, দালালবাজার, ভবানীগঞ্জ, চৌমহনী, দেওয়ানগঞ্জ, সিলনীয়া, নওদানা ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। খিল-পাড়া, দত্তপাড়া, করপাড়া নন্দীগ্রাম মঙ্গলকান্দি প্রভৃতি ভদ্রলোকের বসতি-স্থান। অন্যান্য প্রধান স্থান; বেগ্মমগঞ্জ, রামগঞ্জ, ফরাসগঞ্জ, বামনী ইত্যাদি। জেলার পূর্ব্বসীমাস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশে, ছাগলনাইয়া, ফুলগাছী। হাতীয়া দ্বীপের প্রধান নগর নিলক্ষ্মী, বড়খিরী ও নলচিড়া। সন্দ্বীপের প্রধান নগর হরিশপুর, মুখাপুর, কালাপানীয়া, গাছুয়া ইত্যাদি।

২৭১। **ত্রিপুরা।**—সদর ষ্টেসন কুমিল্লা। অন্যান্য মহকুমা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চন্দ্রপুর।

২৭২।—অন্যান্য নগর। নারায়ণপুর, হাজিগঞ্জ, চিতসী, কুঠিরহার, ভোলাচঙ্গ, রামচন্দ্রপুর, লালপুর, গৌরীপুর, পাঁচপুকুরীয়া, কোম্পানীগঞ্জ, আলিয়ারগঞ্জ ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। বিদ্যাকুট, কাইতলা, শ্যামগ্রাম, কালীগঞ্জ, চুমটা ইত্যাদি ভদ্রলোকের বসতিস্থান। অন্যান্য প্রধান নগর। সরাইল বরকমতা, খোল্লা, দাউদকান্দী, নরসিংহপুর, লাক্সাম, জগন্নাথদীঘি, চৌদ্দগ্রাম, কসবা, নবিনগর, মুরাদনগর ইত্যাদি।

২৭৩। **পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।**—এই জেলা ত্রিপুরার স্বাধীন রাজার রাজ্য। রাজধানী আগরতলা; পূর্ব্ব রাজধানী পুরাতন আগরতলা, ইহার পূর্ব্ব দিকে স্থিত। শাসনসম্পর্কীয় অন্য প্রধান স্থান বা মহকুমা; কৈলাসর ও উদয়পুর, পর্ব্বতোৎপন্ন সামগ্রীর প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২৭৪। অন্যান্য নগর। বিশালগড়, ঋষ্যমুখ, মাধবনগর, সবরাং, মকরাং, জগ্তিরামপুর, চন্দ্রপুর, বাসাবাড়ী ইত্যাদি।

৭। পাটনা বিভাগ।

২৭৫। **সাহাবাদ।**—সদর ষ্টেসন আরা। অন্যান্য মহকুমা বক্সার, সাশিরাম ও ভবুয়া। ভবুয়া বাণিজ্যস্থান। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি আছে ও বাৎসরিক মেলা হয়। সাশিরামে সাবান প্রস্তুত হয়।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। রৌটাসগড়, চৌসা, ডুমরাঁও, বিহিয়া, ভোজপুর, জগদীশপুর, চাইনপুর, ডেহরী, চেনারী, নজিরগঞ্জ, ইত্যাদি।

২৭৬। **গয়া।**—সদর ষ্টেসন গয়া, প্রধান বাণিজ্যস্থান। ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের অতি প্রধান তীর্থ স্থান। অন্যান্য মহকুমা; নওয়াদা, জাহানাবাদ ও আওরঙ্গাবাদ। জাহানাবাদে পূর্ব্বে কাপড়ের কুঠী ছিল।—অন্যান্য প্রসিদ্ধস্থান। দাউদনগর, টিকারী, রাজৌলী, আরওয়াল, সেরঘাটী, নবিনগর, হসুয়া, হিসনা, ওবরা, ফতেপুর ইত্যাদি।

২৭৭। **পাটনা।**—সদর ষ্টেসন পাটনা; এখানে পাটনা বিভাগের কমিশনর বাস করেন, ও সৈন্য থাকে। পাটনা অতি প্রাচীন স্থান, ইহার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র; মগধ রাজ্যেশ্বর নন্দ এইস্থানে রাজত্ব করিতেন। অন্যান্য মহকুমা; দানাপুর, বাড় ও বেহার। দানাপুরে অনেক চামড়ার কাজ হয়। বেহার প্রাচীন নগর।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। বাঁকিপুর, মোকামা, ফতোয়া,

রাজগিরি' বক্তিয়ারপুর, বিল্‌তা, বৈকুণ্ঠপুর, মাহাম্মদপুর, নওয়াদা, মরাইর, খগোল ইত্যাদি।

২৭৮। **সারণ।**—সদর ষ্টেসন ছাপ্‌রা, ইহা বাণিজ্য স্থান। অন্যান্য মহকুমা, গোপালগঞ্জ ও সিওন।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। দরৌলী, মানঝি, রেভেলগঞ্জ, চেরান্দ, ছিপোলী, বড়গাঁও, শোণপুর ইত্যাদি।

২৭৯। **চম্পারণ।**—সদর ষ্টেসন মতিহারী। অন্য মহকুমা বেতীয়া, প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে বাৎসরিক মেলা হয়, ও রাজার বাড়ী আছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। রামনগর, কেশরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, সিগৌলী, লৌরীয়া, করম্বা ইত্যাদি।

২৮০। **মজঃফরপুর।**—সদর ষ্টেসন মজঃফরপুর বা ত্রিহুত; ইহা প্রাচীন বাণিজ্যস্থান। অন্যান্য মহকুমা, সীতামরহি ও হাজিপুর। উভয়ই বাণিজ্য-স্থান। সীতামরহিতে সোরা প্রস্তুত ও মেলা হয়। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। লালগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, মোনার, কণ্টাই, কাট্‌রা, বাসাধ্‌পুর ইত্যাদি।

২৮১। **দ্বারভাঙ্গা।**—সদর ষ্টেসন দ্বারভাঙ্গা, বাণিজ্য স্থান; এখানে প্রসিদ্ধ রাজার বাড়ী আছে। অন্যান্য মহকুমা, মধুবনী ও তাজপুর। মধু-বনী বাণিজ্যস্থান।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। জয়নগর, রোসেরা, মধ্যপুর, নগরবস্তি, পাণ্ডৌল, বাহেরা, সিজ্যিয়া, বানিপট্টী, খজৌলী, ফুলপরশ, দলসিংসরাই ইত্যাদি।

৮। ভাগলপুর বিভাগ।

২৮২। **সাঁওতাল পরগণা।**—সদর ষ্টেসন নয়াদুমকা। অন্যান্য মহকুমা; দেওঘর, গোদ্দা, রাজমহল, জামতাড়া ও পাকুড়।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান; মধুপুর, বৈদ্যনাথ, সাহেবগঞ্জ ইত্যাদি।

২৮৩। **মুঙ্গের।**—সদর ষ্টেসন মুঙ্গের। অন্যান্য মহকুমা, বিঘুসরাই ও জামুই।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। গিধৌড়, জামালপুর, সীতাকুণ্ড, ঋষিকুণ্ড, লক্ষীসরাই, চকাই, খরকপুর, মননপুর, বরহিয়া, ধারারা ইত্যাদি।

২৮৪। **ভাগলপুর।**—সদর ষ্টেসন ভাগলপুর। এখানে ভাগলপুর বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা, সুপুল, মদপুরা ও বাঁকা। অন্যান্য প্রসিদ্ধস্থান। কাহালগাঁ, আলমনগর, বান্নুয়া, সুলতানগঞ্জ, বাউসী ইত্যাদি।

২৮৫। **পূর্ণিয়া।**—সদর ষ্টেসন পূর্ণিয়া। অন্যান্য মহকুমা; আরারিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ ও কুমুরীয়া।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। নবাবগঞ্জ,বরসই,বেণীরস্থলপুর রাণীগঞ্জ, কসবা ইত্যাদি।

২৮৬। **মালদহ।**—সদর ষ্টেসন মালদহ। ইহার চতুর্দ্দিকে রেসমের কাজের জন্য তুতের চাস হয়। এখানে পুর্ব্বে ইংরেজদিগের কুঠী ছিল। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। রোহনপুর, হায়াতপুর, গৌড়, পাণ্ডুয়া, গারগারিয়া, কানসাট, বামনগোলা ইত্যাদি। গৌড়নগর হিন্দুরাজাদিগের সময়ে রাজধানী ও অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

৯। ছোটনাগপুর বিভাগ।

২৮৭। **সিংহভূম।**—সদর ষ্টেসন চাইবাসা, এখানে মেলা হয়। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। সরাইকেলা, লালগড়, কৃষ্ণগড় ইত্যাদি।

২৮৮। **মানভূম।**—সদর ষ্টেসন পুরুলিয়া। অন্য মহকুমা গোবিন্দপুর। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। বড়বাজার, রঘুনাথপুর, ঝলদা, বড়ভূম, তোপচাঁচী, মানবাজার, ডালমা ইত্যাদি।

২৮৯। হাজারীবাগ।—সদর ষ্টেসন হাজারীবাগ। এখানে সৈন্য থাকে, ইহার নিকট কার্ত্তিক মাসে নরসিংহের মেলা হয়। অন্য মহকুমা গিরিধি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। পচম্বা, রামগড়, ছাত্রা, বর্হি, কোদরথা, বাগোদর, পরেশনাথ, করহরবাড়ী, মিরজাগঞ্জ, ইচাক, খড়গদিহা ইত্যাদি।

২৯০। **লোহারডগা।**—সদর ষ্টেসন রাঁচি, বাণিজ্যস্থান। এখানে লাক্ষার কারবার আছে; এখানে ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্য মহকুমা পালামৌ; এখানে রেসমের কারবার আছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। লোহারডগা, পাল্‌কোট, ডাল্‌টন্‌গঞ্জ, গড়ওয়া,দোরণ্ডা, গোবিন্দপুর ইত্যাদি।

২৯১। **করপ্রদ মহাল।**—প্রধান নগরণ বোনাইগড়, জনকপুর, সুয়াদি, জগদীশপুর, শোণহাট, বিশ্রামপুর, রামগড়টিলা, রাব্‌কোব, সাপুর, ডোর্‌কি প্রভৃতি।

১০। উড়িষ্যা বিভাগ।

২৯২। **বালেশ্বর।**—সদর ষ্টেসন বালেশ্বর। অন্য মহকুমা ভদ্রক।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। জলেশ্বর, রাজঘাট, বাহারদা, রেমুনা, আগরপাড়া, ধামনগর, চাঁদবালী ইত্যাদি।

২৯৩। **কটক**।—সদর ষ্টেসন কটক; এখানে উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা, কেন্দ্রাপাড়া ও জাজপুর। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। ধর্ম্মশালা, পাট্টমুণ্ডি, জগন্নাথপুর, শালীপুর, জগৎসিংহপুর, আউল ইত্যাদি।

২৯৪। **পুরী**।—সদর ষ্টেসন পুরী; এখানে বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দির অধিষ্ঠিত আছে; ইহা একটী বিদেশীয় বাণিজ্যের স্থান। অন্য মহকুমা খুরদা। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। পিপ্পলী, মাছগাঁও, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, ভুবনেশ্বর, টাঙ্গি, বাণপুর, পারিকুদ, গোপ ইত্যাদি।

২৯৫। **করপ্রদ মহাল**।—ইহার প্রধান নগর। আঙ্গুল, আটগড়, আটমল্লিক, বাঁকি, বড়ম্বা, বোদ, দশপল্লা, ঢেঁকনাল, হিন্দোল, কেঁওঝর, খণ্ডপাড়া, ময়ুরভঞ্জ, নরসিংহপুর, নয়াগড়, বামনহাটী, রাণপুর, লাহারা ইত্যাদি।

১১। আসাম বিভাগ।

২৯৬। **শ্রীহট্ট**।—সদর ষ্টেসন শ্রীহট্ট; এই নগর জেলার প্রধান বাণিজ্যস্থান।—অন্যান্য মহকুমা, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, সোনামগঞ্জ ও করিমগঞ্জ। ছাতক হইতে চুণ, কমলালেবু ও কমলা মধু রপ্তানী হইয়া থাকে। সোনামগঞ্জ, চুণ, সোরা, মাছ ও তেজপত্রের বাণিজ্যস্থান। অন্যান্য প্রধান বাণিজ্য স্থান। আজমিরীগঞ্জ, বালাগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নবিগঞ্জ, বাহাদুরপুর, করিমগঞ্জ, সমশেরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, মতিগঞ্জ, দোহালিয়া ইত্যাদি।

২৯৭। **কাছাড়**।—সদর ষ্টেসন শিলচর। অন্যান্য মহকুমা, হালিয়াকান্দী ও গুঞ্জর। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। বড়খলা, উধারবন্দ, লক্ষীপুর, সোনাই, কাটাগোড়া, শিয়ালটেক, জয়নগর, বড়ইবাড়ী, বন্দুকমারা, গুইলঙ্গ, নিমতা, হাংরুম, নিংলো, ব্যাপারিবাজার ইত্যাদি।

২৯৮। **খসিয়া জয়ন্তিয়া**।—সদর ষ্টেসন শিলোং; এখানে আসামের চিফ কমিশনর বাস করেন। এই নগর ৬৪০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান; জওয়াই, চেরাপুঞ্জী, সেলা ইত্যাদি।

২৯৯। **গারো**।—সদর ষ্টেসন তুড়া, পর্ব্বতোপরি স্থিত।—ইহা ভিন্ন

এখানে অন্য কোন বৃহৎ নগর বা জনপদ নাই। হরিগাঁওতে ইংরেজ ভ্রমণকারীদিগের সুবিধার জন্য একটী ক্ষুদ্র বাড়ী প্রস্তুত আছে।

৩০০। **গোয়ালপাড়া।**—সদর ষ্টেসন ধুবড়ী। অন্য মহকুমা গোয়ালপাড়া। ইহা জেলার প্রধান বাণিজ্যস্থান। ধুবড়ী আসামের ষ্টীমারসমূহের প্রধান আড্ডা।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, বিলাসপাড়া, বাগরীবাড়ী, রূপসী, সিমলুবাড়ী মাইজঙ্গা,মর নাই, মানিকাচার, সিঙ্গিমারী, পাটামারী, কড়ইবাড়ী ইত্যাদি।

৩০১। **কামরূপ।**—সদর ষ্টেসন গৌহাটী। অন্য মহকুমা বরপেটা। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। দেওয়ানগিরি, পলাসবাড়ী, হাজো, কামাখ্যা, বারপাড়া ইত্যাদি।

৩০২। **দুরঙ্গ।**—সদর ষ্টেসন তেজপুর, পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমির উপরে স্থিত। অন্য মহকুমা মঙ্গলদই।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। বিশ্বনাথ, হাওয়ালা, মোহনপুর, নলবাড়ী, কুরুয়াগাঁও, গপুর, কলঙ্গপুর, চাটগাড়ী ইত্যাদি।

৩০৩। **নওগাঁ।**—সদর ষ্টেসন নওগাঁ।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। দবকা, জাগী, কালীয়াবর, রাহা ইত্যাদি।

৩০৪। **শিবসাগর।**—সদর ষ্টেসন শিবসাগর। অন্যান্য মহকুমা জোরহাট ও গোলাঘাট।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। রঙ্গপুর, গড়গাঁও, বীরতলা ইত্যাদি।

৩০৫। **লক্ষ্মীপুর।** সদর ষ্টেসন ডিবরুঘর। অন্যান্য মহকুমা, উত্তর লক্ষ্মীপুর, সদিয়া। সদিয়াতে ফেব্রুয়ারি মাসে মেলা হয়।—অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান। জয়পুর, দুমুদুমা, ঢোকাখানা, মাকুম ইত্যাদি।

৩০৬। **নাগা পর্ব্বত।**—সদর ষ্টেসন কহিমা। দিমাপুর ও সামাগুটীং পর্ব্বতের নীচে অন্য দুইটী পুলিস ষ্টেসন আছে।

৩০৭। স্বাধীন নাগা। এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে পর্ব্বতময় কতিপয় অসভ্য জাতীয় লোকের বাসস্থান। কোন প্রসিদ্ধ নগর বা জনপদ নাই।

৩০৮। ২১৩ ও ২১৪ প্রকরণের বর্ণিত প্রণালী অনুসারে উপরের লিখিত পরিচ্ছেদগুলির অন্তর্গত প্রধান নগরের বিষয় শিক্ষা হইলে, শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন জেলার অন্তর্গত নগরের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া ছাত্রগণকে বড় মানচিত্রে তাহা দেখাইতে বলিবেন। এইরূপ বারংবার অনুশীলন দ্বারা ঐ সকল নগরের অবস্থান সম্বন্ধে ছাত্রগণের বিশেষ শিক্ষা হইবে। বঙ্গ-

দেশের যে যে জেলাতে এই পুস্তক অধীত হয়, তাহার প্রত্যেক জেলার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সেই জেলার অন্তর্গত উল্লিখিত সমুদয় প্রধান নগরের বিষয় শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা সম্বন্ধে প্রথমতঃ কেবল সদর ষ্টেসন ও মহকুমাগুলি শিক্ষা হইলেই হইতে পারে। বেহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও আসামের বিবরণে প্রত্যেক জেলার সমুদয় নগর একই প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অবশ্যজ্ঞাতব্য সদর ষ্টেসন ও মহকুমার সহিত অন্যান্য নগর পৃথক করিয়া লেখা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।—রাজপথ, উৎপন্নসামগ্রী ও বাণিজ্য।

১। রেলওয়ে।

৩০৯। বাণিজ্যসামগ্রী ও লোকের চলাচলের জন্য রেলওয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। রেলওয়েপথ, যতদূর হইতে পারে, ঋজুভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই বর্ষার সময়ে জল উঠিতে না পারে এরূপ উচ্চ করিয়া ১৫।২০ হাত প্রশস্ত মৃত্তিকার বাঁধ প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহার উপরিভাগ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়। তদুপরি লম্বভাবে কাষ্ঠের বিম ঘন করিয়া পাতিয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর দুইটী রেল বা লৌহদণ্ড সমান্তরভাবে বরাবর রাস্তার উপরে বসান হয়। এই দুই রেলের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া যায়। কলের গাড়ী বাষ্পীয়যন্ত্রের জোরে চলে, এবং তাহার সহিত ২০।৩০ কখনও বা ৫০ খান পর্য্যন্ত মালের ও লোকের গাড়ী বান্ধিয়া দেওয়া হয়। এদেশে রেলের গাড়ী প্রায়শঃ ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইলের অধিক বেগে চালায় না। আড্ডায় আড্ডায় থামিতে হয় বলিয়া গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ২০।২৫ মাইল, অর্থাৎ হাটিয়া গেলে এক দিনের পথ, চলিয়া থাকে।

৩১০। বাঙ্গলার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে।

৩১১। প্রথম।—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, কলিকাতা হইতে উত্তরপশ্চিম দিকে বর্দ্ধমান, রাজমহল, ভাগলপুর, পাটনা ইত্যাদি নগর হইয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব দিয়া, দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১২। দ্বিতীয়। ইষ্টবেঙ্গল বা পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে, কলিকাতা হইতে উত্তরপূর্ব্বদিকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১৩। তৃতীয়। নর্থবেঙ্গল অর্থাৎ উত্তরবাঙ্গলা রেলওয়ে, পূর্ব্ববাঙ্গলা

রেলওয়ের পোড়াদহ ষ্টেসন হইতে উত্তর দিকে গিয়া, সারা নগরের নিকট পদ্মা পার হইবার পর, দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১৪। চতুর্থ। ত্রিহুত রেলওয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বাড় ষ্টেসনের সম্মুখে গঙ্গার উত্তর হইতে উত্তরদিকে দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত ও পশ্চিমদিকে মজঃফরপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১৫। পঞ্চম। পাটনা-গয়া রেলওয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পাটনা ষ্টেসনের নিকট হইতে দক্ষিণদিকে গয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১৬। ষষ্ঠ। সাউথ ইষ্টারণ বা মাতলা রেলওয়ে, কলিকাতা হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে মাতলা নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১৭। সপ্তম। নলহাটী রেলওয়ে ইণ্ডইণ্ডিয়া রেলওয়ের নলহাটী ষ্টেসন হইতে পূর্ব্বদিকে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১৮। অষ্টম। যশোহর রেলওয়ে, রাণাঘাট হইতে যশোহর ও তৎপর খুলনা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩১৯। নবম। বারাশত রেলওয়ে, কলিকাতা হইতে উত্তরপূর্ব্ব দিকে বারাশত ও বনগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩২০। এই কয়েক প্রকরণের লিখিত রেলওয়ে সম্বন্ধীয় সাধারণ বিবরণ অধ্যাপনার প্রথম নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে ছাত্রগণের পূর্ব্ব-অঙ্কিত মানচিত্রে রেলওয়েগুলি অঙ্কিত করাইতে হইবে, আর অন্যান্য বিবরণ তৃতীয় নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সমস্ত সাধারণ বিবরণ সকল স্থানের ছাত্রগণেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত বিশেষ বিবরণগুলি প্রত্যেক রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩২১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমুদয়ের নাম। হাবড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রেলওয়ে গঙ্গার ধার দিয়া কতক দূর উত্তর দিকে গিয়াছে। হাবড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গার তীরস্থিত ষ্টেসন, হাবড়া, বালি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, হুগলী ও ত্রিশবিঘা। তৎপর রেলওয়ে উত্তরপশ্চিম দিকে গিয়াছে। এই অংশে হুগলী জেলাস্থিত ষ্টেসন, মগরা, থন্নান, পাণ্ডুয়া ও বৈঁচি। বর্দ্ধমান জেলাতে, মেমারী, শক্তিগড়, বর্দ্ধমান, কান্নু, মানকর, পানিগড়, রাজবন্দ, দুর্গাপুর, আন্দুল, রাণীগঞ্জ, আসেনশোল ও সীতারামপুর। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত ষ্টেসন, মিহিজাম, জামতাড়া, ক্ষারমটর, মধুপুর ও বৈদ্যনাথ।

মুঙ্গের জেলাতে সিমুলতলা, নওয়াদী, গিধৌড়, জামুই, মননপুর, লক্ষ্মীসরাই ও বরহিয়া।

৩২২। এই রেলওয়ের এক শাখা, কানু ষ্টেসন হইতে আরম্ভ হইয়া প্রথমতঃ উত্তর দিকে গিয়াছে। এই অংশে বর্দ্ধমান জেলাস্থিত ষ্টেসন ঘুসকরা ও ভেদিয়া; বীরভূম জেলাতে, বোলপুর, আহম্মদপুর, সাঁইথিয়া, মল্লারপুর রামপুরহাট ও নলহাটী; এবং সাঁওতাল পরগণাতে মুরারই, রাজগাওয়ান, পাকুড়, বিজয়পুর, বাহাওয়া, তিন পাহাড়, মহারাজপুর ও সাহেবগঞ্জ। এই শাখা সেখান হইতে গঙ্গার দক্ষিণ পার দিয়া পশ্চিম অভিমুখে গিয়াছে। ভাগলপুর-জেলাস্থিত ষ্টেসন, পীরপঁইতি, কাহালগাঁ, ঘোগা, ভাগলপুর ও সুলতানগঞ্জ। এবং মুঙ্গের জেলাতে, বরিয়ারপুর, জামালপুর, দরারা, কুজরা ও লক্ষ্মীসরাই। কানু ষ্টেসন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এই দুই শাখা পৃথক হইয়া, লক্ষ্মীসরাই ষ্টেসনে পুনরায় মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের শাখাকে কর্ডলাইন এবং পূর্ব্বদিগের শাখাকে লুপ লাইন বলে। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লক্ষ্মীসরাই হইতে পশ্চিমদিকে গিয়াছে। পাটনা-জেলাস্থিত ষ্টেসন, মোকামা, বাড়, বখ্‌তিয়ারপুর, ফতওয়া, পাটনা, বাঁকিপুর, দানাপুর ও বিহতা। আরা জেলাতে, আরা, বিহিয়া, রঘুনাথপুর, ডুমরাঁও, বক্সার ও চৌসা। এই শেষোক্ত স্থান হইতে রেলওয়ে বেহারের সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

৩২৩। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে এই রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন, মোগলসরাই, বারাণসী, মির্জাপুর, আলাহাবাদ বা প্রয়াগ, বহরমপুর, কানপুর, ইটাওয়া, আগ্রা ও দিল্লী। দিল্লী হইতে অন্য রেলওয়ে লাহোর ও পেশাবর পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হইতে অন্যান্য রেলওয়ে বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে গিয়াছে।

৩২৪। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী ক্ষুদ্র শাখা আন্দুল ষ্টেসন হইতে উত্তর দিকে মঙ্গলপুর ও তপস্বী নগরের কয়লার খাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী শাখা সীতারামপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিম দিকে বরাকরের নিকটস্থিত লোহার ও কয়লার খাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর এক শাখা কর্ডলাইনের মধুপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিম দিকে জগদীশপুর, মহেশমুণ্ডা, গিরিধি ষ্টেসন

হইয়া, করহরবাড়ী প্রভৃতি স্থানের কয়লার খাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। নলহাটী ষ্টেসন হইতে নলহাটী রেলওয়ে পূর্ব্বদিকে গিয়াছে। তিন পাহাড় ষ্টেসন হইতে একটী ক্ষুদ্র শাখা পূর্ব্ব দিকে রাজমহল নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। জামালপুর ষ্টেসন হইতে এক শাখা মুঙ্গের নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাড় ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার অপর পার হইতে ত্রিহুত রেলওয়ে উত্তর দিকে গিয়াছে। আর বাঁকিপুর ষ্টেসন হইতে পাটনা-গয়া রেলওয়ে দক্ষিণদিকে গিয়াছে। জামালপুর ষ্টসনের নিকট, রেলওয়ে একটী পর্ব্বত ভেদ করিয়া গিয়াছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়া গাড়ী যাইবার সময় দিবসেও অন্ধকার অনুভূত হয়। বিহতা ও আরা ষ্টেসনের মধ্যস্থলে, রেলওয়ে শোণনদী পার হইয়া গিয়াছে। এইস্থানে শোণ নদীর উপর একটী অতি প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

৩২৫। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দৈর্ঘ্য, হাবড়া হইতে কানু ষ্টেসন পর্য্যন্ত, ৭৫ মাইল। কানু হইতে লক্ষীসরাই পর্য্যন্ত, কর্ড লাইন দিয়া, ১৮৭ মাইল. ও লুপ লাইন দিয়া ২১৬ মাইল; এবং লক্ষীসরাই হইতে চৌসা পর্য্যন্ত ১৫৬ মাইল। সমুদায়ে এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ৯৫৪ মাইল। তন্মধ্যে বাঙ্গলার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থপ্রদেশ-মধ্যস্থিত হাবড়া হইতে চৌসা পর্য্যন্ত, ৪১৮ মাইল।

৩২৬। পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমুদায়ের নাম। এই রেলওয়ে প্রথমতঃ উত্তরদিকে গিয়াছে। চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ষ্টেসন; কলিকাতাসংলগ্ন শিয়ালদহ, দমদমা, বেলঘরিয়া, খড়দহ, বারাকপুর, শ্যামনগর ও নৈহাটী। নদীয়া জেলাতে, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, চাকদহ, রাণাঘাট, আড়ংঘাটা, বগুলা, কৃষ্ণগঞ্জ, রামনগর, জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, হালসা, পোড়াদহ, জগতী ও কুষ্টিয়া। এই স্থান হইতে রেলওয়ে পদ্মার দক্ষিণ পার দিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়াছে। এই অংশে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন কুমারখালী ও খোক্‌সা; এবং ফরিদপুরে, পাজসা, বেলগাছী, রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দ।

৩২৭। পোড়াদহ ষ্টেসন হইতে এক শাখা উত্তরদিকে পদ্মার তীরবর্ত্তী দামুকদীয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। দামুকদীয়ার অপর পার হইতে উত্তরবাঙ্গলা রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। গোয়ালন্দ হইতে উত্তরে সিরাজগঞ্জ ও আসাম

প্রদেশের প্রধান প্রধান নগর, এবং পূর্ব্বদিকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত, ষ্টীমার যাতায়াত করে। কুষ্টিয়া ও কুমারখালী ষ্টেসনের মধ্যে এই রেলওয়ে গড়ই নদী পার হইয়া গিয়াছে। গড়ইয়ের উপর একটী বৃহদায়তন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য, শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত, ১৫২ মাইল। পোড়াদহ হইতে দামুকদীয়া পর্য্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্য ১৩ মাইল।

৩২৮। উত্তর-বাঙ্গলা রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমুদয়ের নাম। এই রেলওয়ে পদ্মার উত্তর পারস্থিত সারা ষ্টেসন হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তর-দিকে গিয়াছে। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন; সারা গোপালপুর, মালঞ্চী, নাটোর, মাধানগর, আত্রাই, রাণীনগর ও সুলতানপুর। বগুড়া জেলাতে নবাবগঞ্জ, জয়পুর ও হিললি। দিনাজপুর জেলাতে, বিরামপুর, ফুলবাড়ী ও পার্ব্বতীপুর। রঙ্গপুরে, সৈদপুর, দরওয়ানী, নীলফামারী, ডোমার ও চিলাহাটী। জলপাইগুড়ীর অন্তর্গত হলদীবাড়ী, জলপাইগুড়ী ও শিকার-পুর। দার্জ্জিলিং জেলাতে, সিলিগুড়ী, চুনবতী, করশিয়ং, সোনাদা ও দার্জিলিং।

৩২৯। পার্ব্বতীপুর ষ্টেসন হইতে ইহার এক শাখা পূর্ব্বদিকে কাউনিয়া পর্য্যন্ত, এবং তিস্তার অপর পার হইতে কুড়িগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে ধুবড়ী পর্য্যন্ত ষ্টীমার আছে। এই অংশে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন; বদরগঞ্জ, শ্যামপুর, রঙ্গপুর, কাউনিয়া, বুড়ীহাট, কুড়িগ্রাম ও যাত্রাপুর। গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত ধুবড়ী। এই রেলওয়ের আর এক শাখা কাউনিয়া হইতে উত্তরাভিমুখে কুচবেহারের দিকে মোগলহাট পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তরবাঙ্গলা রেলওয়ের দৈর্ঘ্য সারা হইতে সিলিগুড়ী পর্য্যন্ত ১৯৬ মাইল। সিলিগুড়ী হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত অংশের নাম দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলওয়ে। ইহা পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া উঠিয়াছে। এই অংশের দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল। পার্ব্বতী-পুর হইতে কুড়িগ্রাম পর্য্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্য ৫৪ মাইল।

৩৩০। ত্রিহুত রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমুদায়ের নাম। এই রেলওয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বাড় ষ্টেসনের সম্মুখে গঙ্গার উত্তর পার হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন, বাজিতপুর,

দলসিংসরাই, উজিরপুর, সমস্তিপুর, কৃষ্ণপুর, বিলাসপুর ও দ্বারভাঙ্গা। সমস্তি-পুর ষ্টেসন হইতে ইহার এক শাখা পশ্চিমদিকে মজঃফরপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই অংশে দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত ষ্টেসন, উইনী ও সাকরা। মজঃফরপুরে, মনিয়ারি ও মজঃফরপুর। গঙ্গার পার হইতে সমস্তিপুর পর্য্যন্ত ত্রিহুত রেল-ওয়ের দৈর্ঘ্য ২৭ মাইল, সমস্তিপুপর হইতে দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত ২৩ মাইল। সমস্তিপুর হইতে মজঃফরপুর পর্য্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল।

৩৩১। পাটনা-গয়া রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমুদায়ের নাম। এই রেলওয়ে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাটনা ষ্টেসনের পশ্চিম বাঁকিপুর ষ্টেসন হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। পাটনা জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন, বাঁকিপুর, পুনঃপুনা ও মসৌরহি। গয়া জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন, জাহানাবাদ, মকদম-পুর, বেলা, চাকন্দ ও গয়া। বাঁকিপুর হইতে গয়া পর্য্যন্ত এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য ৫৭ মাইল।

৩৩২। সাউথ ইষ্টারণ বা মাতলা রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমু-দয়ের নাম। এই রেলওয়ে কলিকাতার পার্শ্বস্থ শিয়ালদহ হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, গড়িয়া, সোণাপুর, চাপাহাটী, বাসরা ও ক্যানিং বা মাতলা। শিয়ালদহ হইতে মাতলা পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল।

৩৩৩। নলহাটী রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন সমুদায়ের নাম। এই রেলওয়ে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইনের নলহাটী ষ্টেসন হইতে পূর্ব্ব-দিকে গিয়াছে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন, নলহাটী, টাকীপুর, নও-য়াদা ও বথরা। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত, সাগরদীঘি, সাহাপুর ও আজিমগঞ্জ। নলহাটী হইতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ২৭ মাইল।

৩৩৪। নিম্নলিখিত রেলওয়ে কয়েকটী প্রস্তুত হইতেছিল; কোন কোনটী প্রস্তুত হইয়াছে; কোন কোনটী হইতেছে। ১। মাতলা রেল-ওয়ের সোণাপুর ষ্টেসন হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত। ২। ত্রিহুত রেল-ওয়ের মজঃফরপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিমদিকে চম্পারণ-জেলাস্থিত বেত্তিয়া নগর পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী হাজিপুর নগর পর্য্যন্ত। ঐ রেলওয়ের দ্বারভাঙ্গা ষ্টেসন হইতে ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত পিপরাঘাট

পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে কুশী নদীর তীরস্থিত বালুয়াঘাট পর্য্যন্ত; আর দলসিংসরাই ষ্টেসন হইতে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মোকামা ষ্টেসনের সম্মুখবর্ত্তী গঙ্গার উত্তর পারস্থিত সীমুরীয়া পর্য্যন্ত। ৩। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শ্রীরামপুর ষ্টেসন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত। ৪। উত্তরবাঙ্গলা রেলওয়ের পার্ব্বতীপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিম দিকে দিনাজপুর পর্য্যন্ত; তথা হইতে পশ্চিমদক্ষিণ দিকে, ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনের সম্মুখবর্ত্তী গঙ্গার উত্তরপারস্থিত মণিহারী নগর পর্য্যন্ত; এবং ইহার এক শাখা উত্তরপশ্চিম দিকে প্রথমতঃ পূর্ণিয়া নগর, তৎপর কুশী নদীর তীরস্থিত উপরিউক্ত বালুয়াঘাট পর্য্যন্ত। ৫। মধ্যবাঙ্গলা রেলওয়ে, ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেমারী ষ্টেসন হইতে, পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের রাণাঘাট ষ্টেসন পর্য্যন্ত। এই রেলওয়ের ভাবী ষ্টেসন শান্তিপুর হইতে পদ্মার তীরবর্ত্তী ভগবানগোলা নগর পর্য্যন্ত। ৬। দেওঘর রেলওয়ে, ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বৈদ্যনাথ ষ্টেসন হইতে পূর্ব্বদিকে দেওঘর ও রুহিণী পর্য্যন্ত, একটী ক্ষুদ্র শাখা। ৭। ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে, ঢাকা হইতে উত্তর দিকে ময়মনসিংহ, এবং পূর্ব্বদিকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত।

৩৩৫। রেলওয়ে সম্পর্কীয় উপরের লিখিত বিস্তারিত বিবরণগুলি, নিকটবর্ত্তী জেলা সমুদায়ের ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম নিয়ম অনুসারে রেলগুলি বড় মানচিত্র দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়ার পর, দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে তৎসমুদয় ছাত্রগণের অঙ্কিত বড় স্কেলের মানচিত্রে অঙ্কিত করাইতে হইবে। অবশিষ্ট বিবরণ তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। অন্য স্থলপথ।

৩৩৬। এই প্রদেশের অন্তর্গত রেলওয়ে ভিন্ন অপর রাজপথ তিন প্রকার। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত সরকারী রাস্তা; দ্বিতীয়তঃ রোডসেস্ প্রভৃতি প্রত্যেক জেলার স্থানীয় আয়ের দ্বারা প্রস্তুত রাস্তা; তৃতীয়তঃ সাধারণের চাঁদা অথবা কোন ব্যক্তির দান দ্বারা প্রস্তুত রাস্তা। ইহার মধ্যে সরকারী রাস্তাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাতেই অধিক পরিমাণে বাণিজ্য সামগ্রী ও লোকের চলাচল হইয়া থাকে। এই সমুদায় রাস্তায় গাড়ী, পাল্কি, লোকজন বার মাস চলিয়া থাকে।

৩৩৭। প্রায় রেলওয়ে ষ্টেসন হইতেই নিকটবর্ত্তী প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যন্ত সরকারী রাস্তা বা স্থানীয় আয় অথবা চাঁদা দ্বারা প্রস্তুত রাস্তা আছে। প্রত্যেক জেলার প্রধান নগর হইতে অন্যান্য প্রধান স্থান পর্য্যন্ত অথবা নিকটবর্ত্তী ভিন্ন জেলার প্রধান নগর পর্য্যন্ত সরকারী বা স্থানীয় আয়ের রাস্তা আছে। এই সমুদয় রাস্তায় ডাক চলিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অল্পপ্রশস্ত, সুতরাং তাহাতে গাড়ী চলিতে পারে না। বারমাস লোক হাটিয়া অথবা ঘোড়ায় যাতায়াত করিতে পারে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক জনপদ হইতে নিকটবর্ত্তী সমুদয় স্থান পর্য্যন্ত গ্রাম বা মাঠের মধ্য দিয়া লোক চলাচলের নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। কিন্তু বর্ষার সময়ে প্রায় সমুদয় বাঙ্গলায়, এবং বেহার ও আসামে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার নিকটবর্ত্তী স্থানে, এই সমুদয় রাস্তা জলে ডুবিয়া যায়।

৩৩৮। বেহার, ছোটনাগপুর এবং বাঙ্গলার অন্তর্গত রাজসাহী বিভাগ ও বর্দ্ধমান বিভাগে স্থলপথে গমনাগমনের পথ ও সুবিধা অপেক্ষাকৃত অধিক, আর অধিক পরিমাণে ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী, একা, পাল্কি এবং ঘোড়া, বলদ ও স্থানে স্থানে উষ্ট্র মহিষ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রেসিডেন্সি ও ঢাকা বিভাগে বহুসংখ্যক নদী থাল থাকাতে রাজপথ ও শড়কের সংখ্যা বড় অধিক নহে। আসাম, উড়িষ্যা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে তেমন জলপথের সুবিধা নাই; আর অধিকাংশই পর্ব্বত ও জঙ্গলপূর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত জনশূন্য বলিয়া রাস্তার সংখ্যাও অল্প।

৩৩৯। এই প্রদেশের অন্তর্গত প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি এই।—কটক হইতে মধ্য ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত; কটক হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত; মেদিনীপুর হইতে মধ্যভারতবর্ষপর্য্যন্ত; হাবড়া হইতে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ পর্য্যন্ত; রাণীগঞ্জ হইতে মেদনীপুর পর্য্যন্ত; সাঁইথিয়া ষ্টেসন হইতে ভাগলপুর পর্য্যন্ত; কারাগোলা হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত; কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত; উলুবেড়িয়া হইতে পুরী পর্য্যন্ত; কলিকাতা হইতে ভগবান-গোলা পর্য্যন্ত; গোদাগাড়ী হইতে তেঁতুলিয়া পর্য্যন্ত; দিনাজপুর হইতে বগওয়াড় পর্য্যন্ত; কলিকাতা হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত; এবং ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত।

৩৪০। এই কয়েক প্রকরণে লিখিত রাস্তা সম্বন্ধীয় সাধারণ বিবরণ অধ্যাপনার প্রথম নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে ছাত্রগণের পূর্ব্ব অঙ্কিত মানচিত্রে রাস্তাগুলি অঙ্কিত করাইতে হইবে। আর অন্যান্য বিবরণ তৃতীয়নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সমস্ত সাধারণ বিবরণ সকল স্থানের ছাত্রবর্গেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত বিশেষ বিবরণ মধ্যে প্রত্যেক বিভাগস্থিত রাস্তাগুলির বিবরণ সেই বিভাগের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩৪১। কটক নগর হইতে এক রাস্তা পশ্চিমদিকে মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্বলপুর নগর দিয়া ঐ প্রদেশের অন্যান্য স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। কটক নগর হইতে আর এক রাস্তা পশ্চিম দক্ষিণ দিকে চিল্কা হ্রদের পশ্চিম পার দিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর-পূর্ব্ব কোণস্থিত গঞ্জাম নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩৪২। মেদনীপুর হইতে এক রাস্তা পশ্চিমদিকে করপ্রদ মহাল ময়ুরভঞ্জের অন্তর্গত দাসপুর ও কেঁজুরের অন্তর্গত কেঁজুর নগর দিয়া সম্বলপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩৪৩। হাবড়া হইতে এক রাস্তা প্রথমতঃ ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নিকট দিয়া বরাকর নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে ঐ রাস্তা উত্তর পশ্চিমদিকে ক্রমে হাজারিবাগ জেলাস্থিত বরহি, গয়া-জেলান্তর্গত সহরঘাটী এবং আরাজেলান্তর্গত সাশিরাম নগর দিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত মঙ্গলসরাই ষ্টেসনে পুনরায় ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তা সেখান হইতে রেলওয়ের পার্শ্বে দিয়া আলাহাবাদ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত অন্যান্য স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ রাস্তার নাম গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হওয়ার পূর্ব্বে এই রাস্তা দিয়াই লোকে কলিকাতা হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইত।

৩৪৪। রাণীগঞ্জ নগর হইতে দক্ষিণদিকে এক রাস্তা বাঁকুড়া নগর দিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এবং বরহি হইতে এক ক্ষুদ্রশাখা দক্ষিণদিকে হাজারিবাগ নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩৪৫। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সাঁইথিয়া ষ্টেসন হইতে এক রাস্তা কিছু দূর পশ্চিমে বীরভূম পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত নয়াহুমথা নগর দিয়া ভাগলপুর পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় রেলওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে।

৩৪৬। রাজমহলের কিঞ্চিৎ পশ্চিমস্থিত পিরপঁইতি ষ্টেসনের অপর পারস্থিত পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কারাগোলা নগর হইতে এক রাস্তা উত্তর

পূর্ব্বদিকে পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ী ও দার্জ্জিলিং জেলার মধ্য দিয়া পূর্ণিয়া, কৃষ্ণ-গঞ্জ, তেঁতুলিয়া নগর হইয়া দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। দার্জ্জিলিং রেলওয়ে প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে, লোকে কলিকাতা হইতে রেলে পিরপঁইতি ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিয়া গঙ্গা পার হইয়া এই রাস্তায় দার্জ্জিলিং যাইত।

৩৪৭। কলিকাতা হইতে দক্ষিণ দিকে হুগলী নদীর পূর্ব্ব পার দিয়া, ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত একটী বড় রাস্তা আছে। কলিকাতার কতকদূর দক্ষিণে, ঐ নদীর পশ্চিম পারে, হাবড়া-জেলাস্থিত উলুবেড়িয়া হইতে এক রাস্তা আরম্ভ হইয়া পশ্চিম দিকে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, তথা হইতে দক্ষিণ দিকে জলেশ্বর, বালেশ্বর, ভদ্রক ও কটক নগর দিয়া সমুদ্রতীরস্থিত পুরীনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতা হইতে উড়িষ্যায় স্থলপথে যাইতে হইলে লোকে প্রথমতঃ নৌকা বা ষ্টীমারে উলুবেড়িয়া যাইয়া এই রাস্তা দিয়া গিয়া থাকে।

৩৪৮। কলিকাতা হইতে এক রাস্তা উত্তরদিকে বারাশত হইয়া প্রথমতঃ কতকদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের পূর্ব্ব দিয়া যাইয়া রাণাঘাট ষ্টেসনে ঐ রেলওয়ে পার হইয়া কৃষ্ণনগর; এবং মুরশিদাবাদ জেলায় পলাশী, বহরমপুর ও মুরশিদাবাদ নগর দিয়া, ভগবানগোলা নগরের নিকট পদ্মা পার হইয়াছে। তৎপরে গোদাগাড়ী হইতে রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে ও দিনাজপুর দিয়া তেঁতুলিয়া নগরে যাইয়া উপরিউক্ত রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। দিনাজপুর হইতে এই রাস্তার এক শাখা পূর্ব্ব দিকে রঙ্গপুর দিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী বগওয়া নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতা হইতে আর এক রাস্তা উত্তর পূর্ব্বদিকে যশোহর দিয়া ফরিদপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

৩৪৯। ঢাকা হইতে পূর্ব্বদিকে এক রাস্তা প্রথমতঃ নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত, তৎপর মেঘনার অপরপারস্থিত দাউদকাঁদি হইতে কুমিল্লা পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে দক্ষিণদিকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩৫০। উপরিউক্ত রাস্তাগুলি যে যে জেলাতে অবস্থিত আছে, সেই সকল জেলাতে তৎসমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ রেলওয়ে সম্পর্কীয় বিস্তৃত বিবরণের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৩। জলপথ।

৩৫১। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, বরাক, ভাগীরথী, গড়ই, বরিশালের নদী

এবং সুন্দরবনের অন্তর্গত প্রধান প্রধান নদীতে প্রায়ই ষ্টীমার যাতায়াত করে। অন্য নদী দিয়া ষ্টীমার প্রায় গমন করে না। কলিকাতা হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যে সমুদয় ষ্টীমার যাইয়া থাকে তৎসমুদয় প্রথমতঃ ভাগীরথী দিয়া দক্ষিণদিকে সাগর দ্বীপ পর্য্যন্ত যায়। তৎপরে সুন্দরবনের দক্ষিণাংশস্থিত প্রধান প্রধান খাড়ী ও মোহানার শিরোদেশ দিয়া হরিণঘাটা মোহানা পর্য্যন্ত আইসে। তৎপর গড়ই উজাইয়া কুষ্টিয়ার নিকট, অথবা আরো কিছু দূর পূর্ব্ব দিকে যাইয়া অড়িয়লখাঁ উজাইয়া, পদ্মাতে প্রবেশপূর্ব্বক, পদ্মা ও গঙ্গা উজাইয়া প্রায় আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হওয়ার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অধিক পরিমাণে ষ্টীমারের গতায়াত হইত।

৩৫২। পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে ষ্টীমার প্রথমতঃ হরিণঘাটা মোহানা পার হইয়া সুন্দরবনের খাড়ি, বরিশালের নদী এবং মেঘনা দিয়া ঢাকা নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলীয় স্থানে আসিত। আর পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া আসাম প্রদেশে ডিবরুঘর পর্য্যন্ত যাইত। এইক্ষণ পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের প্রান্ত ষ্টেসন গোয়ালন্দ হইতে প্রাত্যহিক ষ্টীমার পদ্মা ও ধলেশ্বরী দিয়া ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে আইসে। আর যশোহর রেলওয়ের প্রান্ত ষ্টেসন খুলনা হইতে প্রাত্যহিক ষ্টীমার বরিশালে যায়। অন্য ষ্টীমার পদ্মা, মেঘনা, সুরমা, ও বরাক নদী দিয়া ছাতক, শ্রীহট্ট ওঁ কাছাড় গিয়া থাকে। অন্যান্ত ষ্টীমার ব্রহ্মপুত্রের পারস্থিত সিরাজগঞ্জ এবং ব্রহ্মপুত্র দিয়া আসামের প্রধান প্রধান স্থানে যায়।

৩৫৩। কলিকাতা হইতে ষ্টীমার সমুদ্র দিয়া চট্টগ্রাম হইয়া ব্রহ্মদেশস্থিত আকিয়াব, রাঙ্গুন, মলমিন প্রভৃতি স্থানে যায়। এবং অন্য ষ্টীমার উলুবেড়িয়া, বালেশ্বর ও চাঁদবালী প্রভৃতি স্থানে যায়।

৩৫৪। সমুদ্রগামী ইউরোপীয় ও আমেরিকান পোত সকল কটক, বালেশ্বর, কলিকাতা, মাতলা ও চট্টগ্রামে আসিয়া থাকে। আরবদেশীয় কতক পোত কলিকাতায় আইসে। এই কয় স্থানের মধ্যে কেবল চট্টগ্রামে এদেশীয় লোক কর্ত্তৃক সমুদ্রগামী ছোট পোত বা স্লুপ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং সেই সমুদয় পোত এদেশীয় লোক দ্বারা চালিত হইয়া নারায়ণগঞ্জ,

কলিকাতা এবং বঙ্গীয় অখাতের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে ও সিংহলে যাতায়াত করে।

৩৫৫। বাঙ্গলা, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণাংশ, নদীপ্রধান স্থান। সুতরাং নৌকাপথে যাতায়াত করিবার অসাধরণ সুবিধা আছে এবং অসংখ্য নৌকা স্থানে স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। বাঙ্গলায় প্রায় এমন কোন প্রধান স্থান নাই যেখানে অথবা যাহার নিকটে, নৌকাযোগে যাওয়া না যায়। বেহার এবং আসামও নদীপ্রধান স্থান। বাঙ্গলা হইতে অনেক নৌকা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বেহার ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ও বেহারের বহুতর নৌকাও এই প্রদেশে আইসে।

৩৫৬। বাণিজ্য-সামগ্রী একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য এক এক জেলায় এক এক প্রকার বড় বড় ব্যাপারী নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ৪।৫ হাজার মণের অধিক মাল সহজে নিতে পারে এমন দেশীয় নৌকা প্রায় দেখা যায় না। বাণিজ্য-নৌকা মধ্যে ঢাকাই পলহার, পশ্চিমা পাটলই, আটিয়া কাগমারি অর্থাৎ পশ্চিম ময়মনসিংহ অঞ্চলের বড় পান্সী, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের বড় ব্যাপারী নৌকা ইত্যাদি বিখ্যাত। লোক চড়িবার নৌকা মধ্যে বজরা, লালডিঙ্গি, কোষ ও ভাওলিয়া উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। এই সমুদয় নৌকার গুঁড়া কাটা থাকাতে নৌকা মধ্যে দাঁড়ান যায় এবং মেজ ও চৌকি ফেলিয়া বসিতে পারা যায়। সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র পান্সী এবং নানাপ্রকার ডিঙ্গি লোক-চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়। ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, যশোহর, ফরিদপুর ও পাবনা জেলায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম ও নওয়াখালীতে লোকে লোহার পরিবর্ত্তে বেতের বন্ধন দিয়া, বালাম ও তদপেক্ষা বৃহৎ গছু নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সমুদয় নৌকা চট্টগ্রাম হইতে সন্দ্বীপ প্রণালী দিয়া, নারায়ণগঞ্জ ও কলিকাতা; এবং বঙ্গীয় অখাতের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া, ব্রহ্মদেশে যাইয়া থাকে; কিন্তু বর্ষাকালে সমুদ্রপথে যাইতে পারে না।

৩৫৭। এই সমস্ত বিবরণ অধ্যাপনার তৃতীয় নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে।

৪। উৎপন্ন সামগ্রী।

৩৫৮। বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটনাগপুর এই কয়েক প্রদেশের কৃষি-উৎপন্ন সামগ্রী প্রায় একই প্রকার। বাঙ্গলা অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশে পর্ব্বত ও জঙ্গলের পরিমাণ অধিক বলিয়া, আকরিক পদার্থ, জঙ্গলা কাষ্ঠ এবং বৃক্ষের কস ইত্যাদি অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গলায় কৃষিকার্য্যের বিস্তার অপেক্ষাকৃত অধিক। তৎপর, বেহার প্রদেশে কৃষিকার্য্যের অধিক প্রচলন। আসাম, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলময় এবং তথায় লোকসংখ্যা অল্প বলিয়া কৃষিকার্য্যের পরিমাণ অল্প। এই কয়েক প্রদেশের পশুপক্ষ্যাদি প্রায় একরূপ।

৩৫৯। বাঙ্গলা।—গারো, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া এবং নাগা পর্ব্বতের দক্ষিণাংশস্থিত বাঙ্গলার অন্তর্গত স্থানসমূহে এবং কাছাড় প্রভৃতি জেলায় পাথরিয়া কয়লা, চূণাপাথর এবং লৌহসংযুক্ত আকরীয় মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সোনামগঞ্জ, ছাতক প্রভৃতি স্থানের খনি হইতে চূণাপাথর আনিয়া তাহা পুড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সেই চুণ বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই প্রেরিত হয়। বাঙ্গলার উত্তরপূর্ব্বাংশে যে লৌহযুক্ত খনিজ মৃত্তিকা আছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বে দেশের ব্যবহার নিমিত্ত বহুপরিমাণ লৌহ প্রস্তুত হইত। কিন্তু ইংলণ্ড, বেল্‌জিয়ম, সুইডেন প্রভৃতি দেশোৎপন্ন লোহার আমদানী হওয়া অবধি আর এদেশে লোহা প্রস্তুত হয় না। বাঙ্গলা ও বেহারে স্থানে স্থানে মাটির উপর সোরা জন্মিয়া থাকে। কাছাড় জেলার স্থানে স্থানে পিট্রোলিয়ম অর্থাৎ মৃত্তিকাজাত তৈলের কূপ আছে। আমেরিকাতে এইরূপ তৈল হইতেই কিরোসিনতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এদেশোৎপন্ন তৈল পরিষ্কৃত করা হয় না বলিয়া, কিরোসিন তৈলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

৩৬০। বাঙ্গলায় প্রায় সকল প্রকার শস্যই অধিক বা অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই ধান্য জন্মে। বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, প্রভৃতি জেলায় অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য জেলায় বা ভিন্ন দেশে চালান হয়। গম, যব, মটর, তিল, তিসি, সর্ষপ প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়; তামাক, পাট, আক, সর্ব্বত্রই জন্মে। উত্তরাঞ্চলে তামাক, উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলে পাট, মধ্যস্থিত

জেলাসমূহে ইক্ষু ও খেজুর অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ী এবং ঢাকা জেলার উত্তরাংশে চা উৎপন্ন হয়।

৩৬১। মুরশিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় রেশম-পোকার আহার নিমিত্ত তুঁত বৃক্ষের আবাদ করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাঙ্গলায় রেশমের বিস্তর কারবার হইত। এক্ষণে আর সে পরিমাণে হয় না। ফরিদ-পুর, পাবনা, যশোহর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জেলায় ইক্ষু ও খর্জ্জুররস হইতে অধিক পরিমাণে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা হয়। হরিদ্রা, লঙ্কামরীচ, আদা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই জন্মে। যশোহর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জেলায় নীল জন্মে। কিন্তু অধিকাংশ নীলের কুঠী সম্বন্ধে অনেক অত্যাচার হয় বলিয়া নীলের কারবার কমিয়া যাইতেছে।

৩৬২। বাঙ্গলায় বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে আম, কাঁঠাল, জাম, আনারস, কমলা ও কাগুজি প্রভৃতি নানাবিধ লেবু, বাদাম, তেঁতুল, কলা, দাড়িম প্রভৃতি প্রধান। মালদহ অঞ্চলের আম্র, এবং শ্রীহট্টের কমলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বেগুণ, পটল, মূলা, লাউ, দাঁড়া বা ডেঙ্গা প্রভৃতি দেশীয় তরকারী এবং আলু, পেঁয়াজ, রসুন, কপি, সালগম প্রভৃতি নানাবিধ ভিন্নদেশীয় তরকারী বহুপরিমাণে সর্ব্বত্রই জন্মে। গ্রীষ্মকালে শশা, বাঙ্গী বা ফুটী, ক্ষীরা, তরমুজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই, প্রধা-নতঃ দক্ষিণাংশে, তাল, নারিকেল, সুপারি, খর্জ্জুর প্রভৃতি বিস্তর জন্মে। বকুল, গন্ধরাজ, গোলাপ, জুঁই, বেল, কামিনী প্রভৃতি বহুপ্রকার সুগন্ধযুক্ত এবং বহুপ্রকার সুদৃশ্য পুষ্প জন্মিয়া থাকে।

৩৬৩। বাঙ্গলায় অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। সেগুণ, সাল, গজারী, সুন্দরী, তুঁত, মেহগনি, গাম্ভার, শিশু, আবলুস, কাঁঠাল, চাম্বল, জারুল, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষ বাঙ্গলার জঙ্গলে এবং কোন কোন বাগানে জন্মিয়া থাকে। দেশীয় কাষ্ঠের মধ্যে সাল, সুন্দরী, জারুল, চাম্বল প্রভৃতির অনেক ব্যবহার হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে বহুলপরিমাণে সেগুণ আমদানী হইয়া থাকে। কোন কোন প্রকার জঙ্গলি বৃক্ষ হইতে গর্জ্জন প্রভৃতি নানা-রূপ কস বহির্গত হইয়া থাকে, তাহা ঔষধ বা অন্যকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়।

৩৬৪। বাঙ্গলায় বন্য পশুর মধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ভল্লুক, শূকর, নেকড়িয়া বাঘ, শৃগাল, খটাশ, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, খরগোস, হরিণ, বন্য গর্দ্দভ, মহিষ, বিবিধজাতীয় বানর ইত্যাদি অনেক স্থানে আছে। পালিত পশুর মধ্যে হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, শূকর ইত্যাদি। সরীসৃপজাতীয় জন্তুর মধ্যে জলে কুম্ভীর, কচ্ছপ ও ডাঙ্গায় বিবিধ-জাতীয় সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় মৎস্য ও পক্ষী এত অধিক যে অনেক জাতিরই দেশীয় নাম নাই।

৩৬৫। বাঙ্গলায় উচ্চ ও নীচ উভয়বিধ প্রকার ভূমিতে বিবিধপ্রকার ধান্য জন্মিয়া থাকে। নিম্ন স্থানেই অধিকাংশ আমন ধান্য উৎপন্ন হয়। প্রায়শঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ ধান্য রোপণ এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে কর্ত্তন করা হইয়া থাকে। তৎপরে সেই ভূমিতে শীতকালের ফসল জন্মে। এতদ্ব্যতীত এক প্রকার ধান্য আছে, বৈশাখ মাসে তাহার বীজ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া ভাদ্র মাসেই কাটিয়া লওয়া হয়। ইহাকে ভাদ্রী বা আশু ধান্য বলে। গোধূম, যব, মটর, কলাই প্রভৃতি শীতকালে উৎপন্ন হয়। কার্পাস, ইক্ষু প্রভৃতিও শীতকালে জন্মে। তামাক, পাট ইত্যাদি গ্রীষ্মকালে কাটে। বাঙ্গলার সর্ব্বাংশেই পানের বরজ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। উহা একবার জন্মিলে ১৫। ২০ বৎসর থাকে। বাঁশ ও বেত বাঙ্গলায় সর্ব্বত্রই বহুপরিমাণে জন্মে। বাঁশদ্বারা লোকের অসংখ্যপ্রকার প্রয়োজন সংসাধিত হয়।

৩৬৬। বাঙ্গলার উৎপাদিকাশক্তি পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় স্থান অপেক্ষা অধিক। বর্ষার জলে সমুদয় নিম্ন স্থান প্লাবিত হইলে তদুপরি যে মৃত্তিকা ও গলিত উদ্ভিজ্জ, পতিত হয়, তাহাতেই এই উৎপাদিকাশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। মৃত্তিকার এইরূপ উর্ব্বরতা শক্তি থাকা হেতু কৃষিকার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং কৃষিকার্য্য এক্ষণেও অতি প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অধিক পরিশ্রম সহকারে গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিলে, এবং যথোপযুক্ত সার প্রদান করিলে এইক্ষণ অপেক্ষা চতুর্গুণ ফসল হইতে পারে।

৩৬৭। বাঙ্গলায় কোন প্রকার শিল্পকার্য্যই অধিক পরিমাণে হয় না।

দেশীয় লোকের ব্যবহার্য্য সাধারণ জিনিস দেশীয় কারিগরদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভাল ভাল জিনিস প্রায়ই ইংলণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন দেশ হইতে আনীত হয়। সোণা রূপার জিনিস ঢাকা প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা এবং অন্য কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু কলদ্বারা প্রস্তুত বিলাতী জিনিসের আমদানী হওয়া অবধি তৎসমুদয় এত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে যে, দেশীয় লোকের কায়িক-পরিশ্রম-জাত সামগ্রী প্রায় বিক্রীত হয় না। সুতরাং দেশীয় শিল্পকার্য্য প্রায় লোপ পাইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

৩৬৮। সম্প্রতি ইংরেজেরা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতকগুলি স্থানে এবং সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাটের গাঁইটবাঁধা কল ও চট বুনাইবার কল স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতায় কয়েকটী সূতার কল এবং কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। বালী ও তিতুগড়ে কাগজের কল আছে। ইংলণ্ডীয় প্রণালীতে লোহার বড় বড় কাজ করিবার জন্য কলিকাতায় ইংরেজ ও বাঙ্গালীর স্থাপিত কয়েকটী কারখানা আছে। কলিকাতায় কয়েকটী ডক্‌ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজ মেরামত ও প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

৩৬৯। ক্রমে দেশীয় লোকের দ্বারা এইরূপ কারখানা স্থাপিত হইলে দেশীয় উৎপন্ন সামগ্রী দ্বারাই দেশীয় লোকের সমুদয় অভাব পূরণ হইতে পারে, এবং ভিন্ন দেশেও অনেক রপ্তানি হইতে পারে। তাহা হইলে এদেশীয় লোককে নিতান্ত আবশ্যক সামগ্রীর জন্য ভিন্ন দেশের উপর নির্ভর করিয়া নিরুপায় থাকিতে হয় না। আর, এক্ষণে যে প্রভূতপরিমাণ অর্থ এদেশ হইতে ভিন্ন দেশে যাইতেছে, তাহা দেশে থাকিয়া দেশীয় লোকের অর্থ বৃদ্ধি ও শোচনীয় অবস্থা দূর করিতে পারে।

৩৭০। বেহার।—এই প্রদেশোৎপন্ন আকরিক পদার্থ বাঙ্গলারই অনুরূপ। রাজমহলের পর্ব্বতসমূহে কয়লা, কালিয়াপাথর, লৌহ এবং খড়িমাটী আছে। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত করহরবাড়ীতে কয়লার খনি আছে। বেহারের দক্ষিণস্থ অন্যান্য পর্ব্বত হইতে নানাপ্রকার প্রস্তর আনিয়া লোকে গৃহাদি নির্ম্মাণ, এবং থালা, বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। বেহারের মৃত্তিকা প্রায় বাঙ্গলার ন্যায় উর্ব্বরা। কিন্তু উচ্চ ও শুষ্ক স্থানের পরিমাণ

অধিক থাকাতে ক্ষেত্র মধ্যে কূপ খনন করিয়া, জলসেচন করিতে হয়। বেহারের জঙ্গল ও ফলতরু, ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য এবং পশু পক্ষী, প্রায় বাঙ্গলারই অনুরূপ। বেহারে বাঙ্গলার অতিরিক্ত গোলমরীচ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ জন্মে। আফিম প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পোস্তের গাছ, এবং আতর ও গোলাপজল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার ফুলের বৃক্ষ, বহুপরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। বেহারে বহুসংখ্যক নীলের কুঠী আছে। বাঙ্গলা অপেক্ষা বেহারে শিল্পকারবার অধিক। এদেশোৎপন্ন অনেক সামগ্রী ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। অনেক স্থানে গালিচা ও কম্বল, গয়ায় ভাল ভাল পাথরের জিনিস, দানাপুর ইত্যাদি স্থানে নানারূপ চামড়ার জিনিস, এবং মিশ্রী, সাবান, কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে আফিম প্রস্তুত হয়, তাহা এই প্রদেশেই অধিকাংশ জন্মিয়া থাকে। পাটনায় গবর্ণমেণ্টের আফিমের প্রধান কারখানা আছে। বেহারের বহুতর স্থান নানাপ্রকার জঙ্গল, ফলতরু, বাঁশ, বেত প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

৩৭১। আসাম।—আসামের চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতসমূহে বহুপ্রকার আকরিক ও ধাতুদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপার্শ্বে পাথরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে স্থানে স্থানে কয়লা আছে। কিন্তু কোন স্থানেই অধিক পরিমাণে কয়লা খনন করা হয় না। অনেক স্থানে লৌহ-উৎপাদক আকরিক মৃত্তিকা আছে। কোন কোন স্থানে লবণাক্ত জলের উনই আছে, তাহা হইতে এক প্রকার লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সৈন্ধব লবণও কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। আসামের সর্ব্বত্রই, প্রধানতঃ লক্ষ্মীপুর জেলায়, ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীগুলি কর্ত্তৃক স্বর্ণ-মিশ্রিত মৃত্তিকা স্রোতোবেগে পর্ব্বত হইতে আনীত হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় শাখানদীর উৎপত্তিস্থানের নিকট অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সোণা প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানীয় লোকে ঐ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া সোণার কণিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রণালীর অপকৃষ্টতানিবন্ধন অল্পপরিমাণে সোণা পাইতে এত অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে যে, তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না। এই প্রদেশে যে সোণা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায় দেশীয় লোকের ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মীপুর জেলায় পিট্রোলিয়মের কূপ আছে। আসা-

মের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ পর্ব্বতসমূহে রূপা, টীন, সুর্ম্মা, তামা প্রভৃতি ধাতুর আকর আছে। অনেক স্থানে মারবল প্রস্তর, শ্লেট, চূণাপাথর এবং বহুমূল্য প্রস্তরও আছে। কিন্তু দেশীয় লোকের অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইহার কোন পদার্থ ব্যবহার বা ভিন্ন দেশে চালান করিবার নিমিত্ত অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করা হয় না। সমভূমির পরিমাণ অল্প বলিয়া অধিক কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন হয় না।

৩৭২। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা।—এই দুই প্রদেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময়। আকরিক পদার্থের মধ্যে প্রধানতঃ পাথরিয়া কয়লা প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, এবং রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অধিকপরিমাণ কয়লা উঠান হইয়া থাকে। সেই কয়লা বাঙ্গলার রেলওয়েতে এবং কলিকাতায় ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশের অনেক স্থানেই লৌহমিশ্রিত প্রস্তর ও অন্যরূপ আকরিক পদার্থ আছে। বরাকর নগরের নিকট একটী লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে স্থানীয় আকর হইতে অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হয়। সোণা, তামা, বিস্‌মিথ্‌ নামক ধাতু এবং হীরকও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের পর্ব্বতে নানারূপ প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। হর্ণব্লেণ্ড প্রস্তর দালান প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন পটষ্টোন নামক প্রস্তর, খড়ি, ঢেউমাটি ও কোড়ন পাথর ইত্যাদিও পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জে চীনের বাসন ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। জঙ্গলসমূহ প্রায় মৌয়া, তাল, তেঁতুল, আম, পলাশ, শিশু, আবলুস, বাঁশ, ইত্যাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই সমুদয় বৃক্ষ এবং অন্যান্য জঙ্গলা বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন নানারূপ কস ও রঙ্গ লোকের ব্যবহারে লাগে এবং কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন দেশে চালান হয়। উড়িষ্যার সমভূমিতে প্রায় বাঙ্গলার অনুরূপ বৃক্ষ ও শস্যাদি জন্মে। এই দুই প্রদেশের পশুপক্ষ্যাদি প্রায় বাঙ্গলার পশু পক্ষীর অনুরূপ।

৩৭৩। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীন এই কয়েক প্রদেশের পর্ব্বতে অসীমপরিমাণ বহুমূল্য ব্যবহারোপযোগী ধাতু ও অন্যরূপ আকরিক পদার্থ আছে। জঙ্গলে বহুপরিমাণ উৎকৃষ্ট ব্যবহারোপযোগী বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। আর অসাধারণ উর্ব্বরতানিবন্ধন অসীমপরিমাণে বহুমূল্য সামগ্রী জন্মিতে পারে।

কিন্তু দেশীয় লোকের অজ্ঞতা ও উদ্যোগহীনতানিবন্ধন সেই সমুদয় প্রকৃতি-দত্ত বহুমূল্য সামগ্রী অব্যবহৃত রহিয়াছে।

৩৭৪। এই সমস্ত বিবরণ অধ্যাপনায় তৃতীয় নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে।

৫। বাণিজ্য।

৩৭৫। এই কয়েক প্রদেশের উপরিউক্ত উৎপন্ন সামগ্রীগুলির অধিকাংশই দেশমধ্যে দেশীয় লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। কতক সামগ্রী রপ্তানি হইয়া দেশীয় নৌকা, ষ্টীমার বা রেলওয়েযোগে ভারতবর্ষান্তর্গত অন্যান্য প্রদেশে প্রেরিত হয়। কতক সমুদ্রপোতযোগে আরব, পারস্য, ব্রহ্ম, চীন প্রভৃতি এশিয়াখণ্ডের অন্যান্য দেশে, এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতে, প্রেরিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহুতর সামগ্রী আমদানী হইয়া দেশ মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩৭৬। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ইত্যাদিতে যে সমুদয় দেশোৎপন্ন সামগ্রী প্রেরিত হয়, এবং তথা হইতে যাহা এদেশের ব্যবহার জন্য আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ অধিক নহে। প্রধানতঃ এদেশ হইতে ধান্য, চাউল ও সুপারি প্রভৃতি প্রেরিত হয়, এবং সৈন্ধবলবণ, ডাল ও কিয়ৎপরিমাণ পাথর এদেশে আনীত হয়। ভিন্ন দেশের সহিত বাঙ্গলার, যে সমুদয় সামগ্রীতে আমদানী রপ্তানি হয়, অথবা বাঙ্গলা হইয়া যে সমুদয় বিদেশীয় সামগ্রী উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যায়, অথবা তথাকার যে সমুদয় সামগ্রী বাঙ্গলা দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার পরিমাণ অধিক।

৩৭৭। কলিকাতা, মাতলা, চট্টগ্রাম, বালেশ্বর ও কটক এই পাঁচটী স্থান দিয়া যাবতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কতক সামগ্রীর উপর গবর্ণমেণ্ট শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই কয়েক স্থান ভিন্ন অন্যস্থানে অর্ণবপোত প্রবেশ করিবার নিষেধ আছে। এই কয়েক স্থানে গবর্ণমেণ্টের কষ্টমহৌস অর্থাৎ শুল্ক গ্রহণ নিমিত্ত আফিস আছে। প্রতি বৎসরই এদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণবৃদ্ধি হইতেছে।

৩৭৮। রপ্তানী। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশসমূহ হইতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। যথা— আফিম প্রধানতঃ চীন দেশে। কার্পাস প্রধানতঃ ইংলণ্ডে। তৈলযুক্ত বীজ অর্থাৎ তিসি, তিল, সরিষা প্রভৃতি ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে। চাউল, গম ইত্যাদি অনেক দেশে, প্রধানতঃ ইংলণ্ডে ও লঙ্কায়। চা প্রধানতঃ ইংলণ্ডে। নীল প্রধানতঃ ইংলণ্ডে। কোষ্ঠা ও চট, প্রধানতঃ ইংলণ্ডে। চামড়া, প্রধানতঃ ইংলণ্ডে। এতদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার শস্য, চাঁচ ও লাহার রঙ্গ, চর্ম্ম, চিনি, সোরা, ছোলা, কুসুমফুল প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে, প্রধানতঃ ইংলণ্ডে, চালান হয়। মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৩২¾ কোটি টাকা।

৩৭৯। আমদানী। নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি ভিন্ন দেশ প্রধানতঃ ইংলণ্ড হইতে এপ্রদেশে আমদানী হইয়া থাকে। যথা—সূতার কাপড়, লৌহের জিনিস, লবণ, তামা, পিত্তল, সীসা, টীন, রাঙ্গ ও রাঙ্গের কলাই-করা লোহার চাদর, স্পলটু (দস্তার চাদর), পারদ প্রভৃতি ধাতু বা অন্য আকরিক পদার্থ, সর্ব্বপ্রকার বিলাতী সরাব, বিলাতী খাদ্য সামগ্রী, যন্ত্র, পুস্তক, কাগজ, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি অন্যান্য বিলাতী জিনিস। মোট আমদানী ২২¾ কোটি টাকা।

৩৮০। এই সমুদয় সামগ্রীর মধ্যে আফিম ও লবণ গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অর্থাৎ এই দুই পদার্থ প্রস্তুত বা বিক্রয় করিবার অধিকার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিয়াছেন। বেহার প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্টের অর্থদ্বারা আফিমের চাস এবং আফিম প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৎপরে কলিকাতায় আনীত হইয়া নীলামদ্বারা চালানী মহাজনদিগের নিকট বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, বালেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে সমুদ্রজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইত। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এদেশে লবণ প্রস্তুত করা বন্ধ করিয়া দিয়া ইংলণ্ডস্থ লিবরপুল প্রভৃতি নগর হইতে লবণ আনাইয়া প্রধান প্রধান বণিকদের নিকট বিক্রয় করেন। মাদক দ্রব্য, বারুদ, সোরা, গন্ধক প্রভৃতি বিক্রয়ের নিমিত্ত কর দিয়া লোকে লাইসেন্স অর্থাৎ অধিকারপত্র গ্রহণ করিয়া থাকে।

৩৮১। এদেশের সর্ব্বত্রই স্থানে স্থানে হাট আছে। সেখানে সপ্তাহে এক দিবস বা দুই দিবস নিকটস্থ গ্রামের কৃষকেরা স্বস্ব বৃক্ষ বা ক্ষেত্রোৎপন্ন

সামগ্রী আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র বণিকেরা সেই সমুদায় সামগ্রী খরিদ করিয়া কতক দেশ মধ্যে ব্যবহার নিমিত্ত বাজারে বাজারে বিক্রয় করে কতক প্রধান প্রধান গঞ্জে নিয়া প্রধান বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করে। তাঁহারা সেই সমুদয় সামগ্রী অধিক পরিমাণে একত্রিত করিয়া কলিকাতায় চালান করেন। ইংরেজ চালানী বণিক অর্থাৎ হৌসওয়ালারা সেই সমুদয় সামগ্রী খরিদ করিয়া জাহাজে ইংলণ্ডে বা অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

৩৮২। আমদানীর দ্রব্যগুলিও এইরূপে নানা হাত ঘুরিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। হৌসওয়ালারা ভিন্ন দেশ হইতে জাহাজে মাল আনাইয়া কলিকাতার প্রধান প্রধান বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা অথবা তাঁহাদিগের নিকট হইতে খরিদ করিয়া অন্য মহাজনেরা, তৎসমুদয় দেশ মধ্যে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে খরিদ করিয়া দোকানদারেরা সর্ব্বত্র লইয়া গিয়া বিক্রয় করে।

৩৮৩। প্রধান প্রধান গ্রামে যে নিয়মিত হাট হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে বৎসরে একবার কোন বিশেষ দিনে বৃহৎ মেলা হয়। সেখানে অনেক দূর হইতে মহাজন আসিয়া বহুপরিমাণে জিনিস বিক্রি কিনি করিয়া থাকে।

৩৮৪। উপরের লিখিত বিবরণগুলি অধ্যাপনার তৃতীয় নিয়ম অনুসারে ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।—শাসনপ্রণালী।

৩৮৫। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের মূল ক্ষমতা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের হস্তে ন্যস্ত আছে। ইনি স্বকীয় শাসনাধীন যাবতীয় প্রদেশসম্বন্ধীয় কার্য্য নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ সহকারে সম্পাদন করেন। গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ গবর্ণর জেনরলের অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে হয়। পাঁচ বৎসরের পর একজন নূতন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন।

৩৮৬। বাঙ্গলার নিমিত্ত আইন প্রস্তুত করিবার জন্য লেপ্টনাণ্ট

গবর্ণরের অধীনে একটী ব্যবস্থাপক সভা আছে। কয়েকজন প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী, কয়েকজন রাজপুরুষেতর ইংরেজ ও এদেশীয় লোক এই সভার সভ্য। অপরাপর সমুদয় কার্য্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অধীনস্থ সেক্রেটরিগণ দ্বারা সম্পাদন করেন। এই সমুদয় কার্য্য কতকগুলি ডিপার্টমেণ্টে বিভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী কলিকাতায় থাকিয়া লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশ অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টেরই শাখা-আফিস সমুদয় প্রদেশ মধ্যে স্থানে স্থানে সংস্থাপিত আছে। এই সমুদয় আফিসের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কীয় যাবতীয় স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

৩৮৭। রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত ডিপার্টমেণ্ট অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট অপেক্ষা গুরুতর, এবং তৎসম্পর্কে বহুসংখ্যক প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের ভার এই ডিপার্টমেণ্টের হস্তে আছে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অধীনে বোর্ড অব রেবিনিউ নামক সভার হস্তে এই ডিপার্টমেণ্টের প্রধান ক্ষমতা। ইহাতে দুইজন মেম্বর ও দুইজন সেক্রেটরী আছেন। বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক বিভাগে এক একজন কমিশনর আছেন। কমিশনরদিগের অধীনে প্রত্যেক জেলায় এক একজন কালেক্টর আছেন। আর কালেক্টরের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় এক একজন ডেপুটী কালেক্টর আছেন। জমিদারদিগের প্রদত্ত রাজস্ব আদায় করা; গবর্ণমেণ্টের খাসতহসিলে যে সমুদয় মহল আছে, অর্থাৎ যে সমুদয় জমিদারী মহলের গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অধিকারী, তৎসমুদয়ের বন্দোবস্ত বা খাজনা আদায় করা; নদী-ভাঙ্গনি দ্বারা কোন্ কোন্ মহল নষ্ট হইয়া গেল, অথবা নূতন চর পড়িয়া কোথায় গবর্ণমেণ্টের নিজ স্বত্ব হইল, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান ও সুশৃঙ্খলা করা; দেশ মধ্যে মাদকদ্রব্যবিক্রেতাদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট যে আবকারী কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা সংগ্রহ করা; এবং যাবতীয় টেক্স বা অনুরূপ রাজস্ব সংগ্রহ করা; মকদ্দমা উপলক্ষে যতপ্রকার ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয় তাহা বিক্রয় করা; ইত্যাদি বোর্ড, কমিশনর, কালেক্টর ডেপুটী কালেক্টর প্রভৃতির কার্য্য। আর, কলিকাতা প্রভৃতি যে কয়েকটী স্থানে বিদেশীয় অর্ণবপোত আসিবার অধিকার আছে, অর্থাৎ যে যে স্থান

দিয়া ভিন্ন দেশের সহিত এদেশের বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে এই ডিপার্টমেণ্টের অধীনস্থ কস্টম্‌স অর্থাৎ শুল্ক সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। যত দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয় তাহা ইহাঁরা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, এবং শুল্ক সংগ্রহ করেন।

৩৮৮। প্রত্যেক বিভাগে কমিশনরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রাজকর্ম্মচারী বলিয়া বিভাগের সাধারণ শাসনসম্পর্কীয় বিষয়ে তিনিই লেপ্টনাণ্ট. গবর্ণরের প্রতিনিধিস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন। বিভাগ সম্বন্ধে যখন যে নূতন বিষয় উপস্থিত হয়, অথচ যাহা অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের অধীন নহে, তৎসমুদয় কমিশনর এবং তদধীনস্থ কালেক্টরদিগের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। আর প্রতি বৎসর প্রত্যেক কমিশনর নিজ নিজ বিভাগ সম্বন্ধে শাসনসম্পর্কীয় সমুদয় বিষয় ধরিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া থাকেন।

৩৮৯। আসামের চিফ কমিশনরের অধীন ঐ প্রদেশ সম্বন্ধেও ঐরূপ।

৩৯০। আসাম ভিন্ন নয়টী বিভাগে নয়জন কমিশনর নিযুক্ত আছেন। এই সমুদয় বিভাগের শাসনপ্রণালী একরূপ নহে। বাঙ্গলার পাঁচটী বিভাগ ও বেহারের দুইটী এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী বিভাগের শাসনপ্রণালী একরূপ। এই কয় বিভাগে গবর্ণমেণ্টপ্রণীত সমুদয় আইন অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আসাম ও ছোটনাগপুর বিভাগের লোক ততদূর উন্নত নয় বলিয়া তথায় সমুদয় আইনের ব্যবহার নাই। অনেক কার্য্য কমিশনরদিগের আপন ইচ্ছা অনুসারেই নির্ব্বাহিত হয়। আপীলের প্রথা অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে নাই, এবং অপরাপর বিভাগে শাসন ও বিচার কার্য্যের যে নির্দ্দিষ্ট আইনসঙ্গত প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে এই দুই বিভাগে ঐরূপ নাই। আর, অন্যান্য বিভাগে যেপরিমাণ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন এই দুই বিভাগে তাহা অপেক্ষা ন্যূন। এই সকল কারণে এই দুইটী বিভাগকে আইনবহির্ভূত প্রদেশ বলা গিয়া থাকে এবং জেলার প্রধান কর্ম্মচারীকে কালেক্টর না বলিয়া ডেপুটী কমিশনর বলা হয়। বাঙ্গলা ও বেহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণা, পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম ও দার্জ্জিলিং এই কয়েক জেলাও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বলিয়া আইনবহির্ভূত প্রণালী অনুসারে শাসিত হইয়া থাকে। আর, কলিকাতা নগরের শাসনপ্রণালী অন্যান্য জেলা

হইতে ভিন্নরূপ। তাহাতে দুই জন বৈতনিক এবং কতকগুলি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত আছেন।

৩৯১। কমিশনর, কালেক্টর ও তদধীনস্থ ডেপুটী কালেক্টরদিগের দ্বারা রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যের সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটীয় ক্ষমতা অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় কার্য্যও সম্পাদিত হইয়া থাকে।

৩৯২। দেওয়ানী অর্থাৎ স্বত্বসম্বন্ধীয় বিচারের মূলাধার কলিকাতাস্থ হাইকোর্ট। তদধীনে প্রত্যেক জেলায় জজ, সবর্ডিনেট জজ ও মুন্সেফদিগের আদালত ও ছোট আদালত আছে। দণ্ডবিধির প্রধান প্রধান মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেট কি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে নাই। এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সেশন বা দায়রায় অর্থাৎ জজ সাহেবের বিচার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। যে স্থানে ছোট আদালত আছে, সেখানে নগদ টাকা সম্পর্কীয় মকদ্দমা ছোট আদালতে হয়। তাহার আপীল নাই। অন্যান্য স্থানে ঐরূপ মকদ্দমা, এবং সমুদয় স্থানেই অন্য প্রকার স্বত্বসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মকদ্দমা, মুন্সেফীতে হইয়া থাকে। বড় বড় মকদ্দমা সবর্ডিনেট জজ অথবা জজদিগের নিকট উপস্থিত হয়। মুন্সেফদিগের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সবর্ডিনেট জজ ও জজদিগের নিকট আপীল হয়। এবং তাঁহাদিগের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়।

৩৯৩। কোন প্রকার বিবাদে শান্তিভঙ্গ হওয়া নিবারণ করা, এবং যাহারা দণ্ডবিধি আইনের অন্তর্গত কোন অপরাধ করে, তাহাদিগের নামে ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ান, এই কার্য্যের ভার পুলিসের হস্তে অর্পিত আছে। ইন্‌স্পেক্টরজেনেরল পুলিষ সম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। ইহাঁর দুইজন ডেপুটী আছেন। ইহাঁর অধীনে প্রত্যেক জেলায় একজন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত আছেন। জেলার পুলিষ সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যের ভার ইহাঁর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহাঁর অধীনে স্থানে স্থানে আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। ইহাঁদিগের অধীনে থাকিয়া পুলিষের ইন্‌স্পেক্টর, সবইন্‌স্পেক্টর, হেডকনষ্টেবল ও কনষ্টেবলেরা কার্য্য করেন। প্রত্যেক জেলার অন্তর্গত প্রধান প্রধান স্থানে পুলিষ ষ্টেসন অর্থাৎ থানা এবং সেক্সন অর্থাৎ ফাঁড়ী আছে। প্রত্যেক থানায় একজন

ইন্‌স্পেক্টর বা সব ইন্‌স্পেক্টর এবং সেস্থানে হেড কনষ্টেবল কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া থাকেন।

৩৯৪। শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ডিরেক্টর সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁর অধীনে কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টর আছেন। কতকগুলি জেলা এক এক ইন্‌স্পেক্টরের অধীন। ইন্‌স্পেক্টর ও সহকারী ইন্‌স্পেক্টরদিগের অধীনে প্রত্যেক জেলাতে একজন ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর আছেন, আর প্রত্যেক ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের অধীনে কয়েকজন করিয়া সব ইন্‌স্পেক্টর আছেন। এই সমস্ত কর্ম্মচারী স্কুল পরিদর্শন ও তৎসম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটী সভাবিশেষ। তাহা শিক্ষাবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র। বৎসর বৎসর নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সার্টিফিকেট বা উপাধি দেওয়াই তাঁহাদিগের কার্য্য।

৩০৫। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের ন্যায় পোষ্ট অর্থাৎ ডাকের ডিপার্টমেণ্টেরও প্রধান আফিস কলিকাতায় স্থাপিত। দুই তিন জেলা লইয়া এক একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টর এবং প্রত্যেক ডাকঘরে এক একজন পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত আছেন। ডাকের পুলিন্দা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌছাইবার জন্য যে সমুদয় লোক নিযুক্ত আছে. তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণ করা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টরদিগের এবং স্থানীয় সমুদয় চিঠি ও পুলিন্দা অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করা ও অন্য স্থান হইতে আগত চিঠি ও পুলিন্দা বিতরণ করা, পোষ্ট মাষ্টার ও ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারদিগের কার্য্য।

৩৯৬। টেলিগ্রাফের জন্যও এক স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট আছে। তাহার প্রধান কর্ম্মচারী কলিকাতায় আছেন। ইন্‌স্পেক্টরেরা তারের লাইন পর্য্যবেক্ষণ করেন। এবং প্রধান প্রধান স্থানে ষ্টেসন অর্থাৎ বার্ত্তা দিবার ও পাইবার যে অফিস আছে, তাহাতে স্থানীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। যে যে স্থান দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে, সেখানে রেলওয়ে কোম্পানির নিজ টেলিগ্রাফ আছে। তাহাতে অন্য লোকেও খবর পাঠাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ লাইন. উত্তর পশ্চিমাঞ্চল. বোম্বাই. পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রদেশের প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর পারস্যদেশ ও লোহিত সাগর দিয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণে বড় সরকারী রাস্তা দিয়া কলি-

কাতা হইতে উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এবং অপর এক লাইন পূর্ব্বদিকে যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম হইয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩৯৭। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বাড়ী, রাস্তা, পুল ইত্যাদি প্রস্তুত ও মেরামত করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত আছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রধান প্রধান জেলার সদর ষ্টেসনে একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগের অধীনে এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওবরসিয়ার প্রভৃতি কার্য্য করেন। রোডসেস প্রভৃতি স্থানীয় অর্থের দ্বারা রাস্তা, খাল ইত্যাদি প্রস্তুতকরার জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন। প্রত্যেক প্রধান জনপদের রাস্তা, ঘাট ইত্যাদির কার্য্যের জন্য মিউসিপাল কমিটী আছে।

৩৯৮। অধ্যাপনার তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে উপরিউক্ত বিবরণগুলি ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।—১। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনার বিবরণ।

৩৯৯। প্রাকৃতিকভূগোলশাস্ত্রবর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপরাপর দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিকতর বিশালপ্রকৃতি ও বিস্ময়রসোদ্দীপক। ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রকাণ্ডায়তন পর্ব্বত, অসংখ্য প্রশস্ত স্রোতস্বতী, উপত্যকা, অরণ্য ও মরুভূমি অবস্থিত আছে—প্রধান প্রধান নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে যে সমস্ত অসামান্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমে সমুদ্রগর্ভ হইতে নূতন নূতন স্থান উদ্ভাবিত হইতেছে—যেরূপ অসাধারণ বেগসহকারে বাত্যা ও ঝটিকাপ্রবাহ এবং বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়া থাকে—আর যে সমুদয় বিচিত্রপ্রকৃতি বৃহদায়তন পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি এদেশে উৎপন্ন হয়—তৎসমুদায়ের বিদ্যমানতাবশতঃ প্রাকৃতিকতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতমাত্রের পক্ষেই প্রকৃতি অনুসন্ধান নিমিত্ত ভূমণ্ডলের অন্যান্য দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষ অধিকতর উপযোগী। এই পুস্তক-বর্ণিত ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশস্থিত প্রদেশসমূহে এই সমস্ত বিশালপ্রকৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা ও দৃশ্য সমধিকরূপে লক্ষিত হয়।

২। হিমালয় পর্ব্বত।

৪০০। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার হইতে মৃত্তিকা ক্রমে উচ্চ হইয়া, বেহার, বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের উত্তর সীমায় সমুদ্র হইতে প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চ হইয়াছে। তাহার উত্তরে ন্যূনাধিক বিংশতি মাইল প্রশস্ত অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ নিম্ন একটী সমভূমি ক্ষেত্র ঐ কয়েকটী প্রদেশের উত্তর সীমা দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত আছে। এই নিম্ন প্রদেশের নাম টেরাই বা তরিয়ানি।

৪০১। ইহার উত্তর দিয়া, পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত একটী পর্ব্বত-শ্রেণী, টেরাই হইতে গড়ে তিন হাজার ফুট, অর্থাৎ সমুদ্র হইতে চারি হাজার ফুট, পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহার সাধারণ নাম শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার উত্তর দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত একটী অল্প-প্রশস্ত গুহা বর্ত্তমান আছে। এই গুহা শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীর শিখরদেশ হইতে ন্যূনাধিক ৫০০ ফুট নিম্ন।

৪০২। এই গুহার উত্তর হইতে বাস্তবিক হিমালয়ের আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে পর্ব্বতশ্রেণী কোন কোন স্থলে স্তূপাকারে, কোথাও বা দুই তিনটী শ্রেণীরূপে উপর্য্যুপরি, উত্থিত হইয়াছে। এই নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব গড়ে পঞ্চাশ মাইল প্রশস্ত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত আছে। ইহার সাধারণ শিখরদেশ গড়ে ১৭ কি ১৮ হাজার ফুট উচ্চ।

৪০৩। ইহার অপেক্ষা উচ্চ আর নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী নাই। কিন্তু এই শিখরদেশ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শৃঙ্গ সাধারণতঃ ২৫ কি ২৬ হাজার ফুট এবং কোন স্থলে প্রায় ৩০ হাজার ফুট, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। অন্য কোন দেশে এরূপ উচ্চ পর্ব্বত নাই। এই শৃঙ্গ সমুদয়ের পার্শ্ব দিয়া স্থানে স্থানে ঘাট বা পর্ব্বতসঙ্কট, অর্থাৎ পর্ব্বতশ্রেণীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাইবার পথ, বর্ত্তমান আছে। ইহার উত্তরে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ব ক্রমে নিম্ন হইয়া, ১০ কি ১১ হাজার ফুট উচ্চ তিব্বতের উপত্যকাতে পরিণত হইয়াছে। এই উপত্যকা উত্তরে এশিয়াখণ্ডের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

৪০৪। বেহার, বাঙ্গলা এবং আসামের উত্তরস্থিত টেরাইপ্রদেশের মৃত্তিকা সাধারণতঃ সমভূমির মৃত্তিকার অনুরূপ। এইস্থান অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ নিম্ন বলিয়া তথায় বহুতর বিল ও জলাকীর্ণ স্থান আছে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ এবং মৃত্তিকার সিক্ততানিবন্ধন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বহুতর লতাগুল্মাদি জন্মিয়া এই স্থানকে সম্পূর্ণরূপে ঘোরতর অভেদ্য অরণ্যে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। পরিষ্কৃত জলের অভাবে এবং বায়ুর দোষে এই স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, এবং মনুষ্যবসতিবিবর্জ্জিত। টেরাইয়ের গভীর অরণ্য হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানা জাতীয় জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ।

৪০৫। শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী, প্রায় সম্পূর্ণরূপে বালুকাময় প্রস্তরে নির্ম্মিত. অর্থাৎ যাহাকে সাধারণতঃ বালিয়াপাথর বলা গিয়া থাকে, তাহাই এই পর্ব্বতের মৃত্তিকা। কোন কোন স্থল এই বালুকাময় প্রস্তর বা মৃত্তিকার স্তরে আবৃত আছে, কিন্তু কিছুদূর খনন করিলেই এই বালুকাময় প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণ পার্শ্বের নাম ভাবর। তাহা দক্ষিণদিকে ক্রমনিম্ন এবং সূর্য্যপ্রমুখ বলিয়া টেরাই অপেক্ষা শুষ্ক। ইহা প্রায়ই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষময় অরণ্যে আবৃত। তন্মধ্যে শাল ও সেগুণের সংখ্যা অধিক।

৪০৬। শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরস্থিত গুহা এবং তাহার শাখাপ্রশাখা গুলিকে স্থানীয় লোকে ধুন বলিয়া থাকে। ইহাতে বহুতর জলাভূমি আছে বলিয়া এইস্থান ঘনতর অরণ্যে আবৃত এবং জলবায়ুর দোষে অস্বাস্থ্যকর। ইহার কতকদূর নিম্ন পর্য্যন্ত নানা প্রকার আটালমাটি দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয় পার্শ্বের পর্ব্বত-অন্তর্গত প্রস্তরগুলি বৃষ্টি ও জলপ্রপাতের অভিঘাতে চূর্ণ হইয়া নিম্নের প্রস্তরময় স্তরগুলিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বহুসংখ্যক জল-প্রপাত ও প্রস্রবণ এই গুহার উভয়পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত হইতে নিম্নদেশে পতিত হইয়া অবশেষে নদীরূপে স্থানে স্থানে শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া ভারতবর্ষের সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই গুহা প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই টেরাইয়ের প্রকৃতিবিশিষ্ট। টেরাইয়ের দক্ষিণ সীমা অর্থাৎ সমভূমির উত্তর সীমা হইতে এই গুহার উত্তর পার্শ্বে সমুদ্র হইতে চারি হাজার ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রদেশকে হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ বলা গিয়া থাকে। এই প্রদেশের বৃক্ষলতাদি ও পশুপক্ষ্যাদি ভারতবর্ষীয় আকৃতিসমূহের অনুরূপ।

৪০৭। এই গুহার উত্তর সীমা হইতে ১৭ কি ১৮ হাজার ফুট উচ্চস্থিত হিমালয়ের শিখরদেশ পর্য্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে যে ন্যূনাধিক ৫০ মাইল প্রশস্ত হইয়া বিস্তৃত আছে, তাহা ভিন্নভিন্ন স্থানে ভিন্নভিন্নরূপ ধারণ করাতে ঐ স্থানের দৃশ্য অত্যন্ত বিচিত্র। কোন কোন স্থানে উচ্চ শিখরদেশ হইতে সমানভূমিক্ষেত্র দক্ষিণদিকে ক্রমনিম্নভাবে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদিতে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত আছে। কোন স্থানে সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী শিখরদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে শিখরদেশ হইতে লম্বভাবে শাখা-পর্ব্বতশ্রেণী বহির্গত হইয়া দক্ষিণে আসিয়া শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সমুদয় শাখা-পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া বহুতর গুহা ক্রমনিম্নভাবে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত আছে। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে ঝরণা ও জলপ্রপাতসমূহ এক শৈলশিখর হইতে অন্য শৈলের শিরোদেশে পতিত হইয়া অবশেষে নিম্নদেশে আসিয়া নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। শাখাপর্ব্বতগুলি এবং গুহাসমুদয় প্রায়ই অরণ্যে আবৃত। যে স্থানে গুহার মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার দুই পার্শ্ব ঘোরতর জঙ্গলময়। কিন্তু পর্ব্বতপৃষ্ঠের বহুতর স্থান বৃক্ষাদিবিরর্জ্জিত। তথায় অভ্যন্তরস্থিত প্রস্তরময় স্তরগুলি অনাবৃত লক্ষিত হয়।

৪০৮। হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত এই সমুদয় শাখাপর্ব্বতশ্রেণী গ্রেনিট, স্ফটিক, অভ্র প্রভৃতি ভূপঞ্জরের সর্ব্বনিম্নস্থিত প্রস্তরময় স্তরে নির্ম্মিত। এই প্রদেশের উত্তরস্থিত উচ্চ শৃঙ্গগুলি সমুদয়ই গ্রেনিটপ্রস্তরময়। উচ্চতানিবন্ধন এই প্রদেশে গ্রীষ্মাতিশয্য নাই। ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে শীতের প্রাদুর্ভাব। সুতরাং হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বের বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষ্যাদি ভারতবর্ষবাসী জাতিসমুদয়ের সদৃশ না হইয়া, অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান ইউরোপ প্রভৃতি দেশের জাতিসমূহের অনুরূপ হইয়াছে। হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশের উত্তর সীমা, অর্থাৎ চারি হাজার ফুট ঊর্দ্ধ হইতে দশ হাজার ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থানকে হিমালয়ের মধ্য প্রদেশ, এবং দশ হাজার ফুট হইতে ১৭ হাজার ফুট উচ্চ শিখরদেশ পর্য্যন্ত স্থানকে হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ, বলা গিয়া থাকে।

৪০৯। এই উচ্চ প্রদেশের নিম্নভাগ কতকদূর পর্য্যন্ত প্রায় মধ্যপ্রদেশেরই অনুরূপ। কিন্তু ইহার উপরিভাগ এবং শিখরোপরিস্থিত শৃঙ্গ সমুদয় সর্ব্বদাই তুষারাবৃত থাকে। অর্থাৎ যে পরিমাণ শীত হইলে জল জমিয়া তুষার হয়,

উচ্চতানিবন্ধন এই সমুদয় স্থানে সর্ব্বদাই ঐ পরিমাণ শীতের প্রাচুর্ভাব থাকাতে মেঘাবলিনিঃসৃত জল নিয়ত তুষাররূপে অবস্থিতি করে। এই তুষারময় প্রদেশের দক্ষিণ সীমা, অর্থাৎ চিরতুষার রেখা, ১২ কি ১৩ হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকের মেঘাবলি বায়ুতে পরিচালিত হইয়া নিয়তই হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশস্থ তুষাররাশিতে সংলগ্ন হইয়া তুষারপরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং তুষাররাশির নিম্নভাগ উপরের তুষারের ভারে ক্রমে নীচের দিকে উষ্ণ প্রদেশে আসিয়া জলরূপে পরিণত হওয়ার পর, প্রস্রবণ ও জলপ্রপাত আকারে নিম্নে পতিত হইতেছে। তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে এবং তদুপরিস্থিত শৃঙ্গসমুদয়ের উপর শীতলতানিবন্ধন বৃক্ষলতাদি প্রায় জন্মে না, এবং স্থানে স্থানে অল্পসংখ্যক মনুষ্য ভিন্ন প্রায় কোন প্রকার জীবজন্তু বসতি করিতে পারে না। এই বিভাগের নিম্ন দেশে যে স্থলে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী যাহা কিছু আছে, তাহা সুমেরুসন্নিহিত দেশসমূহের উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীর অনুরূপ।

৪১০। হিমালয়ের অন্তর্গত নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশ, এবং আসামের উত্তরস্থিত নানাপ্রকার পার্ব্বত্যজাতির বাসস্থান, হিমালয়ের মধ্য ও উচ্চপ্রদেশের কিয়দংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। তিব্বত দেশ হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

৪১১। ভারতবর্ষের সমভূমিতে দুই শত মাইল দূর হইতে হিমালয় পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে হিমালয়ে উঠিতে হইলে প্রথমতঃ টেরাই অতিক্রম করিয়াই বালুকাময় প্রস্তরনির্ম্মিত পর্ব্বতশ্রেণী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সমধিক উচ্চ নয় বলিয়া পশ্চাতের পর্ব্বতশ্রেণীর দৃষ্টি অবরোধ করিতে পারে না। হিমালয়ের মধ্য প্রদেশে বিভিন্নপরিমাণ শীতোষ্ণতাজনিত ভিন্নভিন্নজাতীয়তরুলতাবিশিষ্ট অরণ্যসমুদয় উপর্য্যুপরি উত্থিত হইয়াছে। তৎসমুদয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বের বিবিধ দৃশ্য অসাধারণ শোভা উৎপাদন এবং আশ্চর্য্য ভাবোদ্দীপন করিয়া থাকে। এই প্রদেশের উপরে হিমালয় পর্ব্বত দূর হইতে তুষারমণ্ডিতপ্রাচীরসদৃশ দেখায়। ১৭ হাজার ফুট পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী। তাহার উপরের শৃঙ্গগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও দূর হইতে পরস্পর সংলগ্ন অর্থাৎ প্রাচীরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই তুষার-

মণ্ডিত প্রাচীর মেঘাবলি ভেদ করিয়া প্রায় দৃষ্টিসীমা অতিক্রমপূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছে। ইহা দূর হইতে দৃষ্টি করিলে মনোমধ্যে সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্যের ভাব উদিত হয়। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া চিরতুষারমণ্ডিত-শিখরদেশে আরোহণ করিলে সেই ভাবের পরিবর্ত্তে প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য ও ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। চতুর্দ্দিকে অসীমতুষারমণ্ডিত ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বে প্রকাণ্ডায়তন শৃঙ্গ সমুদয় উত্থিত হইয়াছে, দক্ষিণদিকে বৃক্ষাদি-পরিপূর্ণ দৃশ্য ক্রমনিম্ন ভাবে অসীম দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়াছে। মেঘাবলি অতিক্রম করিয়া উত্থিত হওয়া নিবন্ধন আকাশ সচরাচরদৃষ্ট নীলবর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। আর বায়ুর সূক্ষ্মতা নিবন্ধন নিশ্বাসপ্রক্রিয়ার কষ্টসাধ্যতা, এবং চারিদিকের সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা, এই সমুদয় ব্যাপার দেখিয়া মন অসামান্য গাম্ভীর্য্য, ভয়ও বিস্ময়ে পরিপূরিত হয়। এই প্রদেশ হইতে অধিক ঊর্দ্ধে শৃঙ্গ সমুদয়ের উপরে আর উঠা যায় না।

৪১২। সচরাচর যে সমুদয় লোকে হিমালয়ের এই উচ্চ প্রদেশে গমনাগমন করে; তাহারা বায়ুর সূক্ষ্মতানিবন্ধন নিশ্বাসকার্য্যের যে ব্যাঘাত জন্মে, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া. এই বলিয়া থাকে যে এক প্রকার পার্ব্বত্য পুষ্পের গন্ধেই ঐরূপ হয়। এই প্রাণিদুর্গম প্রদেশেও মনুষ্য স্থানে স্থানে শিবমন্দির প্রভৃতি দেবালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। যোগী, সন্ন্যাসী বা রামায়তেরা সময়ে সময়ে এই সমুদয় তীর্থে যাইয়া থাকেন ও বাস করেন। কোন কোন স্থানে অতি অল্পসংখ্যক লোকের বসতিও আছে। বাণিজ্য বা অন্য প্রয়োজনানুরোধে প্রায়ই লোকে হিমালয়ের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে, এই উচ্চ প্রদেশ দিয়া, গমনাগমন করিয়া থাকে। কেবল কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থানে গমনাগমনে সুবিধা আছে, তদ্ভিন্ন অন্যত্র তুষারমণ্ডিত ক্ষেত্র, শৈলশিখর, গহ্বর ইত্যাদির জন্য এককালেই গতায়াত করা যায় না। গমনাগমনের পথেও স্থানে স্থানে গহ্বর ইত্যাদি পার হইয়া এক শৈলশিখর হইতে শৈলশিখরান্তরে নামিতে বা উঠিতে হয়। স্থানীয় লোকে একপ্রকার রজ্জুনির্ম্মিত সেতু সহকারে এই সমুদয় স্থান অতিক্রম করিয়া থাকে।

৪১৩। হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর ও মৃত্তিকার স্তরসমূহের প্রকৃতি ও অবস্থানপ্রণালী দৃষ্টে ভূতত্ত্ববিদ্যার সহযোগে এরূপ নিরূপিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য পর্ব্বতশ্রেণীর সৃষ্টির পর হিমালয় পর্ব্বত আগ্নেয়বিপ্লব দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণও হিমালয়ের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, এবং বহুতর উষ্ণপ্রস্রবণ স্থানে স্থানে তুষাররাশি ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া আভ্যন্তরিক উত্তাপের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

৪১৪। বিষুবরেখার নিম্নস্থ গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহ হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত যতপ্রকার শীত গ্রীষ্মের পরিমাণ পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে, হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তৎসমুদয়ই লক্ষিত হয়। নিম্ন প্রদেশ ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান, সুতরাং তথাকার অরণ্যসমুদয় ভারতবর্ষীয় বৃক্ষাদিতে যথা সেগুণ, সাল, শিমুল, বটশ্রেণীর বৃক্ষাদি, দেবদারু, এক প্রকার তাল, চাম্বল অর্থাৎ কাঁঠাল জাতীয় বৃক্ষাদি, বাঁশ, কলা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। তাহার উপর মধ্যপ্রদেশে, ওক, মেপল, চেস্‌নট, মানগোলীয়া, লরেল ইত্যাদি ইউরোপীয় বৃক্ষ এবং নানারূপ ইউরোপীয় ফল জন্মিয়া থাকে। তাহার উপরে উত্তর ইউরোপীয় বৃক্ষাদি যথা ওয়াল্‌নট, উইলো, বার্চ্চ, জুনিপার ও প্রধানতঃ পাইন ইত্যাদি জন্মে। ১৭ হাজার ফুটের উপরে যে সমস্ত বৃক্ষলতাদি জন্মে, তাহা নিম্নের বৃক্ষলতাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিম্ন প্রদেশে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, কৃষ্ণসার, হরিণ, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, খটাস, বন্যকুক্কুর ইত্যাদি বসতি করে। মধ্য ও উচ্চ প্রদেশ নানাজাতীয় হরিণ, বন্য ছাগ ও মেষ ইত্যাদির বসতিস্থান। অসংখ্য প্রকার পক্ষী হিমালয়ের সর্ব্বত্রই বাস করিয়া থাকে।

৩। পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বত।

৪১৫। আসামের দক্ষিণ দিয়া যে পর্ব্বতশ্রেণী বরাবর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর দিয়া, রঙ্গপুর জেলা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহার মধ্যে গারোপর্ব্বত এবং খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পর্ব্বত অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই পর্ব্বতশ্রেণী উত্তরে আসামের সমভূমি দ্বারা বেষ্টিত। ইহা বাস্তবিক একই শ্রেণী, ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। সর্ব্ব পশ্চিম

অংশের নাম গারো পর্ব্বত। তাহার পূর্ব্বে খাসিয়া, তাহার পূর্ব্বে জয়ন্তীয়া, এবং তৎপর নাগা পর্ব্বত নামে এই পর্ব্বতশ্রেণী অভিহিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর শাখা প্রশাখা পূর্ব্বদিকে, মণিপুর দিয়া এবং আসামের দক্ষিণাংশ দিয়া, বিস্তৃত হইয়া আসামের পূর্ব্বদিকস্থিত হিমালয়ের শাখার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, এবং দক্ষিণদিকে স্বাধীন ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পর্ব্বতসমূহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

৪১৬। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার সমভূমির উত্তর সীমা হইতে যে স্থলে এই পর্ব্বতশ্রেণী উত্থিত হইয়াছে, সেখানে তাহার নিম্ন ভাগের কতকদূর দক্ষিণে এক শত কি দুই শত ফুট উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীলা বর্ত্তমান আছে। এ সমুদয় টীলা বালুকা ও প্রস্তরখণ্ডসংযুক্ত নানারূপ আটাল মাটি ও পুরাতন লাল মাটিতে নির্ম্মিত এবং তৎসমুদয় স্থানে স্থানে গভীর জঙ্গলে আবৃত। এই সমুদয় টীলা হইতে পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত স্থান অধিকাংশই বিল ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানে নানাজাতীয় সুদীর্ঘ নল, খাগড়া, শণ, কুশা, বাঁশ ও বেত এবং বিবিধ জঙ্গলীয় বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। এই স্থানের উত্তর সীমা হইতে পর্ব্বতশ্রেণী উত্থিত হইয়াছে। তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব প্রায় জঙ্গলে আবৃত। শিখরদেশ গড়ে সাড়ে তিন কি চারি হাজার ফুট উচ্চ। এই পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিভাগ, সমতল অধিত্যকারূপে উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে অবস্থিত আছে। এই অধিত্যকার উপর স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র টীলা পাঁচ কি ছয় হাজার ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই অধিত্যকার উত্তর পার্শ্ব কতকদূর পর্য্যন্ত প্রায় খাড়াভাবে, পরে ক্রমনিম্নভাবে নামিয়া, আসামের সমভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ উল্লিখিত উপত্যকা, প্রায়ই জঙ্গলশূন্য। যে স্থানে গুহাদি অথবা অন্যরূপ গহ্বর আছে, সেই স্থানেই দুই পার্শ্ব দিয়া নানারূপ বৃক্ষাদি জন্মিয়া জঙ্গল হইয়াছে। অবশিষ্ট উপরিভাগ কেবল একপ্রকারতৃণে আচ্ছাদিত। স্থানে স্থানে কঠিন মৃত্তিকা ও প্রস্তর বাহিরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল স্থানে ঐরূপ তৃণও জন্মে না। এই পর্ব্বতশ্রেণীর উপর বহুপরিমাণ বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে। সেই বৃষ্টির জল উত্তর পার্শ্বস্থিত অসংখ্য গহ্বর মধ্য দিয়া জলপ্রপাতরূপে পতিত হয়।

এই সমুদয় গহ্বরের বিদ্যমানতা হেতু পর্ব্বতপার্শ্ব খণ্ড খণ্ড হইয়াছে বলিয়া দৃশ্যের বিচিত্রতা ও মনোহারিত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুহা সমুদয় প্রায়ই অত্যন্ত গভীর এবং পর্ব্বতের শিখরদেশ পর্য্যন্ত ঘনতর জঙ্গলে আবৃত। উত্তর পার্শ্বের গুহা গুলি তত গভীর বা বহুসংখ্যক নহে। সে দিকে পর্ব্বতপার্শ্ব স্থানে স্থানে ক্রমনিম্নভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া সমভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের জলপ্রপাত গুলি অতিশয় উচ্চ, খাড়া ও বৃহদায়তন। চেরাপুঞ্জির নিকটস্থ মাউসমাই, মাউমলু নামক গুহাস্থিত কতকগুলি জলপ্রপাত সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিৎ ওল্ডহাম সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভূমণ্ডলে ঐরূপ উচ্চ জলপ্রপাত আর অধিক আছে কি না সন্দেহ। দক্ষিণদিকের জলপ্রপাতগুলি সমভূমিতে পতিত হইয়া বহুতর ক্ষুদ্র নদী ও খালরূপে মেঘনা ও তাহার উপনদীসমূহে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

৪১৭। এই পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তর পার্শ্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রেনিট, নিস ও তৎশ্রেণীস্থ পুরাতন প্রস্তরসমূহে নির্ম্মিত। মধ্যে মধ্যে শ্লেট কোয়ার্জ ও গ্রীন ষ্টোন নামক প্রস্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণাংশ বালুকাময় প্রস্তর, চুণাপাথর, পাথুরিয়া কয়লা এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য স্তরে নির্ম্মিত। উভয় পার্শ্বের এই সমুদয় স্তরের মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে আগ্নেয়গিরি-উৎক্ষিপ্ত পদার্থও লক্ষিত হয়। এই সমুদয় প্রস্তর বৃষ্টি ও জলপ্রপাতের জলের অভিঘাতে চূর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম বালুকা অথবা আটাল মাটিরূপে পরিণত হইয়া, নিম্নস্থ সমুদয় স্থান আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

৪১৮। গারো, খাসিয়া-জয়ন্তীয়া ও নাগা পর্ব্বতশ্রেণীর প্রকৃতিসম্বন্ধে যে প্রকার বর্ণিত হইল, আসামের দক্ষিণাংশ দিয়া এই পর্ব্বত শ্রেণীর যে সকল শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রকৃতিও প্রায় সেইরূপ। খাসিয়া-পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ, ও নাগাপর্ব্বত হইতে দক্ষিণদিকে আগত এই পর্ব্বতশ্রেণীর শাখা প্রশাখা, ক্রমে বিস্তৃত হইয়া কাছাড়, পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম জেলা দিয়া সমুদ্র এবং ব্রহ্মদেশস্থ পর্ব্বতসমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম জেলার উত্তর ও পূর্ব্বাংশস্থিত পর্ব্বত গুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই কয়েক জেলার পর্ব্বতশ্রেণী খাসিয়া জয়ন্তীয়া পর্ব্বতশ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন, ইহার অধিকাংশই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র টীলা। স্থানে স্থানে ঐ

টীলাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পর্ব্বতশ্রেণীর আকারে পরস্পরের সহিত সমান্তরাল-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; অনেক স্থানে টীলাসমূহের পার্শ্ব ভেদ করিয়া জলপ্রপাত প্রবাহিত হইয়া নদী উৎপাদন করিয়াছে। যে স্থলে এই সমুদয় টীলার অভ্যন্তরদেশ গুহাদির নীচে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই স্থলে উপরিউক্ত জাতীয় প্রস্তর ও পুরাতন মৃত্তিকার স্তর লক্ষিত হয়। টীলাগুলির উপরিভাগ প্রায়ই বালুকা বা নানারূপ আটালমাটিতে আবৃত, এবং তথায় নানারূপ জঙ্গল জন্মিয়া থাকে। এই সমুদয় জঙ্গল ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বতশ্রেণীর জঙ্গল, শাল, শিমুল, গাম্ভার, চাম্বল ও অন্যান্য বৃহৎ বৃক্ষাদি; নানাজাতীয় বাঁশ, বেত, নল ও খাগড়া; এবং সমভূমিতে উৎপন্ন নানা জাতীয় বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ। আর হস্তী, মহিষ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদি নানা জাতীয় পশু ও পার্ব্বত্য পক্ষী এবং কীটের বসতি স্থান। লুসাই, নাগা, কুকী, ত্রিপুরা, লাঙ্গলা, চাক্‌মা প্রভৃতি নানা পার্ব্বত্যজাতীয় লোক এই সমুদয় পর্ব্বতে বসতি করে। তাহারা পর্ব্বতোপরিস্থিত কোন কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিয়া থাকে। চট্টগ্রাম ও কাছাড় জেলাতে অনেক স্থানেই টীলা বা পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে বা পার্শ্বে স্থিত কাছাড় এবং চট্টগ্রাম নগরের কতক অংশ টীলার উপরে অবস্থিত আছে। শ্রীহট্ট জেলাস্থিত কোন কোন স্থানেও ঐরূপ।

৪। পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বত।

৪১৯। বেহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ, সমুদয় ছোটনাগপুর, এবং উড়িষ্যার পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীলা এবং পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত আছে। এই পর্ব্বতসমূহ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া মধ্যভারতবর্ষান্তর্গত বিন্ধ্যাচলের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সমুদয় পর্ব্বত অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চ এবং বাঙ্গলার পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র এবং অন্য স্থানে শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

৪২০। বেহারের দক্ষিণাংশস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া গড়ে ২৫ মাইল প্রশস্ত হইয়া পূর্ব্বদিকে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। মুঙ্গেরের দক্ষিণে এই পর্ব্বতশ্রেণীর নাম কড়কপুর

পাহাড়। তাহাই অপেক্ষাকৃত উচ্চ। পূর্ব্বাংশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন। এই পর্ব্বত-শ্রেণী প্রাচীনতম প্রস্তর গ্রেনিট, নীস্, অভ্র, হর্ণব্লেণ্ড ও নানাপ্রকার অর্দ্ধ প্রস্তররূপ মৃত্তিকাতে গঠিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তর পার্শ্ব, দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রায়শঃ অধিকতর খাড়াভাবে নামিয়া বেহারের সমভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে শাখা বাহির হইয়া গঙ্গার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর শিখরদেশে নানাস্থানে অধিত্যকা বিস্তৃত আছে। শিখরদেশ হইতে বহুতর জলপ্রপাত উত্তর পার্শ্ব কর্ত্তনপূর্ব্বক পতিত হইয়া অবশেষে নদীরূপে গঙ্গায় গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। শিখরদেশের কোন স্থলই সমভূমি হইতে ১২ শত ফুটের অধিক উচ্চ নহে। বাঙ্গলার পূর্ব্বাংশস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী যে সমুদয় জাতীয় বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষ্যাদিতে পরিপূর্ণ, এই পর্ব্বতশ্রেণীর শিখরদেশ ও গুহাগুলিও সেই সমুদয় জাতীয় তরু লতাতে আবৃত এবং পশু পক্ষ্যাদির বসতিস্থান। অনেক স্থলে জঙ্গল নাই, এবং অনেক শুষ্ক অনাবৃত প্রস্তরময় টীলা এবং অধিত্যকা বর্ত্তমান আছে। স্থানে স্থানে বহুতর উষ্ণপ্রস্রবণও দৃষ্ট হয়, এবং কোন কোন স্থানে লোকে প্রস্তর আনিবার জন্য খনি খনন করিয়াছে।

৪২১। রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী, উক্ত পর্ব্বতশ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। ইহা সাঁওতাল পরগণা দিয়া উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত এবং সাধারণতঃ ১ হাজার কি ১৫ শত ফুট উচ্চ। ইহার দৃশ্য অতীব মনোহর এবং বিচিত্র। শিখরদেশ ও উত্তর পার্শ্ব প্রায়ই বৃক্ষময় জঙ্গলে আবৃত। অনেক স্থানে এই সমুদয় পর্ব্বত-বাসী সাঁওতালেরা জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিয়াছে। নীস, অভ্র, হর্ণব্লেণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন প্রস্তরের স্তরসমূহ, মধ্যে মধ্যে অপেক্ষাকৃত অভিনব প্রস্ত-রের সহিত মিলিত ভাবে এই পর্ব্বতশ্রেণী দিয়া দক্ষিণে ছোটনাগপুরের পর্ব্বতসমূহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে আগ্নেয়পর্ব্বতোৎক্ষিপ্ত নানাপ্রকার প্রস্তর ও মৃত্তিকা এই সমুদয় স্তর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। আর, উপরিউক্ত স্তর সমুদয়ের উপরে অথচ বাহিরের মৃত্তিকার নীচে, পাথরিয়া কয়লা ও তজ্জাতীয় স্তরগুলি, এই সমুদয় পর্ব্বত হইতে ছোটনাগপুর প্রদেশ দিয়া কটক-জেলাস্থিত পর্ব্বতসমূহ পর্য্যন্ত, বিস্তৃত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কয়লা ভূপৃষ্ঠেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত

রাণীগঞ্জ নামক স্থানের নিকট উৎকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লার অনেক খনি আছে।

৪২২। প্রায় সমুদয় ছোটনাগপুর প্রদেশ একটী প্রশস্ত উপত্যকা। সমুদ্র হইতে ৫ শত হইতে ১ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। ইহার পৃষ্ঠদেশ সমান নহে। কোন কোন স্থান উচ্চ ও কোন কোন স্থান নীচ হওয়াতে এবং স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র টীলা বা পর্ব্বতশ্রেণী থাকাতে, এই প্রদেশের প্রকৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের অনুরূপ; সুতরাং ইহার দৃশ্য বিচিত্র ও মনোহর। টীলাগুলি এই উপত্যকার পৃষ্ঠদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু অধিক উচ্চ নহে। অল্প কয়েকটী ভিন্ন, মৃত্তিকা হইতে ১ হাজার ফুটের অধিক উচ্চ টীলা প্রায় নাই। এই উপত্যকা ও টীলাগুলি নীস. কোয়ার্জ, অভ্র, শ্লেট এবং বালুকাময় প্রস্তরে গঠিত। এই সমুদয় নিম্নস্তরের উপর পাথরিয়া কয়লা এবং লৌহ-সংযুক্ত প্রস্তর ও মৃত্তিকা আছে। এই পার্ব্বত্য ছোটনাগপুর প্রদেশের অধিকাংশই জঙ্গলে আবৃত। বাঙ্গলার অন্যান্য জঙ্গলে যে যে জাতীয় বৃক্ষলতাদি ও পশু পক্ষী আছে, এই স্থানের জঙ্গলেও সেই সকল দৃষ্ট হয়।

৪২৩। উড়িষ্যার অল্প প্রশস্ত সমভূমির পশ্চিম হইতেই পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিমদিকে যাইয়া সমুদয় করপ্রদ মহাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিমে মধ্য ভারতবর্ষের উপত্যকা ও পর্ব্বতসমূহের সহিত এবং উত্তরে ছোটনাগপুরের উপত্যকা ও তদুপরিস্থিত পর্ব্বতসমূহের সহিত মিলিত হইয়াছে। উড়িষ্যার সমভূমির পশ্চিমাংশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীলা ও অনতিদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী উত্থিত হইয়াছে। এই সমুদয়ের প্রকৃতি দেখিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, এই স্থান পূর্ব্বে সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপমালারূপে অবস্থিত ছিল। পরে আভ্যন্তরিক কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে ঐ দ্বীপগুলির শিরোদেশ টীলারূপে ও নীচের মৃত্তিকা সমভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানের পশ্চিমস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীগুলির অধিকাংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত। টীলা ও পর্ব্বতশ্রেণীগুলি প্রায়ই সমভূমিস্থিত বৃক্ষাদি ও পশুপক্ষিময় জঙ্গলে আবৃত। কোন কোন স্থানে প্রস্তরময় অনাবৃত টীলাও দৃষ্ট হয়। বৃষ্টিপাত বা অন্য কারণে কোন কোন

টীলার শিরোদেশ সমান হইয়াছে। টীলাগুলির পার্শ্বে স্থানে স্থানে গুহা ও তন্মধ্যে বহুবিধ জলপ্রপাত আছে।

৪২৪। ছোটনাগপুরান্তর্গত পর্ব্বতসমূহ যে প্রকার প্রস্তর ইত্যাদিতে গঠিত, উড়িষ্যার পর্ব্বতসমূহও প্রায় সেইরূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত।

৪২৫। এশিয়া খণ্ডের পূর্ব্বদক্ষিণস্থিত প্রধান প্রধান দ্বীপসমূহে স্থানে স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে। সেই অগ্ন্যুৎপাতপ্রধান দেশ অল্প প্রশস্তভাবে উত্তর পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্মদেশের পশ্চিমাংশ এবং চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, কাছাড় জেলা, ও আসাম প্রদেশের পূর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে; এবং উত্তরে হিমালয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। যদিও এই সমুদয় স্থানে আগ্নেয়গিরি বর্ত্তমান নাই. তথাপি স্থানে স্থানে বাড়বানল ও উষ্ণপ্রস্রবণ আছে. এবং সময়ে সময়ে এই সমুদয় স্থানে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। তদ্দ্বারাই অভ্যন্তরিক আগ্নেয় উত্তাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৫। সমভূমি।

৪২৬। আসাম ও বেহারের সমভূমির প্রকৃতি প্রায় একরূপ। উত্তর পার্শ্বের পর্ব্বতে যে প্রকার প্রস্তর ও পুরাতন মৃত্তিকার স্তর আছে, এই দুই সমভূমির নিম্নেও তজ্জাতীয় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উত্তর পার্শ্বের পর্ব্বতান্তর্গত প্রস্তরগুলি বৃষ্টি ও জলপ্রপাতের বেগে চূর্ণ হইয়া ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উপনদী সমুদয়ের জলের সঙ্গে সমভূমিতে অনবরত আনীত হওয়াতে, নানাপ্রকার আটালমাটী ও বালুকারূপে সমভূমির নিম্নস্থিত পুরাতন স্তর সমুদয়ের উপরে স্থাপিত হইয়াছে। এই দুই সমভূমির অন্তর্গত বহুতর স্থানে পুরাতন মৃত্তিকাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু নদীসমূহের নীচ ও পার্শ্ব অথবা নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূপৃষ্ঠোপরি কেবল ঐরূপ নূতন মৃত্তিকাই লক্ষিত হইয়া থাকে।

৪২৭। আসামের সমভূমিতে লোকের বসতি অতি অল্প. সুতরাং কৃষি-কার্য্যের নিমিত্ত আবাদ হইয়াছে এমত স্থান অধিক নাই। অধিকাংশই জঙ্গলে আবৃত। বর্ষার সময় যখন নদী সকল জলে পরিপূর্ণ হয়, তখন নৌকা-রোহণে গতায়াত করিলে উভয় পার্শ্বে বহুতর গভীর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে জঙ্গলের মধ্যে কর্ষিত বা তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর অথবা প্রান্-

গুলি অত্যন্ত শোভাময় দেখায়। বেহারের সমভূমিতে লোকের বসতি অধিক। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ী ও কুচবেহার জেলা হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশের অন্তর্গত বলিয়া, ঐ স্থানের সাধারণ প্রকৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের অনুরূপ। কুচবেহারের দক্ষিণাংশ বেহার ও আসামের সমভূমির অনুরূপ।

৪২৮। বাঙ্গলার সমভূমি (উত্তরাংশ)।—বাঙ্গলার সমভূমি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। চট্টগ্রাম নগর হইতে ত্রিপুরা জেলার মধ্য দিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে ঢাকা পর্য্যন্ত, তৎপরে ঢাকা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত এবং ঐ স্থান হইতে দক্ষিণদিকে কাটোয়া পর্য্যন্ত, পরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে সরিয়া বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া বালেশ্বর নগর পর্য্যন্ত, এক রেখা টানিলে বাঙ্গলার সমভূমি যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহার প্রকৃতি বিভিন্নরূপ। উত্তরাংশে স্থানে স্থানে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে, এবং স্থানে স্থানে কিছুদূর খনন করিলে, লালমাটী এবং প্রস্তর সদৃশ ও প্রস্তরখণ্ডবিশিষ্ট অন্যরূপ পুরাতন মাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ রেখার দক্ষিণে কোন স্থানেই উক্তরূপ পুরাতন মৃত্তিকা দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বত্রই নূতন মাটী অর্থাৎ নদীর জলে আনীত বালুকা ও আটালমাটী লক্ষিত হয়। উত্তরাংশে ভূপৃষ্ঠে যে সমুদয় মৃত্তিকা দেখা যায়, দক্ষিণাংশে বহুদূর খনন করিলে অনেক মাটীর নীচে তাহা স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪২৯। ইহা দেখিয়া অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, এই রেখাই পূর্ব্বে সমুদ্রতট ছিল। ক্রমে নদীপ্রক্ষিপ্ত মৃত্তিকায় সমুদ্র ভরিয়া ঐ রেখার দক্ষিণের স্থানসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কোন হিন্দু গ্রন্থে দক্ষিণাংশস্থিত কোন স্থানের উল্লেখ নাই। আর প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ভূগোলবিৎ পণ্ডিতেরা ঐ রেখার উত্তরস্থিত গৌড়, রাজমহল, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপ, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি কতকগুলি নগরের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাণিজ্যার্থে অর্ণবপোত সকল এই সমুদয় স্থানে আগমন করিত। অপিচ, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চাকদহ, নলডাঙ্গা প্রভৃতি নামেও সমুদ্রনিকটবর্ত্তী স্থানই বুঝায়। বস্তুতঃ এইক্ষণও সুন্দরবনের দক্ষিণ ও মেঘনা নদীর মুখে যেমন নূতনমাটী পড়িয়া সমুদ্রের দিকে দেশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিয়া উপরিউক্ত অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৪৩০। বাঙ্গলার সমভূমির উত্তরাংশের প্রকৃতি প্রায় বেহার ও আসামের সমভূমির অনুরূপ। কিন্তু লোকের বসতি অপেক্ষাকৃত অধিক। সুতরাং ইহার প্রায় সমুদয়ই আবাদ হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ও পশ্চিম এবং ঢাকা জেলার উত্তর ভিন্ন জঙ্গলের পরিমাণ অতিশয় অল্প। নদীর পার দিয়া প্রধান প্রধান নগর ও জনপদ অবস্থিত আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি কোন স্থানে ক্রমাগত অধিকদূর পর্য্যন্ত, কোন কোন স্থানে স্বতন্ত্ররূপে, নদী বা খালের পারস্থিত অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে স্থিত আছে। গ্রামগুলির মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত কর্ষিত প্রান্তর অধিকদূর বিস্তৃত আছে। চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামনিবাসী লোকেরা এই সমুদয় প্রান্তর কর্ষণ করিয়া থাকে। গ্রামগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আম, কাঁটাল, খেজুর, সুপারি, বাঁশ, বেত প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ। খড়ের ঘরগুলি এই সমস্ত বৃক্ষলতা দ্বারা বেষ্টিত দৃষ্ট হয়। প্রধান প্রধান নগর ও জনপদ ভিন্ন প্রায় ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ নাই। উত্তর ও পশ্চিমদিকে অনেক স্থলে লোকে আটালমাটীতে কোঠা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

৮৩১। বাঙ্গলার সমভূমি (দক্ষিণাংশ)।—ইহা নদীয়া, চব্বিশপরগণা, যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকার দক্ষিণাংশ, বাখরগঞ্জ ও নওয়াখালি জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই স্থান বহুসংখ্যক নদী ও খালে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে বৃষ্টি বা বর্ষার জল বদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তন বিল উৎপাদন করিয়াছে। পদ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ভূমি ঈষৎ নিম্ন হইয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছে। কিন্তু সমুদ্রতীর হইতে পদ্মার পাড় ২০ | ২২ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। বাঙ্গলার সমভূমির এই অংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

৪৩২। বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশের প্রথমভাগ (অর্থাৎ সমগ্র নদীয়া, ফরিদপুর, ঢাকা ও নওয়াখালী জেলা এবং চব্বিশপরগণা, যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলার কিয়দংশ) লোক বসতি ও আবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় বাঙ্গলার সমভূমির উত্তরাংশের অনুরূপ। নদী ও খালের পার দিয়া মৃত্তিকা প্রায়শঃ উচ্চ। তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদয় স্থানই বর্ষার সময় জলমগ্ন হইয়া থাকে। গ্রামগুলির মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত প্রশস্ত প্রশস্ত কর্ষিত ক্ষেত্র আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যভাগ প্রায়শঃ নিম্ন বলিয়া সেখানে বিল উৎপন্ন হইয়া বারমাস

জলপূর্ণ থাকে। এই সমস্ত নিম্ন স্থান দেখিলে অনুমিত হয় যে, তৎসমূহ পূর্ব্বে নদী বা খালের অংশ ছিল। পরে নদীর গতিপরিবর্ত্তনে মাটী পড়িয়া ভরিয়া যাইতেছে। ফলতঃ এইরূপই অনুভব হয় যে, বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশে এরূপ কোন স্থানই নাই, যাহা কোন না কোন সময়ে নদীর গর্ভস্থ ছিল না।

৪৩৩। বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ জলাভূমি প্রদেশ চব্বিশপরগণা, যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যভাগ ব্যাপিয়া অবস্থিত। এবং তৃতীয় ভাগ ঐ সমুদয় জেলার দক্ষিণাংশ। এই দুই প্রদেশকে সাধারণতঃ বাদা বা সুন্দরবন বলা গিয়া থাকে। উপরিউক্ত তৃতীয় ভাগই বাস্তবিক সুন্দরবন। তাহা অরণ্যময়। দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ ঐ অরণ্যের উত্তরস্থিত স্থানের অধিকাংশ বিল ও জলাভূমিতে পরিপুর্ণ। ইহাকে জলাভূমি প্রদেশ বলা যায়। এ প্রদেশের মধ্য দিয়া অসংখ্য খাল ও নদী চারিদিকে বিস্তৃত আছে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হয় বলিয়া এই সমুদয়ের জল অধিক বা অল্প পরিমাণে লবণাক্ত। জোয়ার ও বর্ষার সময়ে এই সমুদয়ের জলাভূমিতে নূতন জল বেগসহকারে আসিয়া অনেক মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া যায়; তাহাতেই এই সমুদয় স্থান ক্রমে ভরিয়া উঠিতেছে। মনুষ্যেরা বসতি স্থাপন এবং কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত এই সমস্ত জলনিমগ্ন স্থান উদ্ধার করিয়া আপন অধিকারে আনিবার জন্য প্রকৃতির এই প্রক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। নদী বা খালের ধারে যে স্থানেরই মৃত্তিকা উপযুক্ত পরিমাণে উচ্চ ও দৃঢ় বোধ হয়, সেখানেই লোকে অল্প জলের দিনে মাটি উঠাইয়া, বর্ষার সময়ে জলমগ্ন না হইতে পারে, তদ্রূপ উচ্চ ঢিপি বানাইয়া তাহাতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। পরে বৎসর বৎসর আরো মাটী উঠাইয়া ঐ উচ্চ স্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এদিকে মাটীকাটা গর্ত্তগুলি, চারিদিকের নিম্নস্থানের স্রোতোজলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়াতে অতিশীঘ্রই বর্ষার মাটী পড়িয়া ভরিয়া উঠে। নিম্ন স্থান কর্ষণ করিয়া লোকে যে সমুদয় শস্যক্ষেত্র করিয়া থাকে, তাহার আইলের কুশ প্রভৃতি দীর্ঘ তৃণ এবং ক্ষেত্রের গুল্মাদিতে বর্ষার জলের বেগ অবরোধ করাতে মৃত্তিকা পড়িবার আরো সুবিধা।

৪৩৪। এই প্রদেশের অনেক স্থলে লোকের বসতি বা সমধিক গমনা-

গমন নাই। মধ্যে মধ্যে অল্পসংখ্যক জালজীবী লোকের আবাসস্থান মাত্র দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের পরস্পর বিচ্ছিন্ন কুটীর, খাল ও বিলে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র-নৌকা, অথবা শুকাইবার নিমিত্ত বাঁশের উপর টাঙ্গান জাল ভিন্ন মনুষ্যবসতির চিহ্ন আর কিছুই বিশেষ দেখা যায় না। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত জলাভূমি বিস্তৃত দেখা যায়। স্থানে স্থানে শুভ্রবর্ণ কার্পাসসদৃশ চাকচিক্যময় পুষ্পবিশিষ্ট সুদীর্ঘ নল ও খাগড়া, কোথাও বা কতকদূর ব্যাপিয়া পরিষ্কার জল অথবা তদুপরি ভাসমান নানারূপ জলীয় উদ্ভিজ্জ, এবং স্থানে স্থানে অনাচ্ছাদিত বালুকা বা কর্দ্দম, দৃষ্টিগোচর হয়। লোকে অনেক স্থলে গভীর নূতন কর্দ্দমের উপর নল খাগড়া ও লতা পাতা ফেলিয়া পথ প্রস্তুত করণানন্তর অধিকদূর পর্য্যন্ত ক্ষেত করিয়া থাকে। অসংখ্য বক, বন্য হংস, গগণবেড়, চকা, গাঙ্গচিল, মাচরাঙ্গা প্রভৃতি জলচর পক্ষী এই সমস্ত জলাভূমির উপর উড়িয়া বেড়ায়, জলে সন্তরণ করে, অথবা স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক একত্রিত হইয়া মৎস্যাদি ধরিয়া আহার করিয়া থাকে। সকালে বিকালে বা রাত্রিতে জলের পারে ভেক ও ঝিঁঝিঁ ইত্যাদির যে একরূপ অপরিবর্ত্তনশীল সমতান শব্দ শুনা যায় তন্মধ্যে সময়ে সময়ে এই সমুদয় পক্ষীরও উচৈচঃস্বর আকর্ণিত হইয়া মনে প্রগাঢ় আশ্চর্য্যের ভাব উদ্দীপন করে।

৪৩৫। দুই প্রহরের গ্রীষ্ম সময়ে, বিশেষতঃ জোয়ার হইলে এই সমুদয় স্থান নিতান্ত নিস্তব্ধ হয়, মধ্যে মধ্যে কোন জালজীবীর শব্দ অথবা দুই একটী পক্ষীর স্বর ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। সমুদয় জলীয় উদ্ভিজ্জ নির্ব্বাত সময়ে সূর্য্যোত্তপ্ত ও জলকণাপূর্ণ বায়ু প্রভাবে যেন নতশির ও ক্লিষ্ট অনুভূত হয়। যাহাদিগের সর্ব্বদা এইস্থানে যাইবার অভ্যাস নাই, এরূপ লোক এই সময়ে ঐ সমস্ত স্থানে গেলে চারিদিকের নিস্তব্ধতা, গ্রীষ্মাতিশয্য এবং অবিচলিত সিক্ত বায়ু হেতু অসহ্য ক্লেশ বোধ করে। ভাটার সময় এই সমুদয় স্থানের দৃশ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অসংখ্য জলচর পক্ষী জলের পারে আসিয়া মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করে, জালজীবী ও ব্যাধেরাও এই সময়ে ব্যস্ততাসহকারে মৎস্য ও পক্ষী ধরিতে প্রবৃত্ত হয়। কৃষকেরা ভাটার সময়ে ক্ষেত্রে যাইয়া পুরাতন বাঁধ মেরামত অথবা নূতন বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জলের অধিকার হইতে নূতন স্থান

উদ্ধার করিবার চেষ্টা পায়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে সমুদয় বিলের জল অনেক দূর পর্য্যন্ত কমিয়া যায়, সুতরাং জলীয় উদ্ভিজ্জগুলি শুষ্ক মৃত্তিকায় পড়িয়া শুকাইয়া যায়। এই সময়ে লোকে তৎসমুদয় স্থানান্তরিত না করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। তদ্দ্বারা বোর ধান বুনিবার নিমিত্ত ভূমি পরিষ্কৃত ও বিশেষ উর্ব্বরশক্তিবিশিষ্ট হয়। এই সমস্ত বিলে কোন কোন স্থানে ভাসমান জলীয় উদ্ভিজ্জগুলি অধিক দিন পর্য্যন্ত একত্র জমিয়া অত্যন্ত দৃঢ় ও ঘন হইয়া যায়। এই দামের উপর দিয়া কেবল যে লোকে সহজে গমনাগমন করে, এমত নহে; সময়ে সময়ে তাহার উপর ধান্যও বপন করিয়া থাকে। প্রবল বাতাস হইলে কথন কথন এই সমস্ত দাম বিলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে নীত হয়, এবং তাহা লইয়া জমিদারদিগের মধ্যে পরস্পর অনেক সময় বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

৪৩৬। বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ সুন্দরবন সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে অরণ্যে আবৃত। অন্যান্য বৃক্ষাপেক্ষা সুন্দরীবৃক্ষ অধিক বলিয়া এই স্থানের নাম সুন্দরবন হইয়াছে। এই স্থান উপরিউক্ত দ্বিতীয়-ভাগ অর্থাৎ জলাভূমি-প্রদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর। সুতরাং ঐ স্থানের ন্যায় বিলে পরিপূর্ণ নহে। কিন্তু খাল ও নদীর সংখ্যা অধিকতর। চতুর্দ্দিক গভীর অরণ্যে আবৃত। তাহার মধ্য দিয়া প্রধান প্রধান নদী ও অসংখ্য খাল চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সমুদয় নদী ও খালের স্রোত জোয়ার ভাটায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। জোয়ারের সময় জল স্ফীত হইয়া পাড়ের অরণ্যের সহিত যাইয়া সংলগ্ন হয়। ভাটার সময় জল কমিলে নদী বা খালের ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত কর্দ্দমময় স্থান জাগিয়া উঠে। অনেক স্থলে উপরের বন বৃদ্ধি হইয়া জল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই সমুদয় জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য-বসতি-বিবর্জ্জিত। এই গভীর অরণ্য মধ্যে মনুষ্য সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। অরণ্যের বহির্দ্দেশ ভিন্ন মধ্য প্রদেশে লোকের গতায়াত মাত্র নাই। ডাঙ্গার জঙ্গলে ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার, শূকর, সর্প ও অন্যরূপ নানাজাতীয় হিংস্রজন্তু বসতি করে। জলে, হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি অবস্থান করে।

৪৩৭। লোকে যেমন জলাভূমি প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম সহকারে

আবাদী ভূমির পরিমাণ বিস্তার করিয়া ঐ প্রদেশ আয়ত্ত ও স্বকীয়প্রয়োজনোপযোগী করিয়া তুলিতেছে, সেইরূপ দক্ষিণস্থ জঙ্গলময় প্রদেশেও ক্রমে আবাদ হইতেছে। স্থানে স্থানে পূর্ব্বের আবাদকরা ভূমিও জঙ্গলে পরিণত হইতেছে। কিন্তু সমষ্টিতে আবাদের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইতেছে। এ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক পাঁচ শত বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি বিজন ঘোর অরণ্যের পরিবর্ত্তে ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জঙ্গল আবাদ করিবার সময়ে লোকে যে সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে, তৎসমুদয় কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়া জ্বালানি কাষ্ঠরূপে বিক্রীত হয়। বড় বড় গাছগুলি নৌকা প্রস্তুত করা কিম্বা অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই জঙ্গলময় প্রদেশ অংশ অংশ করিয়া আবাদের নিমিত্ত লোকের নিকট পত্তন করিয়া থাকেন।

৪৩৮। সুন্দরবনের স্থানে স্থানে প্রাচীন দালানের ভগ্নাবশেষ, পুষ্করিণী, অথবা মাটীর নীচে পুরাতন মৃণ্ময় পাত্র ও মনুষ্যব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি মনুষ্যবসতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, এই স্থান পূর্ব্বে জনপদপরিপূর্ণ ছিল, নানাকারণে জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিবৃত হইয়াছে। কোন কোন লেখক অনুমান করেন, মুসলমানদের সময়ে চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ-প্রদেশনিবাসী মঘদিগের দৌরাত্ম্যে এই স্থান লোকশূন্য হইয়াছে। কেহ বলেন, বারংবার প্রবল ঝড় ও সমুদ্রজলপ্লাবন দ্বারা এই স্থান এরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কাহারও মতে, এই স্থান পূর্ব্বাবধিই জঙ্গলময় ছিল। বিদ্রোহী বড় মানুষেরা রাজার ভয়ে, অথবা অন্য লোকে আবাদ করিবার মানসে, সময়ে সময়ে আসিয়া বসতি করিত।

৪৩৯। সুন্দরবনের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতীরের অধিকাংশ স্থলে, নদীর স্রোতে, জোয়ার ও সমুদ্রতরঙ্গের বেগে এবং বাতাসের বলে, বহুতর বালুকার স্তূপ সঞ্চিত হইয়াছে। তৎসমুদয় উৎপন্ন হওয়া মাত্রেই তৃণ বা জঙ্গলে আবৃত হইয়া ক্রমে দৃঢ়ীভূত হয়। উপকূল হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা অতি অল্প। এই স্থানে ক্রমেই নদীর জলমিশ্রিত বালুকা ও কর্দ্দম পতিত হইয়া সমুদ্রতল উচ্চতর করিতেছে, এবং এই হেতু সমুদ্রতটও ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরিয়া ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। হরিণঘাটা মোহনার এক শত

কি দেড় শত মাইল দক্ষিণে কতকটা স্থান ব্যাপিয়া সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। ১০০০ কি ১১০০ ফুট দীর্ঘ রসি ফেলিয়াও তল-স্পর্শ হয় নাই; কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে সমুদ্র দুই শত কি আড়াই শত ফুটের অধিক গভীর নয়। যেমন পার্ব্বত্য প্রদেশে মধ্যে মধ্যে অতি গভীর গুহা লক্ষিত হয়, পণ্ডিতেরা মনে করেন, সমুদ্রতলের এই স্থান তদ্রূপ একটী গহ্বর।

৪৪০। কলিকাতা, খুলনা, দমদমা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খনন করিয়া কতকদূর নীচে মূলসহ দণ্ডায়মান সুন্দরী বৃক্ষের গোড়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যখন ঐ সমস্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল তখন যদি ঐ সকল স্থান এক্ষণকার ন্যায় নিম্ন থাকিত, তাহা হইলে তৎসমুদয় সমুদ্রজলে নিমগ্ন থাকিত। কিন্তু নিমজ্জিত অবস্থায় ঐরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন, ভূগর্ভের আভ্যন্তরিক বিপ্লব, বা তদ্রূপ অন্য কারণে বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশ কোন সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ পূর্ব্বে যে স্থান শুষ্ক ভূমি ছিল, তাহা নিম্ন হইয়া সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হওয়ার পর, পুনরায় তাহার উপর মাটী পড়িয়া ডাঙ্গা হইয়াছে। সুন্দরবন প্রদেশে মৃত্তিকা খনন করিলে, ন্যূনাধিক ১২০ ফুট পর্য্যন্ত বালুকা বা আটাল মাটীর স্তর লক্ষিত হয়। তাহার নীচে ৪০ ফুট গভীর অর্দ্ধতরল এক প্রকার কর্দ্দম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কর্দ্দমের নীচে পুনরায় দৃঢ় মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কোন প্রবল ভূমিকম্প সময়ে এই কর্দ্দম-রাশির কিয়দংশ উপরিস্থ স্তর ভেদ করিয়া বহির্গত হওয়াতে উপরিস্থ ঐ স্তর-গুলি নিম্ন হইয়াছে।

৪৪১। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কোন স্থানে নিম্নস্থিত স্তরগুলি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আর্টিশিয়ান কূপ নামক যে এক প্রকার অতি অল্প প্রশস্ত অথচ অতি গভীর কূপ খনন করিয়া থাকেন, কলিকাতায় ঐরূপ কূপ খনন করাতে ক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারের মৃত্তিকা উঠিয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০ ফুট নীচে পর্য্যন্ত উপরের সাধারণ মাটী। ১০ ফুট হইতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত নীলবর্ণ আটাল মাটী। ২৫ হইতে ৮০ ফুট পর্য্যন্ত পীট অর্থাৎ পাথুরিয়া কয়লা-রূপে অর্দ্ধপরিণত পুরাতন বৃক্ষাদিযুক্ত মৃত্তিকা। ৮০ হইতে ১২০ ফুট পর্য্যন্ত

অর্দ্ধতরল বালুকা। তাহার নিম্নে ১৫২ ফুট পর্য্যন্ত ঐরূপ বালুকা, কিন্তু তাহার রেণু অপেক্ষাকৃত স্থূল, এবং স্রোতোবেগে ঘর্ষিত হইয়াছে এমত চিহ্নযুক্ত-প্রস্তর-খণ্ড-বিশিষ্ট। তৎপর ১৬৩ ফুট পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে লৌহময় মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জযুক্ত আটাল মাটী। তন্নিম্নে ১৭০ ফুট পর্য্যন্ত কোয়ার্জ ও ফেলস্‌পার নামকপ্রস্তরখণ্ডযুক্ত সূক্ষ্ম বালুকা। ১৯৬ ফুট পর্য্যন্ত লৌহযুক্ত আটাল মাটী। তাহার নীচে ২২১ ফুট পর্য্যন্ত চূণা পাথর, কোয়ার্জ প্রভৃতি প্রস্তরখণ্ড ও কঙ্করযুক্ত বালুকা। তাহার নীচে ৪৮১ ফুট পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থিত বালুকাসদৃশ সূক্ষ্ম বালুকা। যন্ত্র ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ইহার নীচে আর খনন করিতে পারা যায় নাই। এই সমস্ত স্তরের প্রকৃতি আলোচনা দ্বারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায়, কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থান অর্থাৎ বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশ পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। তৎপরে নদীজল-প্রক্ষিপ্ত মৃত্তিকায় ভরিয়া উঠিয়া বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। পুনরায় সেই স্থান নিম্ন হইয়া জলমগ্ন হওয়ার পর, আবার মাটী পড়িয়া উন্নত হইতেছে।

৬। ঋতু।

৪৪২। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৎসরকে ছয়টী ঋতুতে বিভাগ করিয়াছিলেন। যথা—চৈত্র বৈশাখ বসন্ত; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম; শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা; আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ; অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত; মাঘ ফাল্গুন শিশির। বৎসরকে এইরূপ ছয় ঋতুতে বিভাগ করিলে এদেশের ঋতুপরিবর্ত্তনঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি উত্তমরূপেই শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এদেশীয় প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের বৎসর-গণনার ভুলে এইক্ষণ মাস ও ঋতুর পূর্ব্বের ন্যায় সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা বৎসরের পরিমাণ কিছু অধিক ধরিয়া লওয়াতে, যে বিষুবসংক্রান্তি হইতে বৎসরারম্ভ গণনা করা হইত, এক্ষণে সেই সংক্রান্তি ৩০শে চৈত্র না হইয়া ১০ই চৈত্র হইয়া থাকে। সুতরাং মাসগুলি এক্ষণে বৎসরের প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্ত্তন ছাড়াইয়া ২০ দিন গৌণে আসিয়া থাকে। যতদিন বর্ত্তমাননিয়মানুসারে বাঙ্গলা পঞ্জিকা গণনা করা হইবে, ততদিন এই বিপর্য্যয় বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। এক্ষণে বাস্তবিক ঋতু-পরিবর্ত্তন এই নিয়ম অনুসারে ঘটিয়া থাকে। যথা—১১ই ফাল্গুন হইতে

১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বসন্ত; ১১ই বৈশাখ হইতে ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম; ১১ই আষাঢ় হইতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত বর্ষা; ১১ই ভাদ্র হইতে ১০ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত শরৎ; ১১ই কার্ত্তিক হইতে ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত হেমন্ত; ১১ই পৌষ হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত শিশির।

৪৪৩। ইংরেজেরা এদেশের ঋতুপরিবর্ত্তন দেখিয়া বৎসরকে এই ছয় ভাগে বিভাগ না করিয়া সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন। যথা; বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালকে তাঁহারা গ্রীষ্ম বলিয়া থাকেন, বর্ষা ও শরৎকে তাঁহারা বর্ষা বলেন, এবং হেমন্ত ও শিশিরকে শীতকাল বলেন।

৪৪৪। বসন্ত কালের মধ্যযোগে অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বদিক হইতে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তগত হয় এবং দিবা রাত্রি সমান অর্থাৎ প্রত্যেকে ১২ ঘণ্টা অথবা ৩০ দণ্ড হইয়া থাকে। সেই তারিখ অবধি গ্রীষ্মের শেষদিন ১০ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সূর্য্য ক্রমে কিছু কিছু করিয়া উত্তর দিকে সরিয়া উদিত ও অস্তগত হইতে থাকে। এবং রাত্রি অপেক্ষা দিবা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষোক্ত তারিখে অধিকতম দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। এদেশে সেই দিন দিবা ১৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট অথবা ৩৩ দণ্ড ৪০ পল, এবং রাত্রি ১০ ঘণ্টা ৩২ মিনিট অথবা ২৬ দণ্ড ২০ পল হইয়া থাকে। তৎপরে বর্ষার আরম্ভ অবধি শরৎকালের মধ্যযোগ ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত সূর্য্য পুনরায় কিছু কিছু করিয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া উদিত ও অস্তগত হইতে থাকে। ১০ই আশ্বিন তারিখে পুনরায় সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তগত হয় এবং দিবা রাত্রি ঠিক সমান হইয়া থাকে। তৎপর হেমন্তের শেষদিন ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত সূর্য্য ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরিয়া উদিত ও অস্তগত হয়, এবং দিবা অপেক্ষা রাত্রি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ঐ তারিখে অধিকতম দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ দিবা ১০ ঘণ্টা ৩২ মিনিট এবং রাত্রি ১৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট হয়। ঐ তারিখ অবধি বসন্তের মধ্যযোগ ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত সূর্য্য পুনরায় কিছু কিছু উত্তর দিকে সরিয়া উদিত ও অস্তগত হইয়া ঐ তারিখে পুনরায় ঠিক পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উদিত ও অস্তগত হয়, এবং দিবা রাত্রি সমান হয়

৪৪৫। বসন্তকালে শীতের প্রাদুর্ভাব যাইয়া গ্রীষ্মের আগমন হইতে থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্ম

ঋতুতে আকাশ সাধারণতঃ পরিষ্কৃত অথবা বিচিত্রবর্ণ-মেঘাবলীবিশিষ্ট থাকে। দক্ষিণদিক হইতে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে উত্তরপশ্চিম কোণে মেঘ সাজিয়া ঝড় ও বৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্ষাকালে আকাশ প্রায়ই মেঘাবলীতে পরিবৃত থাকে, এবং বহুপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এই ঋতুতে সর্ব্বদাই দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মে পর্ব্বতোপরি তুষার বিগলিত হওয়াতে এবং অধিকপরিমাণ বৃষ্টিপাত নিবন্ধন, গ্রীষ্মকালের মধ্যযোগ অবধি নদীর জল স্ফীত হইতে থাকে। বর্ষার সময়ে বাঙ্গলার সমভূমির এবং বেহার ও আসামের নদীর নিকটস্থ সমুদয় নিম্নস্থান জলে ডুবিয়া যায়। গ্রীষ্মের শেষভাগে ও বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে মৃত্তিকা সিক্ত থাকাতে, এবং উত্তাপের আধিক্য হেতু, সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ সতেজ হইয়া উঠে, এবং শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। শরৎকালে আকাশ মেঘশূন্য হয়, এবং তখন বৃষ্টি হওয়া ক্ষান্ত হয়; গ্রীষ্ম কমিয়া কিছু কিছু শীত বোধ হইতে থাকে। হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে শীতের প্রাদুর্ভাব থাকে। প্রায়ই উত্তর দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। হেমন্তের প্রথম যোগে প্রায় প্রতি বৎসরই কয়েক দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হয়। এতদ্ভিন্ন এই ঋতুতে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হয় না।

৪৪৬। শীতসময়ে বৃক্ষাদির পত্র শুকাইয়া পড়িয়া যায়। এই সময়ে কোন কোন প্রকার ফল ও তরকারি জন্মে। বসন্তকালে বৃক্ষাদির নূতন পাতা এবং নানাজাতীয় ফল পুষ্প জন্মিতে আরম্ভ হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বহুপ্রকার ফল ও পুষ্প জন্মে।

৪৪৭। প্রাকৃতিকতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাপমান যন্ত্র দ্বারা শীতোষ্ণতা পরিমাণ করিয়া থাকেন। সেই যন্ত্রে ৩২ ডিগ্রি হইলে এত অল্প উত্তাপ থাকে যে জল জমিয়া তুষার হয়। এবং যে পরিমাণ উত্তাপ হইলে জল উৎলাইতে আরম্ভ করে, তাহাতে ঐ যন্ত্রে ২১২ ডিগ্রি হয়। এ প্রদেশে সমুদয় বৎসরে গড়ে ৮০ ডিগ্রি পরিমিত উত্তাপ হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষা সময়ে ৮৭ কি ৯০ ডিগ্রি হয়, এবং কখনও ৯৬ কি ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শীত সময়ে সাধারণতঃ ৬৫ কি ৭০ ডিগ্রি এবং কোন কোন দিন ৬০ ডিগ্রিও হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের শেষ ও বর্ষার প্রথম অংশে বিস্তরপরিমাণ বৃষ্টি হয়। কখন কখন একদিনের মধ্যে প্রত্যেক স্থানে, ৫ ইঞ্চ গভীর জল হইতে পারে,

এই পরিমাণ বৃষ্টি হয়। বৎসর ভরিয়া বৃষ্টিতে যে পরিমাণ জল পতিত হয়, তাহা যদি না শুকাইত, কি মৃত্তিকায় প্রবেশ না করিত; তবে বৎসরান্তে প্রত্যেক স্থান ৮০ ইঞ্চ অর্থাৎ প্রায় ৪॥০ হাত গভীর জলরাশিতে আবৃত হইত। গারো, খসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়; বৎসরে প্রায় ৪০০ ইঞ্চ অর্থাৎ ২২ হাত বৃষ্টি পতিত হয়।

৪৪৮। দুই চারি বৎসর পরে একবার এদেশে সাইক্লোন হইয়া থাকে। বঙ্গীয় অখাতে কোন বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে অতি প্রশস্ত ঘূর্ণিত বায়ু উৎপন্ন হইয়া ক্রমে বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশ দিয়া উত্তর দিকে আসিয়া থাকে। সাইক্লোনের সময় প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষাদি, গৃহ এবং জলোপরিস্থিত নৌকা প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া ফেলে। আর, সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া অনেক স্থান প্লাবিত করে, এবং তদ্দ্বারা জীব জন্তু গৃহাদি অনেক বিনষ্ট হইয়া থাকে। সাইক্লোন বাঙ্গলার সমভূমির উত্তরাংশে বড় অধিক দূর প্রবেশ করে না। ঝটিকা, বজ্র, বৃষ্টিপাত এবং বর্ষা সময়ে জলপ্লাবন ইত্যাদি ব্যাপার এদেশে যে পরিমাণ হইয়া থাকে, পৃথিবীর আর কুত্রাপি প্রায় তদ্রূপ হয় না।

৪৪৯। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণাংশস্থিত নদী খাল সমূহে জোয়ার ও ভাঁটা হইয়া থাকে। অল্প জলের দিনে যখন নদীর স্রোতোবেগ অল্প হয়, তখন জোয়ারের বল অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। বর্ষার সময় এত বেগে নদীর জল প্রবাহিত হয় যে, তখন জোয়ারে তাহার বেগ ফিরাইতে পারে না। মেঘনা, ভাগীরথী ও সুন্দরবনের কোন কোন নদীর মোহানাতে জোয়ারের অধিক জল অল্প প্রশস্ত নদী দিয়া আসাতে বাণ ডাকিয়া থাকে, অর্থাৎ জোয়ারের জল অত্যন্ত বেগে উচ্চ হইয়া আইসে। অল্প জলের দিনে অধিক বেগে বাণ ডাকে।

৪৫০। অধ্যাপনার তৃতীয় সাধারণ নিয়ম অনুসারে এই অধ্যায়ের বিবরণগুলি ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে।

সম্পূর্ণ।